Contents

প্রথম বর্ষ

১১শ সংখ্যা

جمعیت اہل حدیث

ترجمان الحدیث

بنگال و آسام جمعیت اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জুমানুল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্য্যালয়

পাবনা, পাক বাঙ্গালা

প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

যুলকা'দাহ—১৩৬৯ হিঃ।

ভাদ্র—১৩৫৭ বাং।

বিষয়—সূচী

বিষয় :—		লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১।	ছুরত্ আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছির ...	... ...	৪৬১
২।	সে, কি আন্‌ছার তোরা ? (কবিতা)	জমিলা খাতুন, রংপুর	৪৭০
৩।	ওরে আন্‌ছার দল্ ! (মার্চ্চিং সঙ্গীত)	জমিলা, পাবনা	৪৭১
৪।	আমাদের সাহিত্য ...	আবুল কাছেম কেশরী	৪৭২
৫।	শ্রীহট্টের সভ্যতা ও কৃষ্টি ...	ছৈয়দ মুছ্‌তফা আলী	৪৭৫
৬।	শ্রীহট্টের শাহজালাল ...	সৈয়েদ মোর্তজা আলী	৪৭৭
৭।	হিন্দে ইছ্‌লামের ইতিহাস ...	... ...	৪৭৯
৮।	মুছ্‌লিমজগতে ইছ্‌লামের স্বরূপ ...	মোহাম্মদ মওলাবখ্‌শ নদ্‌ভী ...	৪৮৮
৯।	নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান— ...	আলমোহাম্মদী	৪৯১
১০।	ঈদুল আয্‌হার সম্ভাষণ ...	... ...	৪৯৬
১১।	সাময়িক প্রসঙ্গ ...	... ...	৫০৩

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদিছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র।

প্রথম বর্ষ | যুল্‌কা'দাহ—১৩৬৯ হিঃ। ভাদ্র—১৩৫৭ বাং। | একাদশ সংখ

تفسيرالقرآن العظيم –

কোর্‌আন-মজিদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ ফাতিহার তফ্‌ছির

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৭)

আল্লাহর যতগুলি গুণবাচক নাম অথবা বিশেষণ উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তদীয় প্রেমময়—'রব্ব' নাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিকবার কোর্‌আনে স্থানলাভ করিয়াছে। কোর্‌আনের ছয় স্থানে 'আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে রব্বিল আলামিন,' চল্লিশ স্থলে 'রব্বুল আলামিন' এবং সর্ব্বশুদ্ধ ন্যূনাধিক নয় শত পঁচিশ স্থানে শুধু 'রব্ব' উল্লিখিত আছে। ছুরা আল্‌ফাতিহা—যাহা আল্‌কোরআনের শ্রেষ্ঠ ও সার অংশ তাহাতেও আল্লাহর যে চারিটী প্রধান গুণবাচক নাম বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান লাভ করিয়াছে তাঁহার 'রব্ব' নাম। ইহার কারণ কি?

ইছলামি তওহিদ [Islamic Monotheism] এর বুন্‌য়াদ ত্রিবিধ বিশ্বাসের উপর স্থাপিত: তওহিদে উলুহীয়ৎ, তওহিদে রবুবীয়ৎ ও তওহিদে উবুদীয়ৎ। সৃষ্টি মহিমায় ও সার্ব্বভৌমত্বে সকল—প্রকার মানবীয় ও অমানবীয় সহযোগ ও অংশীদারত্বকে সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করিয়া একমাত্র—আল্লাহকে বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা এবং সার্ব্বভৌম অধিপতি রূপে মান্য করিয়া লওয়াকে তওহিদ ফিল—উলুহীয়ৎ বলে। বিশ্ব জগতের পরিচালন, প্রতিপালন ও পরিপুষ্টিসাধন ব্যাপারে সর্ব্ববিধ সহযোগ ও অংশীদারীকে সর্ব্বপ্রকারে অস্বীকার করিয়া শুধু

www.ahlehadeethbd.org

আল্লাহকে সকল বিশ্বের নিয়ামক, প্রতিপালক ও পরিপুষ্টিদাতা রূপে স্বীকার করিয়া লওয়া তওহিদ ফিররুবুবীয়তের তাৎপর্য্য। আর সকলপ্রকার অনুরাগ ও দাসত্বের বন্ধনকে ছিন্ন এবং সাহায্য ও কল্যাণের সকল আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করিয়া একমাত্র আল্লাহকে নিবিড়তম প্রেম নিবেদন, তাঁহার অনুগত্যস্বীকার এবং তাঁহাকে সাহায্যযাচ্ঞা করার যোগ্যতম পাত্ররূপে বরণ করিয়া লইয়া তাঁহার প্রীতি অর্জ্জন ও অনুজ্ঞা পালনের সাধনায় রত এবং একমাত্র তাঁহারই নিকট আশ্রয়, সাহায্য ও কল্যাণ যাচ্ঞা করিতে থাকার কার্য্য তওহিদ ফিল উলুহীয়ৎ নামে অভিহিত। উপরিউক্ত ত্রিবিধ নীতির প্রথমটীকে প্রতিপাদ্য, দ্বিতীয়টীকে প্রতিপাদক এবং তৃতীয়টীকে প্রতিপাদিত রূপে গ্রহণ করিলে ইছলামি তওহিদের সংজ্ঞা অবধারিত হইবে। অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ সার্ব্বভৌমত্ব ও একাধিপত্যের একমাত্র অধিকারী, কারণ তিনিই নিখিল বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী, প্রতিপালক ও পরিপুষ্টিদাতা, অতএব কেবল তাঁহাকেই প্রেম নিবেদন, শুধু তাঁহারই দাসত্ব এবং কেবল তাঁহারই—অনুজ্ঞা পালন করিতে হইবে এবং একমাত্র তাঁহারই নিকট আশ্রয় ও সাহায্য যাচ্ঞা করিতে হইবে।—সুতরাং স্পষ্টতঃ জানাযাইতেছে যে, তওহিদে উলুহীয়তের প্রধানতম প্রমাণ হইতেছে বিশ্বপতির রবুবীয়ৎ অর্থাৎ আল্লাহর 'রব্ব' হওয়া তাঁহার সার্ব্বভৌম অধিপতি হইবার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন এবং ইহাই তাঁহার সর্ব্ববিধ উত্তম প্রশস্তির প্রকৃষ্ট কারণ। কাজেই আল্‌ফাতিহায় আল্লাহকে সর্ব্বপ্রথম রব্বুল আলামিন—সকল বিশ্বের প্রতিপালক ও পরিপুষ্টিদাতা রূপে অভিহিত করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আর একটী কারণ যে, তওহীদে রবুবীয়ৎ ও তওহীদে উলুহীয়ৎ ইছলামি তওহিদের বিশিষ্ট রূপ। তওহীদে উলুহীয়তের সম্পূর্ণতার পক্ষে উপরিউক্ত দ্বিবিধ তওহীদ অপরিহার্য্য। ঐ দুইটীকে বাদ দিয়া আল্লাহর শুধু সৃষ্টিকর্ত্তা ও জগতস্বামী—হওয়া সম্বন্ধে মুওয়াহ্হিদ (একত্ববাদী) ও মুশরিক (বহু-ঈশ্বরবাদী) সকলেই এক মত হইয়াছে।—কিন্তু সেকথা একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

তওহিদে উলুহীয়তের চিরন্তনভাব ও বিশ্বব্যাপী রূপ,

আল্লাহকে একেশ্বরবাদী [Monotheist], দ্বীশ্বরবাদী [Amphetheist], অদ্বৈতবাদী [pantheist], দ্বৈতবাদী (Deist), বহু ঈশ্বরবাদী [polytheist], জড়চৈতন্যবাদী [Fetechist] ও পিশাচবাদী [Demonist] গণের মধ্যে কেহই মোটামুটি ভাবে সৃষ্টিকর্ত্তা ও সর্ব্বভৌম অধিপতি রূপে স্বীকার করিয়া লইতে আপত্তি করে নাই। আরবের বহু ঈশ্বরবাদী, জড়চৈতন্যবাদী ও পিশাচবাদীরাও আল্লাহকে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির সার্ব্বভৌম অধিকারীরূপে বিশ্বাস করিত। স্বয়ং কোর্‌আনেই ইহার সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, । "এবং আপনি হে রছুল (দঃ) বহু-ঈশ্বরবাদী, মুশ্‌রিকদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, কে সৃষ্টি করিয়াছে আকাশসমূহ এবং পৃথিবী? আর কে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে সূর্য্য ও চন্দ্রকে? তাহারা নিশ্চয় বলিবে,—আল্লাহ! তবে কেমন করিয়া—তাহারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হইতেছে?" আল্‌আন্‌কাবুৎ :—৬২ আয়ৎ।

ولئن سالتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ؟ ليقولن الله ! فانى يوفكون

মুশ্‌রিকরা আল্লাহকে শুধু স্রষ্টাই মান্য করেনা, তাঁহার একাধিপত্য সম্বন্ধেও তাহাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ নাই। আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ করিয়াছেন,—"আপনি উহাদিগকে বলুন, পৃথিবী এবং উহাতে যাহা কিছু রহিয়াছে, তৎসমুদয়ের উপর—একাধিপত্য কাহার? তাহারা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবে,——আল্লাহর! আপনি বলুন, তবে কেন তোমরা উপদেশ লাভ করনা?" আল্‌মুমেনুন :—৮৫ আয়ৎ।

قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله ! قل افلا تذكرون ؟

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জড়বাদীদের প্রতিক্রিয়াশীল অনোক্তি,

একজন সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বিশ্বাধিপতির স্বীকারোক্তি মানব প্রকৃতি এবং তাহার মানসলোকের সনাতন, শাশ্বত ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি মাত্র, কিন্তু জড়বাদী নাস্তিকের (Materealist atheist) দল তাঁহাদের গুরু ডারুইনের (Darwin) বিবর্ত্তনবাদের (Theory of Evolution) অন্ধ অনুসরণ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার সত্তাকে ইতর প্রাণীর স্বাভাবিক বৃত্তি হইতে উৎপন্ন মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান মানসতা (mentality) বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। স্বয়ং ডারুইনের উক্তি এই যে, "ধর্ম্মীয় নিষ্ঠার ভাব অতিশয় জটিল। ইহা একজন গরীয়ান ও রহস্যময় উর্দ্ধতনের প্রতি প্রেম ও পূর্ণ আনুগত্যের ভাব মিশ্রিত অধীনতা, ভীতি, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, ভাবী আশা এবং আরও কতকগুলি বিষয়ের বলিষ্ঠ অনুভূতির সমষ্টি। বুদ্ধি ও নৈতিক শক্তির মোটামুটি বিকাশলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্তবৃত্তির এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা সম্ভবপর নয়। Nevertheless we see some distant approach to this state of mind in the deep love of a dog for his master, associated with complete submission, some fear and perhaps other feelings." অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি—বিশ্বাস পরিপুষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক শক্তির বলিষ্ঠ অনুভূতি বলিয়া স্বীকার করা সত্বেও এই মানসিক অবস্থার একটী দূরবর্ত্তী যোগাযোগ ডারুইন কুকুরের প্রগাঢ় প্রভুভক্তির মধ্যে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, কারণ প্রভুর প্রতি কুকুরের ভালবাসাপূর্ণ আনুগত্য, অনবিস্তর ভয় এবং সম্ভবতঃ আরও কতকগুলি অনুভূতির সহিত সংমিশ্রিত থাকে। *

প্রতিপাদ্য ও প্রমাণের এমন অপরূপ সামঞ্জস্য ন্যায়শাস্ত্রে অনুসন্ধান করা বৃথা। সৃষ্টিকর্ত্তার স্বীকৃতি মানুষের সহজাত বৃত্তি না উহা ক্রমশিক পরিপুষ্টি প্রাপ্ত চিত্তবৃত্তি? ইহার কোন প্রমাণ ডারুইনের উক্তির ভিতর নাই, কিন্তু তাঁহার বিবর্ত্তনবাদের মহাভারত যাহাতে অশুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, সৃষ্টিকর্ত্তার—কল্পনা মানুষের সহজাত বৃত্তি নয়, উহা ক্রমান্বয়ে মনুষ্য সমাজে বিভিন্নস্তর অতিক্রম করিয়া স্থানলাভ করিয়াছে এবং ইহাও মানিয়া লইতে হইবে যে, সৃষ্টিকর্ত্তার স্বীকার কুকুরের প্রভুভক্তির বিবর্ত্তনশীল উন্নত সংস্করণ! অথচ ডারুইনের নিকট ইহাও পরিগৃহীত হইয়াছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তার স্বীকৃতির ভিতর যে সকল বলিষ্ঠ অনুভূতির সংমিশ্রণ রহিয়াছে তাহার অভিজ্ঞতা প্রজ্ঞা ও নৈতিক বলের সমুন্নত অবস্থাতেই অর্জ্জনকরা সম্ভবপর, কিন্তু প্রজ্ঞা ও নৈতিক বলের উপরিউক্ত গৌরবান্বিত আসন কুকুর অধিকার—করিয়া বসিল কিরূপে?

ফলকথা ডারুইনের সিদ্ধান্ত মত বানর যেমন মানুষের দেহলোকের আদি পুরুষ, তেমনি তাহার মানসলোকের প্রথমা জননী হইতেছে——কুকুরী! কল্পনা বিলাসের কুজ্‌ঝটিকা এবং অনুমানের ছিন্নজাল ছাড়া ডারুইন তাঁহার উভয়বিধ সিদ্ধান্তের কোন সুদৃঢ় বস্তুতান্ত্রিক ভিত্তিভূমি (Material background) প্রদর্শন করিতে পারেননাই। তাঁহার পরবর্ত্তী বিবর্ত্তনবাদীর (Evolutionist) দলও এক অনুমানের উপর দ্বিতীয় অনুমানের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করার অতিরিক্ত অগ্রসর হইতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা সকলেই মানুষের প্রতি প্রদর্শিত ইতর প্রাণীর নির্ভরশীলতা ও কৃতজ্ঞতার লক্ষণগুলিকে ধর্ম্মীয় প্রেরণার উৎস বলিয়া সমস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। M. Houzeau একথা বলিতেও লজ্জা অনুভব করেন নাই যে, যে মানুষ কুকুরের মত ধার্মিক নয়। *

মানব জীবনে ধর্ম্মভাবের অভ্যুদয় সম্বন্ধে জড়বাদী নাস্তিকদের উদার গবেষণার কথা ছাড়িয়া—দিয়া অতঃপর আমি মানব জাতির ইতিহাসে উহার বিবর্ত্তন সম্বন্ধে বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা করিব।

সমাজ বিজ্ঞানে ধর্ম্মীয় মতবাদের স্থান,

উনবিংশ শতকের সমাজতত্ত্ববিদগণ সাধারণ—

* Anti Theistic Theories p, p. 519.

* Anti Theistic Theories p, p. 520.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাবে এই অভিমত পোষণ করিতেন যে, জীবিকা সংগ্রহ কার্য্যের আদিম পর্য্যায়ে মানুষকে যেসকল অবস্থা ও প্রয়োজনের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, সেগুলির পরিবেশে স্বাভাবিক ভাবে কতকগুলি কুসংস্কার মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াযায়। উত্তর কালে এই সকল কুসংস্কার জমাট বাঁধিয়া ধর্ম্মীয় মতবাদের ভিত্তি প্রস্তরে পরিণত হয়। বিবর্ত্তনবাদের বিধান অনুসারে কুসংস্কারগুলি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে থাকে এবং অবশেষে উন্নত আকারে "এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বস্রষ্টার" ভাবরূপ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তাকে মান্যকরার যে ধারণা, বিবর্ত্তনবাদের বিধান অনুসারে, তাহার প্রথম স্তর হইতেছে অন্ধযুগের কুসংস্কার। মধ্যবর্ত্তী স্তরসমূহে উক্ত কুসংস্কার হইতে বিভিন্ন ঐশী শক্তির পরিকল্পনা উৎপত্তি লাভ করে। এই সকল পরিকল্পনা পরিপুষ্টি লাভ করিয়া একত্ববাদের সংস্কারকে জন্ম দিয়াছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে যখন ইন্দো-জার্মান অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার আর্য্যবংশ সম্ভূত [Aryan]—গোত্রসমূহ এবং তাহাদের ভাষা ঐতিহাসিক রূপ ধারণ করে, তখন তাহাদের ধর্ম্মীয় ভাবধারার ইতিবৃত্তও লোক চক্ষুর সম্মুখে ধরা পড়িয়া যায় এবং তখন হইতে মানব জীবনে ধর্ম্মীয় মতবাদের উদ্ভব এবং তাহার পরিপুষ্টির ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ হয়। এই যুগে সাধারণ ভাবে এই মতবাদ পরিগৃহীত হইয়াছিল যে, এক সৃষ্টিকর্ত্তাকে মান্য করার ধারণা মূলতঃ প্রাকৃতিক কল্প-কাহিনী [Nature myths] হইতে আরব্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ মানব সমাজ সর্ব্বপ্রথম আলোক, বায়ু, বৃষ্টি ইত্যাদির পৃথক পৃথক কল্প-রূপের উপাখ্যান রচনা করিয়া লইয়া প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আসন প্রদান করিয়াছিল।—প্রাচীন আর্য্য জাতির মধ্যে প্রচলিত প্রকৃতি রূপের উপাসনা এই মতবাদের ভিত্তি।

কিন্তু উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে আফ্রিকা ও আমেরিকার অসভ্য গোত্রাবলীর ধর্ম্মীয় জীবনে—ইতিহাসের আলোকরেখা পতিত হওয়ার পর প্রাকৃতিক কল্প-কাহিনীর স্থলে জড়-চৈতন্য পূজা [Fetish worship] একত্ববাদের ভিত্তিভূমি বলিয়া পরিগৃহীত হয়। সর্ব্বপ্রথম ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ডি-ব্রোসেস [De Brosses] স্থির করেন যে, প্রকৃতির সমুদয় অচেতন পদার্থের সহিত দানবীয় শক্তির যোগাযোগের ধারণা হইতেই এক সৃষ্টিকর্ত্তাকে বিশ্বাস করার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কমেট [Comete] কর্ত্তৃক ইহা একটী মতবাদ রূপে প্রচারিত হয় এবং লর্ড এভেবারী বিতর্ক ও সমালোচনার সাহায্যে ইহাকে দৃঢ় ভাবে সমর্থন করেন। ফলে ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু মহলে এই মতবাদ ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করে।

এই একই সময়ে পিতৃপুরুষ পূজার [Manism] সিদ্ধান্ত মস্তকোত্তোলন করিতে থাকে। পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা সৃষ্টিকর্ত্তাকে মান্য করার প্রথম সূত্র বলিয়া স্বীকৃত হইতে থাকে। প্রাচীন যাযাবর [Nomads] এবং চারণ গোত্রসমূহে এমন কি চীনের পুরাতন ইতিহাসেও পিতৃপুরুষ—পূজার সুদূরপ্রসারী সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে হার্ব্বার্ট স্পেন্সর তাঁহার পিশাচবাদ [Ghost theory] এই মতবাদের উপর স্থাপিত করেন।—পিশাচবাদের সমসাময়িক আরও একটী মতবাদ—প্রতিষ্ঠালাভ করে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ই, বি, টইলর তাঁহার "আদিম সংস্কৃতি" [primitive Culture]—নামক গ্রন্থে প্রমাণিত করেন যে, মানুষ গোড়াগুড়ি হইতেই তাহার দৈহিক শক্তির সঙ্গে স্বতন্ত্র একটী—চৈতন্য শক্তি বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। টইলরের বক্তব্য যে, চৈতন্য শক্তির পরিকল্পনা হইতেই আল্লাহ, ব্রহ্ম বা গড্‌এর উদ্ভব হইয়াছে। জীবাত্মাবাদ [Animism] নামে এই মতবাদ উনবিংশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত ইউরোপে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিপত্তি লাভ করে।

ইতোমধ্যে মিছর, বাবিলন এবং আশুরিয়ার স্মৃতিচিহ্ন এবং লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার কার্য্য এক নূতন পথের সন্ধান প্রদান করে। নীল ও দজ্‌লা (The Tigris) উপকূল ভূমির তামাদ্দুনের ইতিহাস ধর্ম্মতত্ত্ববিদগণের গবেষণার মোড় সম্পূর্ণরূপে ঘুরাইয়া

www.ahlehadeethbd.org

দেয় এবং পুনরায় এই সিদ্ধান্তে তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করেন যে, নৈসর্গিক বিশেষতঃ নক্ষত্র-জাত প্রভাবের ফলে মানব-সমাজে প্রচলিত প্রকৃতির রূপক-পূজাই হইতেছে এক সৃষ্টিকর্ত্তাকে মান্যকরার বুন্‌য়াদ। এই মতবাদের পতাকাবাহীরা 'জীবাত্মাবাদে'র কঠোর প্রতিবাদ করেন এবং Astral and Nature Mythologist নামে কথিত হন।

উনবিংশ শতকের শেষভাগে আরএকটী মতবাদ নির্দ্দিষ্ট মহলে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল।—পৃথিবীর প্রাচীনতম ভ্রাম্যমান শিকারী-গোষ্ঠির ধর্ম্মীয়-পরিকল্পনা এই মতবাদের ভিত্তি। ইহা মানবেতর-জন্মবাদ [Totemism] নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে।—গোত্রীয়-জীবনের প্রথম স্তরে এই রূপ সংস্কার পোষণ করা হইত যে, প্রত্যেক গোত্র এক একটী ইতরজন্তু বা বৃক্ষ ইত্যাদি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে এবং যাহার যে রূপ সংস্কার ছিল, তদনুসারে গোত্রগুলি সেই সকল জন্তু বা বৃক্ষ ইত্যাদির প্রতীক ধারণ করিত এবং তাহারা ওগুলিকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করিয়া চলিত। ভারতের গাভী, মিছরের কুম্ভীর ও ষাঁড়, উত্তরাঞ্চলের ভল্লুক এবং যাযাবর গোত্রাবলীর শ্বেতকায় গোবৎস উল্লিখিত মানবেতর-জন্মবাদের স্মৃতি-চিহ্ন। প্রথমে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রবার্টসন স্মিথ এই মতবাদকে একেশ্বরবাদের প্রথম স্তর বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে এই মতবাদের অসারতা প্রকাশ পায় এবং প্রমাণিত হয় যে, গোত্রীয় প্রতীক [Emblem] ছাড়া টোটেমিজ্‌ম বা মানবেতর জন্মবাদের সহিত ধর্ম্মীয় মতবাদের বিশেষ যোগাযোগ নাই। কিন্তু মানবেতর জন্মবাদের পরিকল্পনায় ডক্টর ফ্রেজর [J. G. Frazer] জাদুর (Magic) বিশ্বাস আবিষ্কার করেন এবং—পরিশেষে জাদুকেই একত্ববাদের ভিত্তিপ্রস্তর রূপে গ্রহণ করা হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জে, এচ, ক্লেগ—নামক মার্কিন পণ্ডিত ধর্ম্মীয় পরিকল্পনায় জাদুর প্রভাবের প্রতি বিদ্বানগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বিংশ শতকের প্রথমাংশে একই সময়ে জার্মান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে জীবাত্মাবাদের (Animism) প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জাদুকরী মতবাদের প্রতিধ্বনি শুরু হইয়া যায়। ১৮৯৫ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মীরট, হিউট, ক্যাণ্ডিট, হার্টল্যাণ্ড, হিউবার্ট, এম-মস M. Mauss দুরখৈম Durkheim প্রভৃতি গবেষণাকারীগণ পৃথিবীতে প্রচার করিতে থাকেন যে, মানবেতর জন্মবাদ Totemism ও জাদুকরী বিশ্বাসের মিশ্রিত মতবাদের যে সন্ধান মধ্য-অষ্ট্রেলিয়ার গোত্রীয়-সংস্কারসমূহে—পরিদৃষ্ট হয়, মানব সমাজে ধর্ম্মীয় পরিকল্পনার উহাই সূচনা। বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম অনুসারে এই পরিকল্পনাই বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া একত্ববাদকে জন্ম দিয়াছে।

যেসকল প্রোটেস্টেণ্ট পণ্ডিত ধর্ম্মের মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন, কিছু দিন পর তাঁহারাও জাদুকরী মতবাদের সমর্থনে লাগিয়া যান। তাঁহারা বলেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি বিশ্বাসের উদ্ভব ধর্ম্ম ও জাদুর মিশ্রিত মতবাদের ভিতর অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই দলের নেতা আর্কবিশপ সোডরব্লোম Soderblom এর আলোচনা ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ লাভ করে।

একত্ববাদের জন্মকথা সম্পর্কে উপরিউক্ত মতবাদগুলিকে বস্তুতান্ত্রিক বিবর্ত্তনবাদ Materialistic Evolutionism এর ভিত্তির উপর স্থাপন করা হইয়াছিল। উনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধ ডারুইনিজ্‌মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার যুগ। বুখনার Buchner, ওয়েলষ এবং স্পেন্‌সর দার্শনিক ব্যাখ্যার সাহায্যে ডারুইনের বিবর্ত্তনবাদকে সর্ব্বপ্রকার চিন্তাধারার বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রাষ্ট্র—সমাজ ও অর্থ বিজ্ঞানের সমুদয় প্রশ্ন তখন হইতে এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই বিচার হইয়া আসিতেছিল। ফলে দেহ ও তাহার উপাদানের ন্যায় মানুষের ধর্ম্মীয়—বিশ্বাস সম্পর্কেও এই সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ রূপে গৃহীত হইয়াছিল যে, সর্ব্বনিম্ন স্তর হইতে উহা ক্রমশিক ভাবে উন্নতি লাভ করিয়া উচ্চ স্তরে উপনীত হইয়াছে এবং প্রাথমিক স্তরের কুসংস্কার নানা স্তরের সুদীর্ঘ ব্যবধান অতিক্রম করিয়া যুগ যুগান্তর পর পরিশেষে একত্ববাদের Monotheism ভাব রূপ লইয়া

www.ahlehadeethbd.org

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। *

বিবর্ত্তনবাদের পতন ও কোরআনি-মতবাদের প্রতিষ্ঠা

বিংশ শতকের যুগান্তকারী আবিষ্কারসমূহের সূচনাতেই একত্ববাদের উল্লিখিত কাল্পনিক ভিত্তিপ্রস্তর-গুলির সমস্তই নড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে এবং উপরিউক্ত ভিত্তিগুলির উপর যেসকল প্রাসাদ রচনা করা হইয়াছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেপরেই সমস্ত ভূমিসাৎ হইয়া যায়। ধর্ম্মীয় বিশ্বাসের গোড়ার অনুসন্ধানে যে গবেষণা দুই শতাব্দী ব্যাপী চলিয়া—আসিতেছিল, আজ তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। যে বিবর্ত্তনবাদের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পণ্ডিত-মণ্ডলী গবেষণা কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন, স্বয়ং সেই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রমাদ সকলের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। নিরেট এবং অস্বীকার্য্য ঐতিহাসিক প্রমাণের আলোকে তাঁহারা স্পষ্টভাবে দেখিয়াছেন যে, মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাসের যে ভাবকে তাঁহারা নিরন্তর হইতে ক্রমশিকভাবে উন্নতিপ্রাপ্ত বলিয়া ধারণা করিয়া আসিতেছিলেন স্রষ্টিকর্ত্তার একত্বের সেই বিশ্বাস পরবর্ত্তী যুগের সৃষ্টি নয়, পক্ষান্তরে মানব-জাতির সামাজিক জীবনের উহা প্রাচীনতম শাশ্বত সম্পদ। প্রকৃতি-রূপের উপাসনা, মানবেতর-জন্ম-বাদের ধারণা, পিতৃপুরুষগণকে পূজা করার পরিকল্পনা এবং জাদুকরী মতবাদের অবতারণার শত সহস্র শতাব্দী পূর্ব্বে মানুষের জ্ঞানলোকে যে বিশ্বাসের সূর্য্য উদিত হইয়াছিল, তাহা ছিল,—"এক শ্রেষ্ঠতম অনবদ্য সত্তার বিদ্যমানতার প্রজ্ঞা"। অতঃপর এই প্রসঙ্গের আলোচনা ও গবেষণার পথ হইতে বিবর্ত্তনী দৃষ্টিভঙ্গী চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডব্লিউ-শ্‌মিট W. Schmidt এই বিষয়ে লিখিত বর্ত্তমান যুগের—সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থে বলিতেছেন,—"মানুষের আদিম—গোত্রীয় ও সামাজিক জীবনের গবেষণাকার্য্যে প্রাচীন বিবর্ত্তনবাদ সম্পূর্ণ দেউলিয়া বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। ক্রমবিকাশের যে নয়নাভিরাম স্তরগুলি এই মতবাদে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল, সেগুলি সমস্তই মিছ্‌মায় হইয়াগিয়াছে এবং নূতন ঐতিহাসিক প্রমাণতা সেগুলিকে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়াদিয়াছে। * বর্ত্তমানে সন্দেহাতীত ভাবে জানাগিয়াছে যে, সভ্যতা ও সামাজিক জীবনের আদিম স্তরে "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্তা" বলিয়া মানুষ যাঁহাকে ধারণা করিয়াছিল তিনি—একত্ববাদের (Monotheism) এক সৃষ্টিকর্ত্তা ছাড়া অপর-কেহ নন এবং এই ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের মধ্যে যে ধর্ম্মীয় মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে, তাহা সর্ব্বতোভাবে একত্ববাদী-ধর্ম্ম ছিল।

"এই বিষয়টী এখন এতই পরিস্ফুট হইয়াছে যে, মোটামুটি অনুসন্ধানের দৃষ্টিতেই ইহা ধরা পড়িয়া যায়। মানববংশের প্রাচীনতম খর্ব্বাকৃতি গোত্রগুলির অধিকাংশদের সম্বন্ধে এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে। এইরূপ প্রাথমিক যুগের বন্য-গোত্রাবলীর যেসকল অবস্থাকে ইতিহাসের দৃষ্টি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে এবং কর্ণাই, ক্লেন এবং দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার ইয়ায়েন গোত্রসমূহ সম্বন্ধে যেসকল তথ্য—সংগৃহীত হইয়াছে, সমস্তই একই সিদ্ধান্তের পথে পরিচালিত করিতেছে। আর্কটিক সভ্যতার সহিত সংশ্লিষ্ট গোত্রসমূহের জনশ্রুতি এবং উত্তর আমেরিকার গোত্রাবলীর ধর্ম্মীয় ধ্যান ধারণার অনুসন্ধান এবং পর্য্যালোচনায় উপরিউক্ত সিদ্ধান্তকে আরও—সুস্পষ্ট করিয়াছে।" ♦

বর্ত্তমানযুগের গবেষণাকারীগণ এই বিষয়টী pantalogic নিয়মেও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। অর্থাৎ প্রথম হইতে এ যাবৎ এ সম্পর্কে যত আলোচনা হইয়াছে এবং মূল আলোচনাকে কেন্দ্র করিয়া উহার যত শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছে, পণ্ডিতমণ্ডলী সমস্তই একত্রিত ও বিশ্লেষিত করিয়া দেখিয়াছেন। এই পর্য্যবেক্ষণের সংক্ষিপ্ত ফলাফল নিম্নে উদ্ধৃত—করিতেছি।

* এন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার বিভিন্ন খণ্ড হইতে সংগৃহীত।

* The Origin and growth of Religion p. p. 8.

♦ Ibid p. p. 262.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অষ্ট্রেলিয়া ও দ্বীপ-পুঞ্জ,

আষ্ট্রেলিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ-পুঞ্জের অসভ্য গোত্রগুলি ইতিহাসের অজ্ঞাত যুগ হইতে বুদ্ধিবৃত্তির শিশু-স্তরে জীবনযাপন করিয়া আসিতেছিল। জীবন ও জীবিকার উন্নত আদর্শ ও মানের কোন চিহ্নই তাহাদের মধ্যে ছিল না। সামাজিক জীবনের প্রাথমিক স্তরে মানুষের দেহের ও বুদ্ধি-বৃত্তির যে অবস্থা ছিল, তাহার সঠিক চিত্র তাহাদের গোষ্ঠি জীবনে পরিলক্ষিত হইত। তাহাদের ধ্যান ধারণা এত সীমাবদ্ধ ছিল যে, তাহাদের কুসংস্কার ও কিংবদন্তীগুলির মধ্যেও কোনরূপ ক্রমোন্নত সুসঙ্গতি বিদ্যমান ছিল না কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মীয়-ধারণা সুস্পষ্ট ও প্রহেলিকাশূন্য ছিল, তাহারা সকলের ঊর্দ্ধতন এমন এক পরমসত্তাকে বিশ্বাস করিত, যিনি তাহাদের আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র তিনিই অধিকারী ছিলেন।

মিছর,

প্রাচীন মিছরীয় ধ্যান ধারণার পূর্ণ ইতিবৃত্ত প্রত্যেক যুগের পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের বিবরণ—সহ অন্ধকারের যবনিকা ভেদকরিয়া ইতিহাসের কিরণসম্পাতে আলোকোজ্জ্বল হইয়াছে। প্রাচীন মিছরীয় ধ্যান ধারণা সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত ও সুসম্পাদিত লিখিত সম্পদ হইতেছে "মৃতের—পুস্তক" (Book of the Dead)। মিছর সম্পর্কিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্বনামধন্য ডক্টর বজ্ (Dr. Budge) এই পুস্তককে মিছরীয় ধ্যান ধারণার সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন উপাদান মনে করেন। মিছরী তামাদ্দুন যত পুরাতন, পুস্তকখানাও তত প্রাচীন, কিন্তু উহাতে যেসকল মতবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, সে গুলি মিছরীয় তামাদ্দুন অপেক্ষাও আদিম। এত পুরাতন যে, ওগুলির আদিমতার তারিখ ইতিহাস আজিও—নির্ণয় করিতে সক্ষম হয় নাই। এই লিপিতে "ওছিরিজ্" (Osiris) এর গুণ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে: "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য, মঙ্গলময়, অনাদি সম্রাট, পরলোকের অধিকারী।" নীলনদের উপকূলভূমিতে যে যুগে এক অদৃশ্যসত্তার ধারণা বদ্ধমূল ছিল, মিছরের যেসকল ঠাকুরদেবতার মূর্ত্তি উহার জগতপ্রসিদ্ধ মন্দির ও মিনারে চিত্রিত হইয়াছিল, সে সময়ে ওগুলির কোন অস্তিত্বই ছিলনা। এই—সকল ঠাকুর দেবতার আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৮ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিছরে শুধু এক অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

মেসোপটেমিয়া,

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মোসোপটেমিয়ার বিভিন্ন স্থানে খনন কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল, বিগত মহাযুদ্ধের ফলে যদিও তাহা স্থগিত রাখা হইয়াছে কিন্তু যে পরিমাণ খোদাইকার্য্য অগ্রসর হইয়াছিল তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। বর্ত্তমানে সন্দেহাতীত ভাবে ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, নীলনদের উপকূলভূমির অধিবাসীরা যখন সর্ব্বপ্রথম তাহাদের স্রষ্টাকে স্মরণ করিয়াছিল, তখন তাহা বিভিন্ন আকারে ও একাধিক সত্তায় বিভক্ত ছিলনা। কালেডিয়ার সুমেরী Sumerian ও আক্কাদী Accadian গোষ্ঠির পূর্ব্বপুরুষগণ সূর্য্য ও চন্দ্রের পূজা করিতেন না, পরন্তু সেই চিরন্তন সত্তার উপাসনা—করিতেন, "যিনি চন্দ্র ও সূর্য্য এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সৃষ্টি করিয়াছেন।"

হিন্দভূমি,

মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ হিন্দভূমির ইতিহাসকে আর্য্যগণের ভারতাগমনের বহুশতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী কালের প্রাচীনতা দান করিয়াছে। মহেঞ্জোদারো সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কার্য্য আজপর্য্যন্ত শেষ না হইলেও একটী বিষয়ে সকলেই একমত হইয়াছেন যে, এই প্রাচীনতম জনপদের অধিবাসীগণ একত্ববাদের ধারণা পোষণ করিতেন, প্রতিমা পূজার আদর্শ তাঁহারা বরণ করেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তাকে 'উন' নামে আহ্বান করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাসপোষণ করিতেন যে, "তাঁহাদের সেই অদ্বিতীয় সত্তার প্রভুত্ব সর্ব্বব্যাপী, সমুদয় শক্তি তাঁহারই অবধারিত বিধান অনুসারে

www.ahlehadeethbd.org

কার্য্যকরী, তিনি বিদূকন, অর্থাৎ যাঁহার চক্ষু কোন সময়ে অসতর্ক হইতে পারে না।"

আরব,

যে সকল গোষ্ঠি আরবের মরুপ্রান্তর হইতে বহির্গত হইয়া প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, মিছর, নিউবিয়া, মেসোপটেমিয়া এবং পারস্যোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহারা সূচনায় ছামি Semetic—গোত্র নামে অভিহিত হইত। পরবর্ত্তী যুগে এই ছামীগোত্র আদ, ছমুদ, আমালেকা, মুআবী, আশুরী আক্কাদী; ছুমায়রী, আয়লামী, আরামী এবং ইব্রানী প্রভৃতি নামে বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন স্থানে—পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেমেটিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণ উল্লিখিত গোত্রসমূহ সম্বন্ধে সমবেত ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তাঁহাদের সকলের মধ্যেই একজন অদৃশ্য সৃষ্টিকর্ত্তার বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল এবং এই অদৃশ্যমান সত্তা আল্, ইলাহ ও আল্লাহ নামে কথিত হইতেন। এই ইলাহ শব্দ স্থল বিশেষে এল, ইলওয়া ও ইলাহিয়া প্রভৃতির আকার পরিগ্রহ—করিয়াছে।

ফল কথা, বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আজ আমাদিগকে যে পথে পরিচালিত করিতেছে, তাহা বহু-ঈশ্বরবাদ এবং প্রতীক পূজার মতবাদ নয়। মানুষ তাহর সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে যখন জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত করিয়াছিল, তখনই সে এক অদ্বিতীয়—পরমসত্তার অনুভূতি তাহার মানসলোকে উপলব্ধি করিয়াছিল। ইহাই ছিল তাহার প্রকৃতির উদাত্ত অভিব্যক্তি, তাহার মর্ম্মবীণার স্বাভাবিক সুর! নিরীশ্বরবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ এবং প্রতীক ও প্রতিমা পূজার অন্ধকার মানুষের প্রকৃতিগত অনুভূতি নয় এবং এই অন্ধকার হইতে বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম অনুসারে একত্ববাদের জ্যোতির্ম্ময়-রেখা ক্রমশিকভাবে বিকীর্ণ হয় নাই। মিছর, গ্রীস, কালেডিয়া, হিন্দ, চীন, পারস্য সকল দেশের জন-শ্রুতি এমন এক সুবর্ণ যুগের সন্ধান দেয়, যে যুগের মানুষ পথহারা ছিল না, যখন প্রকৃতিরূপ ও কুসংস্কারের পূজা মানুষের জীবনকে অভিশপ্ত করে নাই। প্লোটো (আফ্লাতুন) ক্রিটিয়াসে Critias এই আদর্শের ছায়া অবলম্বন করিয়াই 'সৃষ্টি সূচনা'র গল্প সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিমিয়াসের Timaeus যে গল্প জনৈক মিছরী পূজারীর বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, উহা আমাদিগকে মিছরীয় জনশ্রুতির সন্ধান প্রদান করিয়াছে। তওরাতে Old testament পিতা আদমের যে গল্প আছে, তাহাতে তাঁহার প্রাথমিক জীবনকে বেহেশ্‌তী-জীবন বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে এবং জীবনের পরবর্ত্তী অধ্যায়কে তাঁহার অপরাধের দণ্ড বলা হইয়াছে। এই কাহিনীতে মানুষের "হিদায়ৎ"কে—মৌলিক ও স্বাভাবিক বৃত্তি এবং পাপকে পরবর্ত্তী ও অস্বাভাকি আচরণ বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

কোরআনের ঘোষণা

কোর্‌আন শুধু সৃষ্টিকর্ত্তার একত্ববাদেকে সনাতন ও শাশ্বত আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। এই আদর্শবাদের ভিত্তির উপর মানবীয় একত্ববাদের প্রাচীনতা ও মৌলিকতাও বজ্রনির্ঘোষে প্রচার করিয়াছে। কোর্‌আনে পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে—গোড়ায় মানুষ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا মাত্রই একদলভুক্ত ছিল, পরে তাহারা বিভিন্ন পথে বিভক্ত হইয়া—পড়ে;— ইউনুছ : ১৯। অর্থাৎ আদিতে সকল গোত্রের সমুদয় মানব আল্লাহর একত্ববাদের কেন্দ্রে সমবেত ছিল এবং প্রকৃতি-রূপের উপাসনা, মানবেতর জন্মবাদ, পূর্ব্বপুরুষের পূজা এবং জাদুকরী বিশ্বাস ইত্যাদি মতবাদগুলি মানুষের তৈয়ারী পরবর্ত্তী যুগের বিক্ষিপ্ত ধ্যান ধারণা এবং এই বিক্ষিপ্তিই মানুষকে নানা মতে ও পথে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। উল্লিখিত আয়তের ব্যাখ্যা ছুরত-আলবাকারাহতে আরও—বিশদ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। আল্লাহ বলেন,—

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما

আদিতে সমুদয় মানুষ হেদায়তের অভিন্ন ও স্বাভাবিক পথের পথিক থাকায় একদলভুক্ত ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে স্বাভাবিক

www.ahlehadeethbd.org

পথ হইতে বিচ্যুতি ঘটায় তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইল। অতঃপর আল্লাহ পর্য্যায়ক্রমে নবীগণকে সুসংবাদবাহী এবং সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সত্য-প্রতিজ্ঞ আলকিতাব অবতীর্ণ করিলেন, যাহাতে মানুষেরা যে সকল বিষয়ে ভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছিল, নবীগণ সেগুলির মীমাংসা করিয়া দেন,—[২১৩ আয়ৎ]।

اختلفوا فيه –

পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে রছুলুল্লাহ (দঃ) পর্য্যন্ত যত নবী প্রেরিত হইয়াছিলেন, যে কোন গোত্রে ও যে কোন ভাষার মধ্যস্থতায় তাঁহাদের আগমন—ঘটিয়া থাকুকনা কেন, কোর্‌আনের সাক্ষ্য এই যে, তাঁহারা মানব সমাজকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহকে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। আল্লাহ বলিতেছেন, হে রছুল (দঃ) আমি আপনার পূর্ব্বে যতই রছুল পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছি তাহাদের নিকট শুধু ইহাই প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছি যে, আমি ব্যতীত তোমাদের আর কোন 'ইলাহ' নাই, অতএব তোমরা শুধু আমারই দাসত্ব কর,— আল আম্বিয়া: ২৫। ছুরত আন্‌নহলে বলা হইয়াছে,— আমরা মানব সমাজের প্রত্যেক গোষ্ঠি অথবা জাতির নিকট এক এক জন করিয়া রছুল এই বার্ত্তাসহ প্রেরণ করিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাগুতের দাসত্ব হইতে বিরত থাক,—৩৬ আয়ৎ। এ রূপ ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠানকে তাগুৎ বলা হয়, যাহারা আল্লাহর সহিত বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে এবং তাঁহার—আনুগত্যের সীমালঙ্ঘন করিয়া স্বয়ং সার্ব্বভৌমত্বের দাবীদার হইয়া বসিয়াছে! আল্লাহর প্রাপ্য আরাধনা, প্রেম, ভয় এবং আশা ভরসা আল্লাহ ব্যতীত যাহার জন্য পোষণকরা হইবে, সেই তাগুৎ! *

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون

ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت –

মোট কথা, তওহিদে উলুহীয়ৎ অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব এবং নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও অধিপতি রূপে তাঁহাকে বিশ্বাসকরা মানবহৃদয়ের প্রথম অনুভূতি, ইহাই পৃথিবীর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, সমস্ত গোত্রে এবং পৃথিবীর প্রতিপ্রান্তে এই মতবাদ সকল যুগে প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। অতএব একত্ববাদের মোটামুটি ধারণা ও বিশ্বাস পৃথিবীতে কেহ—অস্বীকার করিতে পারে নাই। একত্ববাদের ধারণা যে সকল কারণে অস্পষ্ট ও ধূম্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং যাহার ফলে দ্বীশ্বরবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি একত্ববাদের আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে, বিশ্বের পরিচালন, প্রতিপালন ও পরিপুষ্টি সাধন ব্যাপারে আল্লাহর প্রভুত্ব, এক কথায় 'তওহিদে রবুবীয়তে'র অস্বীকৃতি তাহার প্রধানতম কারণ। সুতরাং ইহার তাৎপর্য্য উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য।

* মুফ্‌রদাতুলকোরআন, ৩০৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

"সে, কি আনছার তোরা?"

জমিলা খাতুন, রংপুর।

পাকিস্তানের আনছার ওগো, সে, কি আনছার তোরা?
নূর নবীকে মদিনা শরীফে দিল আশ্রয় যারা।

মক্কাধামের যত মুছলিম, ফেলিয়া চোখের নীর
আল্লাহ, নবীর প্রেমেতে তারা হয়েছিল মোহাজীর।

প্রথমে তাদের সান্ত্বনা তরে করিল আলিঙ্গন।
পরে ভাগ দিতে সব কিছুতে, করিল জীবন পণ।

নিজের বলিতে যা কিছু ছিল ঘর বাড়ী ধন ধান
বাস্তত্যাগী মুহাজিরদিগে আধেক করিল দান।

ছাড়ে নাই কভু নামাজ রোজা করে নাই বেদ্‌য়াত কাজ
তাইত তাহারা ইতিহাস পাতায় ম'রেও মরেনি আজ—

নামে আনছার হয়েছো তোমরা, ধারো কি দিনের ধার?
গঠনে চলনে সৈন্য কেবল কাজে নহ আনছার!

শেরুক বেদ্‌য়াত সকলি রয়েছে চলন শুধু বুক-ফোলা।
লক্ষ্য করিলে এদের দিকে মনে হয় এরা পথ ভোলা।

এই যামানার খাঁটী আনছার হইতে যদি চাও
কোরআন হাদিছ সম্বল ক'রে সরল পথে ধাও।

শের্ক বেদ্‌য়াত যত পাপাচার করি' সব পরিহার
ইছলামী রংএ রঞ্জিত হ'লে তবে হ'বে আনছার!

যদি কখনও খাঁটী আনছাররূপে যাও ময়দানে
মুছরত ইলাহী হয় কি'না জানা যাবে সেইখানে।

"নছরুম্ মিনাল্লাহ ফতহুন করীব" এলাহী ওয়াদা দান
তোমরা বিজয়ী হবে, আর হবে জিন্দা পাকিস্তান!

www.ahlehadeethbd.org

ওরে আন্‌ছার দল্‌

[মার্চ্চিং সঙ্গীত]

—জমিলা—পাবনা।

এগিয়ে চল্‌
এগিয়ে চল্‌
ওরে আন্‌ছার দল,

ঝাণ্ডা ধ'রে
দর্প ক'রে
জোয়ছে তোরা চল্‌।

হবো জয়ী
হবো জয়ী
নাই কি মোদের বল্‌?

এগিয়ে চল্‌
এগিয়ে চল্‌
ওরে আন্‌ছার দল।

পড়লে পিছে
সকলি মিছে
থাম্‌লে রসাতল,—

বাঁধন খুলে
দূরে ফেলে
বুকে ক'রে বল্‌—

এগিয়ে চল্‌
এগিয়ে চল্‌
ওরে আন্‌ছার দল।

আমরা দামাল,
আমরা কামাল,
অসীম মনের বল্‌—

যুদ্ধ দেখি'
পড়্‌ব লাফি'
হবো না বিফল।—

আসুক না তীর
কাটুক না শির
পাবো নাকো ভয়—

বল্‌ষ হেঁকে
লড়াই থেকে
খোদা মোদের স'য়।

আমরা জয়ী
আমরা জয়ী
উচ্চ কণ্ঠে বল্‌—

ঝাণ্ডা ধ'রে
মার্চ্চ ক'রে
ডংকায় দিয়ে তাল্‌

এগিয়ে চল্‌
এগিয়ে চল্‌
ওরে আন্‌ছার দল।

www.ahlehadeethbd.org

আমাদের সাহিত্য

আবুলকাছেম কেশরী।

আমাদের সাহিত্য হ'বে পূর্ব-পাকিছ্তানী বাংলা ভাষার সাহিত্য। যা' নিয়ে গৌরবোন্নত মস্তক উত্তোলন করবো আমরা আন্তর্জাতিক ভাষা ক্ষেত্রে। নতুন সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে আমাদিগকে বাংলা—ভাষার বর্ণ বিন্যাসে মনোযোগ দিতে হবে। যাতে বিদেশী ভাষার অনুলেখন ও উচ্চারণে জটিলতার সৃষ্টি করতে না পারে। সংগে সংগে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-কোণের সাহায্যে শব্দবিন্যাসে সরলতার নৈপুন্য দেখাতে হ'বে। বর্ণ এবং শব্দ গঠন সম্বন্ধে স্বতন্ত্র এবং বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন।

আমরা এতদিন যে বাংলা সাহিত্যের সেবা করে এসেছি তা-কে আমরা নিজের বলে দাবী—করতে পারিনি এই জন্য যে, যে সকল সাহিত্য গড়ে উঠেছে তা হয় বংকিমী, না হয় রাবীন্দ্রিক ভাবানু-সরণে। কএকজন প্রতিষ্ঠাবান মুছলিম লেখক ছাড়া অনেককেই নিজেদের তাহ্যীব ও তামাদ্দুন নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে যেয়ে থেই হারিয়ে ফেলতে দেখেছি। পাকিছ্তানী যুগে সমস্ত সংস্কারের আমূল পরিবর্তন করে সত্যিকার ও নিজস্ব সাহিত্যের—অবদানে মূর্ত করে তুলতে হ'বে।

গল্প, প্রবন্ধ ও কাব্য—তিন প্রকারে সাহিত্যের প্রকাশ হইলেও, এগুলির স্থিতি কাল্পনিক অথবা—ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর। যে সকল বিষয় কল্পনার সাহায্যে লিখিত হয় তা'নিয়ে বড় বেশী মাথা ঘামাবার দরকার আছে বলে মনে করি না। তবে যে সকল বিষয় ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত তাকে বিশদ ভাবে যাচাই না করে স্থানদান একটা অমার্জনীয় অপরাধ বলেই মনে করি। এরূপ অবহেলার ফলেই তাপস প্রবর আলমগীর আওরঙ্গজীবকে আমাদের লেখকের হাতে "দুর্দান্ত ঔরঙ্গজিব" রূপে চিত্রিত হ'তে দেখেছি, ধর্মদ্রোহী সম্রাট আকবরকে মহান ভাবে অংকিত হ'তে দেখেছি। শুধু তা-ই নয়, তৎকালীন বাংলার একমাত্র স্বাধীনতাকামী নওয়াব ছিরাজ উদ্দওলাকে 'লম্পট, দুর্দান্ত, স্বেচ্ছাচারী ও অলস' প্রভৃতি অত্যদ্ভুত বাক্য প্রয়োগ দ্বারা আমাদেরই বিজ্ঞ লেখকেরা ইতিহাস তথা সাহিত্যের—পৃষ্ঠাকে দুরপনেয় কলংকের কালিমায় মসীলিপ্ত করেছেন। যদি তাঁরা পরানুকরণ না করে সত্যিকার ব্যাপার উদ্ঘাটনের চেষ্টা করতেন তা হলে বাস্তবিকই তা কল্যাণকর ও প্রশংসার কায হতো।

এ প্রকার অবহেলা বা গলত্ হ'তে আমাদের নামকরা অনেক বড় বড় লেখক ও কবিও বাদ যাননি। এ ব্যাপারে কারবালার ঘটনাকে নযীরস্বরূপ ধরে-নেওয়া যাক্।

এ বিষয়ে "জঙ্গনামা," "শহীদে কারবালা" ও 'মোক্তাল হোছেন' প্রভৃতি বাংলা পুঁথিগুলোর কথা বাদ দিলেও মীর মোশার্রফ হোছেন ছাহেব লিখিত "বিষাদ সিন্ধু" গ্রন্থ খানাই সর্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত ও প্রামাণ্য গ্রন্থ! একটু আলোচনা—করলেই বুঝা যাবে যে, এই বইখানা কত অপ্রামাণ্য ও ভিত্তিহীন বিষয়ে পরিপূর্ণ।

প্রথমতঃ দেখা যায়, কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত হ'বার অন্যতম প্রধান কারণ—"আবদুল জব্বারের সহধর্মিণী জয়নাবকে নিকাহ করার বিষয় নিয়ে। ইয়াজীদ ইব্নে মাআ'বিয়া আবদুল জব্বারকে—প্রলোভিত করে তার স্ত্রী জয়নাবকে তালাক্ দেওয়ায়। পরে ইয়াজীদ জয়নাবকে নিকাহ করার জন্য প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাববাহী দূত নাকি পথে ছাআদ ইবনেওয়াক্কাছ ও হযরত হাছান (রাঃ) এরও প্রস্তাব নিয়ে জয়নাবের নিকট উপস্থিত হয়। বিবী জয়নাব অপর দু'টী প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে হযরত—হাছানের (রাঃ) প্রস্তাব কে গ্রহণ করে এবং নিকাহ হয়। ফলে, ইয়াজীদ একেই তো খিলাফত ব্যাপারে হযরত হাছানের (রাঃ) উপর রুষ্ট ছিল

www.ahlehadeethbd.org

এর পর তার রাগের কারণ দ্বিগুণ বেড়ে গেল।" বিষাদ সিন্ধুর বর্ণনার বিষয় এই।

কিন্তু, উপরোক্ত ঘটনা সর্বৈব মিথ্যা। পৃথিবীতে আজও যতগুলো প্রামান্য ইতিহাসগ্রন্থ আছে, সেগুলো পড়লে এ-ই মাত্র বুঝা যায় যে, কারবালা মোআ'ল্লার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল খিলাফত নিয়ে, কোন রমণী (!) নিয়ে নয়।

এখানে একটী বিষয় লক্ষ করবার আছে।—ইছলামিক রীতি অনুযায়ী কোন নিকাহযোগ্য—মেয়েকে কোন একজন শাদীর পয়গাম দিলে, সে মেয়েকে অপর কেউ পয়গাম দিতে পারে না।—প্রস্তাববাহী দু'জনের প্রস্তাব নিয়ে আসছে, অথচ রছুলের (ছাঃ) দৌহিত্র—যিনি বেহেশতের ছরদার (!) তিনি—ছুন্নতের খেলাফ করে তাঁর প্রস্তাবও জুড়ে দিচ্ছেন আর দু'টী পয়গামের সাথে! কি ভ্রমাত্মক ও মিথ্যা কল্পনা! জয়নাবের সাথে হযরত হাছানের (রাঃ) বিয়ে হবার কোন ছহী নযীরই খুজে পাওয়া যাবে না ইতিহাস গ্রন্থে। *

কারবালা যুদ্ধের কারণ উদ্ঘাটনে যে রমণী—ঘটিত ব্যাপারটি উল্লেখ করা হ'য়েছে তাতে সত্যের অপলাপ তো করা হ'য়েছেই, তা ছাড়া বিশ্ববাসীর নিকট আঁহযরতের (ছাঃ) দৌহিত্র ও ইছলাম—ধর্মকে যেরূপ চিত্রিত করা হ'য়েছে তা অতি লজ্জাকর ও কলংকের বিষয়! অসতর্ক লেখক নিজের—প্রতিভামদে মত্ত হ'য়ে ধর্ম ও সমাজকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন। অথচ এ সকল রাবিশপূর্ণ গ্রন্থই বাংলার হতভাগা মুছলমানদের প্রামান্য ইতিহাস পুস্তক! 'বিষাদ সিন্ধুর' অসংখ্য ভ্রমাত্মক বর্ণনার মধ্যে অতিপ্রয়োজনীয় আর দু'একটী মাত্র উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি।

হযরত যাএদা কর্তৃক হযরত হাছানকে (রাঃ) বিষপ্রয়োগ বিষয়ে যে ঘটনার উল্লেখ বিষাদ সিন্ধুতে লিপিবদ্ধ হ'য়েছে, তা মিথ্যার কালিতে প্রলেপিত। হযরত হাছান (রাঃ) যেখানে তার বিষদাত্রীর নাম প্রকাশ করে যাননি, সে স্থলে যাএদার প্রতি অন্যায় সন্দেহ একটা জঘন্য ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? শুধু তা-ই নয়। এরূপ পুন্যবতী মহিলার প্রতি মিথ্যা ইল্‌জাম সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচালক নহে, অথবা কুটিল স্বভাবের মিথ্যা রটনাকারীর লেখনীতেই শোভা পায়। *

হযরত হাছানের (রাঃ) পুত্র কাছিমের সহিত হযরত হুছাইনের (রাঃ) কন্যা ছাকিনার (!) পরিচয়-ব্যাপারকে নিয়ে লেখক যে চিত্রের অবতারণা করেছেন তার তুলনা নেই! যুদ্ধক্ষেত্রেই কাছিমের সাথে ছাকিনার শাদী, কাছিমের যুদ্ধগমন এবং শহীদ হ'য়ে অশ্ব পৃষ্ঠে খীমায় প্রত্যাবর্তন, ছাকিনার বিলাপ ও স্বামী শোকে আত্মহত্যা ইত্যাদি কাল্পনিক বিষয়গুলো দ্বারা তাঁর মনোবৃত্তি প্রকাশের—

---

* এরূপ দাবী করা নিরাপদ নয়, কারণ ইমাম হাছান (রাযিঃ) বহুনারীর পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঔরসজাত সন্তানগণের গর্ভধারিনীরাই ছিলেন ছয়জন।

—তর্জুমান-সম্পাদক।

* ইমাম হাছান (রাযিঃ) স্বয়ং বিষদাতা বা দাত্রীর নাম প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষবারে তাঁহার অন্যতমা স্ত্রী—জাঅ্‌দা বিন্‌তুল আশ্‌আছ বিনে কায়ছ ('যাএদা' নহে) ইমাম ছাহেবকে বিষ দিয়াছিল বলিয়া অনেক ইতিহাসগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। ইমাম ইব্‌নে—কোতায়বা মআরিফে ও হাফিয ইব্‌নেআছাকির মোহাম্মদ বিন্নুল মরযুবানের বাচনিক বর্ণিত এই কাহিনী তাঁহার বিখ্যাত তারিখে-দমশ্‌কে উল্লেখ করিয়াছেন। আমির মুআবিয়ার সহিত যে সকল সন্ধিশর্ত্তে ইমাম হাছান খিলাফতের আসন ত্যাগ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতম শর্ত্ত ছিল: মুআবিয়ার বিয়োগের উপর ইমাম ছাহেবকে খেলাফতের আসন প্রত্যর্পণ করা হইবে, সুতরাং মুআবিয়ার মৃত্যুর পূর্ব্বে ইমাম হাছানকে অপসারিত করা বনুউমাইয়ার রাজনৈতিক স্বার্থের তাকিদে অপরিহার্য্য ছিল। জাঅ্‌দাকে বিষ প্রয়োগ করার জন্য ইয়াযিদ প্ররোচিত করিয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইমাম ছাহেবের মধ্যে তালাক দিবার অভ্যাস অধিক মাত্রায় থাকায়

অবশিষ্টাংশ ৪৭৪ পৃষ্ঠার ১ম কলামে সমাপ্য।

www.ahlehadeethbd.org

সংগে সংগে লেখনীকেও কলংকিত করেছেন। *

শুধু যে মীর ছাহেবই এরূপ দোষ করেছেন—তা' নয়; কেউ কেউ তাঁকেও ছাড়িয়ে গেছেন। "কাসেম বধ" লেখক মোঃ হামীদ আলী ও "মহরম চিত্র" (৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা) লেখক ফজলুর রহিম চৌধুরী এম-এ ছাহেবান তাঁদের কিতাবে কাছিম-ছাকিনাকে রঙ্গমঞ্চের সাধারণ নায়ক নায়িকার—সস্তা প্রেমের বন্যায় হাবুডুবু খাওয়িয়ে ইতিহাস সম্বন্ধে নিজেদের চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন:

নাম করা কবি-সাহিত্যিকরাও ভ্রান্তি থেকে নিজেদিগকে সরিয়ে রাখ্‌তে পারেননি। কবি—মোজাম্মেল হক্ ছাহেব লিখেছেন—

"ভায়ের নিকটে আছি আবদ্ধ,
তোর সাথে দিতে বেটীর সাদী,
আগে কর সাদী পিছে যাও রণে,
আমি আর হবনা বাদী"।

—মোছলেম ভারত—২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৬পৃষ্ঠা।

শুধু কি তাই—বুলবুলে—বাঙ্গাল কাযী নযরুল ইছলামও অলীক ঘটনার মোহ থেকে স্বীয় লেখনীকে কালংক মুক্ত করতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন—

"রণে যায় কাসেম ঐ দু'ঘড়ির নওশা,
মেহেদীর রঙ্গ টুকু মুছে গেল সহসা?
"হায় হায়" কাঁদে বায় পূরবী ও দখিনা—
কওকন পঁইচি খুলে ফেল সখিনা।"

—অগ্নিবীণা—৫৫পৃষ্ঠা।

"মোহররমের চাঁদ এলো ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়" শীর্ষক-গজল—

"কাছেমের লাশ লয়ে কাঁদে বিবি সকিনা"

জুলফিকার।

আর একটী গজল—

"শাদীর নওশা কাসেম শহীদ এই পানি বিহনেরে।
এই পানিতে মুছিলরে হাতের মেহদী সাকিনার,
সেই পানিরই ঢেউয়ে উঠে তারই মাতম
হাহাকার…"

এফ-টি, ৪৩২৮ নং রেকর্ড।

যাহোক, কাছেমের সহিত বিবি সাকিনার বিয়ের কথা একটা আলিক ঘটনা বই আর কিছুই নয়। নিচের উদ্ধৃতিদ্বারা প্রকৃত ঘটনার প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত করা হ'য়েছে।—

"কাছেমের সহিত বিবি সখিনার বিবাহ হওয়ার কথা সর্বৈব মিথ্যা। তাঁহার প্রথম বিবাহ মক্কার খলিফা (?) আবদুল্লার ভ্রাতা জোবায়েরের পুত্র মোছাবের সঙ্গে হয়। * এই প্রথম পক্ষের স্বামী খলিফা আবদুল মালিকের সৈন্য দলের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হওয়ায় তিনি অল্প বয়সেই বিধবা হন, তৎপর তিনি আবদুল্লা হিজামির সহিত—দ্বিতীয়বার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ইঁহার ঔরসে কুরেন নামক তাঁহার একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু হইলে খলিফা দ্বিতীয় ওমরের (রাঃ) ভ্রাতা তাঁহাকে বিবাহ—করিতে প্রস্তাব করেন, † কিন্তু খলিফা ১ম ওয়ালিদ

বিষপ্রয়োগ ব্যাপারে ব্যর্থপ্রেমের হিংস্রতা লুক্কায়িত ছিল কিনা কে জানে? মোটের উপর, এই কাহিনী বিশ্বস্তভাবে প্রমাণিত না হইলেও ইতিহাসগ্রন্থে—ইহার উল্লেখ আছে। হাফিয্ ইব্‌নেকছির বিস্তারিতভাবে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু ইহার—বিশ্বস্ততা স্বীকার করেন নাই। ইব্‌নেকোতায়বা, ৭১পৃঃ; তারিখে দমশ্‌ক (৪) ২২৬ পৃঃ; আল্‌বিদায়া ওয়ান্ নেহায়া (৮) ৪৩ পৃঃ। তর্জুমান-সম্পাদক।

* ইমাম হোছাইনের দ্বিতীয়া কন্যা ছোকায়নার সহিত ইমাম হাছানের পুত্র আবুবক্‌র—আবদুল্লাহর বিবাহ কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার পূর্ব্বেই মদীনায় সমাধা হইয়াছিল। কারবালার পর তিনি আত্মহত্যা করার পরিবর্ত্তে আবদুল্লাহ বিনে যুবায়রের ভ্রাতা মছ্‌আবের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন,—আগানী। ইব্‌নেকোতায়বা ছোকায়নার পর পর চারিজন স্বামী গ্রহণ করার কথা—বলিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে ইমাম হাছানের কোন পুত্রের কথা উল্লেখ করেন নাই। ছোকায়না হিশাম বিনে আবদুল মালেকের রাজত্বকালে (১০৫—১২৫) মদীনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তর্জুমান-সম্পাদক।

* যোবায়র বিন্নুল আওয়াম আবদুল্লাহর পিতা, ভ্রাতা নহেন। আবদুল্লাহ ও মুছ্‌আব উভয় ভ্রাতা হয্‌রত যোবায়রের পুত্র। (তর্জুমান-সম্পাদক)।

† শুধু প্রস্তাব নয়, বিবাহই হইয়াছিল, কিন্তু কোন কারণে তিনি তালাক দেন। (তর্জুমান-সম্পাদক)

www.ahlehadeethbd.org

কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হন। পরে তিনি খলিফা ওছমানের (রাঃ) জনৈক পুত্রের ক সহিত বিবাহিতা হন।

ক খলিফা উছমানগণির পুত্র নহে, পৌত্র যয়েদ বিনে আমর বিনে উছ্‌মানের সহিত বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু খলিফা ছুলায়মান বিনে আবদুল মালেকের আদেশ ক্রমে তালাক ঘটে। ইহা ইব্‌নে কুতায়বার অন্যতম রেওয়ায়ত। অন্যান্য রেওয়ায়তে নাম ও পর্য্যায়ের ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়। (তর্জ্জুমান-সম্পাদক)।

কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তিনি শেষোক্ত স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন।——আরবজাতির ইতিহাস, ৩১৫ পৃঃ।"

এতো গেলো সর্বজন-জ্ঞাত এক ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা। এবার ঐতিহাসিক ছোট ছোট কএকটি ঘটনার ত্রুটি সম্বন্ধে উল্লেখ করতঃ তৎসম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'তে ইচ্ছা করি।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীহট্টের সভ্যতা ও কৃষ্টি।

(২)

সৈয়দ মোস্তাফা আলী।

লর্ড কর্ণওয়ালীসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় প্রকৃতপক্ষে ভূমির বিলি-ব্যবস্থাব্যপদেশে প্রথম—শ্রেণীবিভাগ হয়। সাধারণতঃ ভাল অবস্থাপন্ন শ্রেণীর অভিজাতরা জমি বন্দোবস্ত করেন এক চতুর্থাংশ বা চৌথ উপসত্ব সরকারে খাজনা হিসাবে জমা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে। উত্তর কালে শ্রীহট্টে ইহারাই চৌধুরী উপাধি ধারণ করেন। বলাবাহুল্য হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে উভয় শ্রেণী ইহাতে আছেন, অধিকাংশ হিন্দু ব্রাহ্মণ ও মুসলমানদের মধ্যে পীর ও সৈয়দ শ্রেণীর লোক এই বন্দোবস্ত আনিতে চাহেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের নিয়মে পূজা অর্চ্চনা ও এবাদত নিয়াই ব্যস্ত থাকেন—আর সমাজ তখন তাঁহাদের ব্যয়ভারও বহন করিত। উত্তর-কালে ইহারা ভূমিশূন্য হইয়া পড়েন ও যাজন ও পীরি মুরিদীর প্রভাব কমিয়া যাওয়ায় লেখা পড়া শিখিয়া চাকুরী বাকুরী দ্বারা নিজের ও পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিয়া নেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চৌধুরীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকই আছেন। এই চৌধুরীদের অধীন কিরান বা প্রজারা জমির ছানী বন্দোবস্ত নিয়া চৌধুরীদের (যাহাদিগকে আমরা—এখন হইতে মিরাশদার বলিব) অধীনে বার্ষিক খাজানা হিসাবে ও ক্ষেত্রবিশেষে বৎসরে কয়েকদিন কায়িক পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে জমি ভোগ করিয়া—থাকেন। শ্রীহট্ট জেলায় হিন্দু মুসলমান হাজার হাজার ইত্যাকার মিরাশদার আছেন। ইহাদের অনেকেরই অবস্থা উন্নত ছিল এবং ইহারা নিজ ছেলেপিলে-দিগকে দূরবর্ত্তী সহরে রাখিয়া এমন কি কলিকাতা ঢাকা বা আলীগড়ে রাখিয়া পড়ার খরচ যোগাইতে পারিতেন। তাহা ছাড়া ইহাদের সব চেয়ে বড় সুবিধা হইল ইহাদের স্বাধীনতা। কোন চৌধুরীর বার্ষিক আয় হয়ত ১০০০০৲ বা ২০০০০৲ টাকা—হইতে পারে, আবার কাহারো কাহারো আয় হয়ত বা ১০০০৲ বা ৫০০৲ টাকাও হইতে পারে—কিন্তু সব চেয়ে সুবিধা এই যে, কেহ কাহারও অধীন—নহেন। সামাজিক জীবনে সকলেরই স্থান এক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শ্রেণীতে।

ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে নবাবী আমলেও ইহারাই ভূম্যাধিকারী ছিলেন। সুতরাং প্রধানতঃ ইহাদিগকেই কেন্দ্র করিয়া গ্রামে গ্রামে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। নবাবী আমলে মাদ্রাসা ও মকতবের প্রতিষ্ঠা ইহারাই করেন—পরে ইংরেজের আমলে ইহারাই পাঠশালা, মাইনর স্কুল ও হাই স্কুল স্থাপন করেন। এই শ্রেণীই সাধারণতঃ অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা বুদ্ধি, বিচার ও অন্যান্য বিষয়ে অপেক্ষাকৃত পারদর্শী। প্রথম চাকুরীয়া প্রধানতঃ এই শ্রেণী হইতেই আসে।

ভূমিবিহীন অথচ বংশমর্য্যাদায় ইহাদের উচ্চতর শ্রেণী ব্রাহ্মণ ও পীর সৈয়দ বা খোন্দকারগণ কিন্তু কালের সঙ্গে সব ক্ষেত্রে সমভাবে চলিয়া আসিতে পারেন নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত ২। ৩ পুরুষ খুব শিক্ষিত ও বিদ্বান হইয়া সেরূপ চাকুরী বাকুরী যোগাড় করিতে না পারিয়া আবার সমাজে হীন হইয়া পড়েন ও অবস্থার ফেরে কালচার ও কৃষ্টির শলতে জ্বালাইয়া রাখিতে পারেন নাই। তবে এদের মধ্যেও অনেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সৈয়দ বংশের এক জননেতা শ্রীহট্টের প্রথম মুসলমান-মন্ত্রী হন।

এতক্ষণ শ্রীহট্টের গ্রামাঞ্চলের অবস্থা বর্ণনা করিলাম। ইহাছাড়া শ্রীহট্ট সহরে বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশীয় কয়েকটী পরিবার বহুদিন হইতেই বসবাস করিয়া আসিতেছেন। হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ইহাতে আছেন। মুসলমানদের মধ্যে মজুমদার বংশীয়, কাজী বংশীয়, হজরত শাহ জালালের দরগায় খাদেম সরেকউম পরিবার ও—মুফ্‌তী বংশ তাহা ছাড়া শেখ পাড়ার শেখ সাহেবগণ, নওয়া সড়কের শেখ সম্প্রদায় বিশেষ খ্যাত। এই সব পরিবারের অনেকেরই পূর্ব্ববঙ্গের বিশিষ্ট জমিদারগণের সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্ক আছে।—হিন্দুদের মধ্যে দস্তিদার বংশ, খাজাঞ্চী বাড়ী সুপ্রসিদ্ধ। ইহাদেরও বৈবাহিক সম্পর্ক পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক হিন্দু জমিদারগণের সঙ্গে অব্যাহত আছে।

ইহাছাড়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক—বিশিষ্ট লোক শ্রীহট্টে আছেন। ইহারা পুরুষানুক্রমে ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীহট্টের ব্যবসায় ও তেজারতী ইহাদেরই হাতে এবং ব্যবসায় ছাড়া ইহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চ শিক্ষিত এবং কালচার ও কৃষ্টিতে অন্যকোন সম্প্রদায় হইতে হীন নহেন।

আর একটী সভ্যতা শ্রীহট্টের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া আছে। প্রায় ১৫০ বৎসর হইল শ্রীহট্টে প্রথম চা'র চাষ বা আবাদ হয়—এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয়গণই প্রথম পথ-প্রদর্শক। অবশ্য আজ অনেক দেশীয় লোকই চা বাগানের মালিক হইয়াছেন। এখনও শ্রীহট্টে প্রায় ১৫০ চা বাগান অবস্থিত আছে। চা বাগানে প্রায়ই ইউরোপীয় ম্যানেজার ও এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার আছেন। চা বাগানগুলি প্রায়ই—সমস্ত শ্রীহট্ট জুড়িয়া আছে—কেবল সুনামগঞ্জে চা বাগান নাই—কেননা উহা নিম্ন ভূমি—কিন্তু আজ ১৫ বৎসর হইল সুনামগঞ্জের ছাতকে 'আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী' স্থাপিত হইয়াছে। উহাই পূর্ব্ব পাকিস্তানের একমাত্র সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী।

চা বাগানগুলি অঞ্চলবিশেষে বিশিষ্ট মুসলমান কেন্দ্রে আছে ও ঐ ম্যানেজারগণ স্থানীয় শিক্ষিত—মুসলিম ও হিন্দু সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে পূর্ব্বাপরি মেলামেশা করিয়া আসিতেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে লংলা, কানিহাটী ও ভানুগাছ, বলিশিরা, পাথারিয়া ও—তেলিয়পাড়া অঞ্চলের নাম করা যাইতে পারে। চা বাগানের বদৌলতে অনেক রাস্তাঘাট প্রস্তুত—হইয়াছে—সুতরাং বৎসরের যে কোন সময় সমস্ত শ্রীহট্ট জেলা (সুনামগঞ্জের কতকটা ছাড়া) মোটর চলাচলের রাস্তা দ্বারা যুক্ত।

কতকটা প্রাকৃতিক ও কতকটা ঐতিহাসিক কারণে শ্রীহট্ট বহুপূর্ব্ব হইতেই শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর। গ্রামে গ্রামে মক্তব, মাদ্রাসা ও সংস্কৃতটোল প্রতিষ্ঠিত হয় ও প্রধানতঃ মিরাশদার শ্রেণীর সাহায্যেই এই গুলা পরিচালিত হয়। এর পরে গ্রামে গ্রামে হাইস্কুল স্থাপিত হয়, এখন শ্রীহট্ট সহরে ৩টী কলেজ, ১টি সিনিয়ার মাদ্রাসা ১টী মেডিকেল স্কুল ও ১টী টেকনিকেল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্কুল ও প্রত্যেক মহকুমার সদরে ১টি করিয়া কলেজ আছে। এমতাবস্থায় অন্যান্য জেলার তুলনায় শ্রীহট্ট শিক্ষায় অনেকটা অগ্রসর। কাজেই পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত জেলা জুড়িয়াই আজ নানাবিভাগে শ্রীহট্টের কর্ম্মচারী দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের চলায় ফেরায় ও আচার ব্যবহারে ঐসলামিক কালচারের সঙ্গে যে ইউরোপীয় কালচারের সমাবেশ দেখা যায় তাহা একপুরুষ অর্জ্জিত নহে—উহা তাহারা তাহাদের—মাতৃভূমি হইতেই পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছেন।

শ্রীহট্টের গ্রামদেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠান ও আচার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে আসিয়া অনেক শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে যাঁহারা গণভোটের সময় শ্রীহট্টের গ্রামে গ্রামে—কাজ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীহট্টের নাড়ী-কেন্দ্র গ্রামাঞ্চল দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যেও যাহারা শ্রীহট্ট বদলী হইয়া যাইতেছেন তাহারা শ্রীহট্টের রাস্তাঘাট, ও শ্রীহট্টের অধিবাসীর উন্নতমান লক্ষ্য করিয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছেন। শুধু একটা কথা বলিয়াই শেষ করিব যে শ্রীহট্টের গ্রামাঞ্চলের জমিদার মৌলবী আলী-হায়দার খানই, ইরাণের শাহান শাহকে (!) অতিথি পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন—পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কোন গ্রামে ইহা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। *

* ছৈয়েদ মুছতাফা আলী ছাহেবের ন্যায় আধুনিক ভাবধারার উচ্চ শিক্ষিত লেখকের নিকট হইতে আমরা তাঁহার জন্মভূমির সভ্যতা ও কৃষ্টির যে গৌরবোজ্জল কাহিণী শুনিবার আশা পোষণ করিয়াছিলাম, তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের সে আশা পূর্ণ হয়নাই। শাহ জালালের মাযার পূজা, তাঁহার অনুচরবর্গের বংশানুক্রমিক পৌরোহিত্য, হিন্দুয়ানি-আদর্শের জাতিভেদ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী-স্বার্থ ও অহমিকা, ইউরোপীয় আচারের অনুকরণ আর ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের উপাদান সরবরাহ শ্রীহট্টের সভ্যতা ও কৃষ্টির সবটুকু নয়। আমরা স্বয়ং শ্রীহট্টবাসী না হইলেও ইহা বিশ্বাসকরি যে, যে জনপদে ৫ শত বৎসর ধরিয়া ইছ্‌লাম সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, সঠিক ইছ্‌লামি রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাহার তহ্‌যীব ও তমদ্দুনের বিশ্লেষণ করিতে পারিলে সে কাহিনী—যেমন চিত্তাকর্ষক হইবে, তেমনি নব-গঠনের মুহূর্ত্তে পাকিস্তানিদের কর্ত্তব্যপথকে সুগমকরার পক্ষেও—উহা সহায়ক হইবে। পূর্ব্ববাঙ্গালায় ইছ্‌লামের আবির্ভাব ও পতনযুগের ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই, আথচ এই জনপদ যেরূপ মুছ্‌লিম-অধ্যুষিত, হিন্দ উপমহাদেশের ইছ্‌লামি কেন্দ্রগুলিও সে রূপ ছিল না, আজও নয়। ছৈয়েদ ছাহেব এই মহান কার্য্যে অংশগ্রহণ করিলে আমরা সুখী হইব।

শ্রীহট্টের শাহ জালাল।

সৈয়েদ মোর্ত্তজা আলী (প্রত্নতাত্ত্বিক)।
এ, ডি-এম চট্টগ্রাম।

শয়খ জালালুদ্দীন তাব্রেজী ও শ্রীহট্টের শাহজালাল বিভিন্ন ব্যক্তি। শয়খ জালাল উদ্দীন তাব্রেজী আনুমানিক ১২০০ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে তশরীফ আনেন। তাঁহার জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায় না। জগদ্বিখ্যাত তাপস শয়খ শিহাবুদ্দীন সুহরবরদী (১১৪৭—১২৩৪ খৃঃ) খাজা মইনউদ্দীন চিশতী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১১৪২——১২৩৫) কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী—(১১৪২—১২৩৬ খৃ:) শয়খ বাহাউদ্দীন ধকরিয়া মুলতানী (১১৬৯—১২৬৬ খৃ:) প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন। তযকিরাহ-ই-আউলিয়া-ই হিন্দের মতে ৬২২ হিজরীতে (১২২৫ খৃ: এ) তাঁহার—ওফাত হয়। তিনি পাণ্ডুয়ার ১৭ মাইল উত্তরে দেওমহল বা দেওতলাতে সমাধিস্থ হন।

শ্রীহট্টের শাহ জালালের প্রকৃত নাম শয়খ জালাল মুযরিদ-ই-এমনি (মুজাররদ-ইয়ামানি)। তিনি এমন দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীহট্টে পদার্পণ করিয়া গৌড় গোবিন্দ রাজাকে পরাস্ত করেন। তাঁহার শ্রীহট্ট আগমন সম্বন্ধে এক খানি শিলালিপি শ্রীহট্টের আম্বরখানা মহল্লায় পাওয়া যায়। উহা বর্ত্তমানে ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। ঐ শিলালিপি খানা Stapleton সাহেব পাঠোদ্ধার করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণালে প্রকাশ করেন—[J. A. S. B. 1922—p 413] বঙ্গের সুলতান ফিরোজ শাহ দেহলবীর আমলে হজরত শাহ জালাল শ্রীহট্টে আগমন করেন। তিনি ৭৪০ হিজরীতে স্বর্গবাসী হন। শ্রীহট্টের দরগা মহল্লায় তাঁহার সমাধি আছে।

সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ইবনেবতুতা শ্রীহট্টের শাহ জালালকে ভুলক্রমে তাব্রেজী নামে উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই উক্তিতে পাণ্ডুয়ার শাহ জালাল ও শ্রীহট্টের শাহ জালাল এক ব্যক্তি বলিয়া ভ্রান্ত—ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কাহার কাহারও মতে ইবনে বতুতা যে শাহ জালালের সঙ্গে মোলাকাত করেন তিনি কামরূপ রাজ্যে বাস করিতেন। শ্রীহট্টের শাহ জালালের জীবনী সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও প্রামাণিক গ্রন্থ মুফতী আজহার উদ্দীন আহমদের 'শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি।' ※

※ তয্‌কিরায় হিন্দের বর্ণনা সঠিক হইলে—স্বনামধন্য ভূপর্য্যটক ইব্‌নেবতুতার পাণ্ডুয়ার শাহ-জালাল তব্রেযীর সাক্ষাৎকার দৈহিক ভাবে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইব্‌নেবতুতা ৭০৩ হিজ্‌রীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং তয্‌কিরার কথা মত ইব্‌নেবতুতার জন্মের ৮০ বৎসর পূর্ব্বেই পাণ্ডুয়ার

প্রথম কলামের পাদটীকার অবশিষ্ট :—

শাহ জালাল পরলোকবাসী হইয়াছিলেন। ব্লকম্যান পাণ্ডুয়ার শাহ জালালের মৃত্যুসন ৬৪১ হিজ্‌রী লিখিয়াছেন কিন্তু এ হিছাবেও তাঁহার সন্দর্শন লাভ ইব্‌নেবতুতার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী লিখিয়াছেন যে, শাহ জালাল খওয়াজা কুৎবুদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকীর দিল্লী অবস্থানকালে তথায় আগমন করিয়াছিলেন এবং অল্পকাল পরেই দিল্লীর শয়াখুল-ইছলাম নজ্‌মুদ্দীন ছুগ্‌রার কোপদৃষ্টিতে পতিত হওয়ায় দিল্লী ছাড়িয়া বাঙ্গালার যাত্রী হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে পৌছিয়া তিনি শায়খুল ইছলামের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার জানাযায় গায়েবের নমায পড়েন। খওয়াজা আজমিরী, বখ্‌তিয়ার কাকী এবং ছুলতান ইল্‌তেমেশ একই বৎসরে অর্থাৎ ৬৩৩ হিজ্‌রীতে—পরলোক গমন করেন। মুহাদ্দিছ দেহলভীর উক্তির সহিত তয্‌কিরার বর্ণনা মিলাইয়া দেখিলে বুঝাযায় যে, খওয়াজা আজ্‌মিরীর জীবদ্দশাতেই অর্থাৎ তাঁহার ওফাতের অন্ততঃ ১৫ বৎসর পূর্ব্বে শাহ জালাল—বাঙ্গালায় আগমন করিয়াছিলেন।

ইব্‌নেবতুতা ৭৪৫ হিজ্‌রীতে কর্ণাটকে পৌছেন। কর্ণাটক হইতে সাতগাঁও, কামরূপ, কামখ্যা, প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া সোনার গাঁয়ে জাহাযে আরোহণ করেন এবং আরাকান, জাভা, সুমাত্রা, সিয়াম ও কম্বোডিয়া প্রভৃতিস্থান পরিভ্রমণ করিয়া ৭৪৭ হিজ্‌রীতে চীনের রাজধানীতে উপস্থিত হন। কামরূপ ভ্রমণের প্রসঙ্গে শাহ জালাল তব্রেযীর সন্দর্শন কাহিনী তিনি স্বীয় ভ্রমনবৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, ৭৪৬ হিজ্‌রীতে অর্থাৎ পাণ্ডুয়ার শাহ জালাল তব্রেযীর পরলোকগমনের ন্যূনাধিক ১ শত বৎসর পর দ্বিতীয় শাহ জালালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন শাহ ছাহেবের বয়স ছিল ১ শত পঞ্চাশ বৎসর। চীনেই—ইব্‌নেবতুতা শাইখ বুরহানুদ্দীনের নিকট শাহ জালাল তব্রেযীর মৃত্যু সংবাদ অবগত হন। বাঙ্গালার শাহ জালাল চীনের শাইখ বুরহানকে এক বিস্ময়কর উপায়ে তাঁহার চোগা প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ইব্‌নেবতুতা উভয়ের নিকটেই উহা দর্শন করিয়াছিলেন এবং মধ্যবর্ত্তী সময়ে নিজেও উহা কিছুদিন ব্যবহার করিয়াছিলেন। যাহা হউক ইবনেবতুতার উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শাহ জালাল—৫৯৭ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৭৪৬—৭৪৭ হিজ্‌রীতে পরলোকবাসী হইয়াছিলেন। যদি শ্রীহট্টের শাহ-

www.ahlehadeethbd.org

تاريخ الاسلام
ইছ্‌লামের ইতিহাস

হিন্দে ইছ্‌লামের আবির্ভাব

২

ইব্‌নে বতুতা হয্‌রত আদমের পদচিহ্ন দর্শন করার মানসে ৭৪৫ হিজ্‌রীতে সিংহলের রাজধানী গমপুলায় উপস্থিত হন। তিনি তথায় শাইখ উছ্‌মান শিরাযী শাউশের সাক্ষাৎলাভ করেন। শাউশ সিংহলের রাজধানীতে একটী মছ্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজধানীর উপকণ্ঠে ইব্‌নে বতুতা উছ্‌তায মাহ্‌মুদ লুরীর এবং বেদর নদীর উপকূলে বাবা তাহেরের গুহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইঁহারা কে ছিলেন এবং কোন্ সময়ে সিংহলে পদার্পন করিয়াছিলেন, ইব্‌নে বতুতা তাহার কোন বিবরণ প্রদান করেন নাই, শুধু লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা উভয়েই বড় সাধক ছিলেন এবং সিংহলবাসীরা জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তাঁহাদের নাম ভক্তিসহকারে উল্লেখ করিত। ইব্‌নে বতুতার চারি শত বৎসর পূর্ব্বে একজন জগদ্বিখ্যাত সাধক শাইখ আবদুল্লাহ খফিফ বিনে আছ্‌ফক্‌শার কলানেছী শাফেয়ীও সিংহল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি পারস্যের শিরাজ নগরীর অধিবাসী, রাজবংশ সম্ভূত এবং বহুবিশ্রুত পর্য্যটক ছিলেন। 'কুতোল-কলুব' গ্রন্থের প্রণেতা শাইখ আবুতালেব মক্কী (——৩৮৬) তাঁহার গুরু ছিলেন। হয্‌রত জুনায়দ বাগ্‌দাদীর (——২৯৭) মন্ত্রশিষ্য রুওয়ায়ম বিনে আহ্‌মদের (—৩৩০ হিঃ) সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। খফিফের হস্তী সম্পর্কিত সিংহলের কাহিনী মওলানা রুমী 'মছ্‌নবী'-

পূর্ব্বপৃষ্ঠার টীকার অবশিষ্ট,—

জালাল ৭৪০ হিজরীতেই ওফাৎ পাইয়া থাকেন তাহা হইলে ইবনেবতুতার সহিত তাঁহার কোন দিন সাক্ষাৎ হয়নাই। ইবনেবতুতা ছুলতান মোহাম্মদ তোগ্‌লক কর্ত্তৃক দিল্লীর সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া সে সময়ে দিল্লীতে স্বীয় কর্ত্তব্যপালন করিতেছিলেন এবং তাহারপূর্ব্বে তিনি কোনদিন পাণ্ডুয়া বা কামরূপে আগমন করে নাই। সুতরাং তিনি যে শাহ জালালকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভুল-

প্রথম কলামের টীকার অবশিষ্ট,—

ক্রমেই তব্রেযী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, একথা স্বীকার করা চলেনা। আর একটী চমৎকার ব্যাপার এই যে, কামরূপের শাহ জালালের পক্ষে খওয়াজা আজ্‌মিরী, বখ্‌তিয়ার কাকী, বাহাউদ্দীন যাকারিয়া, পাণ্ডুয়ার শাহজালাল ও শ্রীহট্টের শাহজালাল সকলেরই সাক্ষাৎকার সম্ভবপর ছিল, কিন্তু— বাস্তবিক তাহা ঘটিয়াছিল কিনা, তাহা বলার উপায় নাই— কারণ তাঁহার বিস্তৃত জীবনী আমাদের অজ্ঞাত। আখ্‌বারুল আখ্‌য়ার, মুন্‌তাখাবুত্‌ তাওয়ারিখ, আবুল-ফয্‌ল, ইব্‌নে বতুতা, ছিয়ারুল আওলিয়া ও ছিয়ারুল মুতাআখ্‌খেরিন প্রভৃতি গ্রন্থে শুধু শাহজালাল তব্রেযীর নাম দেখিতে পাওয়া যায় আর পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালায় শ্রীহট্টের শাহ জালালই সমধিক— প্রসিদ্ধ, কাজেই শাহজালালের সঙ্গে বাঙ্গালার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইলে বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের মনে স্বাভাবিকভাবে শ্রীহট্টের শাহ জালালের কথা উদিত হয়। আরও মজার কথা এই যে, বাঙ্গালার ছুলতান্ আলাউদ্দীন আলী (৭৪১-৭৪৬) গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত মালদহ যিলায় শাহজালাল তব্রেযীর খান্‌কাহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, কামরূপের শাহ জালালও ৭৪৬ হিজ্‌রীতেই পরলোকবাসী হইয়াছিলেন। খান্‌কাহ নির্ম্মাণের তারিখ আর— শাহজালালালের ওফাতের মধ্যে যে মিল রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া যাঁহারা গৌড়ের খানকাহকে কামরূপের শাহজালালের খান্‌কাহ বলিয়া অনুমান— করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বেশী দোষ দেওয়া যায়না। এদিকে শ্রীহট্টের শাহজালাল আর কামরূপের শাহ জালালের ওফাতের তারিখের মধ্যে মাত্র ৫ বৎসরের পার্থক্য আর সেকালে শ্রীহট্ট কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা কে বলিবে? তর্জুমান-সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

তে, আল্লামা দমিরী 'হায়াতুল হায়ওয়ানে', মুল্লা জামী 'নফহাতুল উন্‌ছে' এবং ইব্‌নে বতুতা তাঁহার 'ভ্রমণ বৃত্তান্তে' উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ৩৭১ হিজরীতে পরলোকগমন করেন এবং শিরাযে সমাধিস্থ হন। ইব্‌নে বতুতার সময়ে তিনি সিংহলে 'বড়পীর' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, 'কদমশরীফ' হইতে কিছু দূরে ইব্‌নেবতুতা তাঁহার গ্রীষ্মাবাস দর্শন করিয়াছিলেন, কদমশরীফের অদূরে বাবা খণ্ডযীর গহ্বরও অবস্থিত ছিল।

ইছ্‌লামের দ্বিতীয় কেন্দ্র মালাবার।

হিন্দ উপমহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে প্রবাহিত আরব সাগরের পূর্ব্বোপকূল এবং পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের নাম মালাবার। গোয়া হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত কোচিন রাজ্য ও দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর মালাবারের অন্তর্ভুক্ত।

যেসকল মুছলমান আরব-ব্যবসায়ী স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া মালাবারের স্থায়ী অধিবাসীতে পরিণত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ মোপলা বা নায়েৎ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা ইছলামগ্রহণ বা তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। বালফোর (Balfour) বলেন,

The intereourse with the Muhammadan merchants and Seamen and Arab women of Western India seems to havebeen from the most ancient times.

মুছলমান বণিক ও নাবিক এবং পশ্চিম হিন্দের মুছ্‌লিম আরব নারীগণের মধ্যে বিবাহের নিয়ম অতিপ্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। *

পর্তুগীজদের পূর্ব্বে সমুদ্রের কর্ত্তা মোপলারাই ছিলেন। ইঁহারা কোন্ সময় হইতে মালাবারের স্থায়ী অধিবাসী-দলে পরিণত হইয়াছেন এক্ষণে তাহাই আলোচিত হইবে।

ঐতিহাসিক ফেরেশ্‌তার বক্তব্য যে, ইছ্‌লামের ইতিহাস দুইশত বৎসরের প্রাচীনতা প্রাপ্ত হইবার প্রাক্কালে আরব ও আজমের একদল মুছলমান দরবেশ হযরত আদমের পদচিহ্ন দর্শন করার উদ্দেশ্যে সিংহল গমন করিতেছিলেন। পথে তাঁহাদের—জাহায প্রতিকূল ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়া মালাবারের অন্তর্গত কদঙ্কলোর—কদাঙ্গানোর বা কালীকট্ট নগরের উপকণ্ঠে সমুদ্রোপকূলে আটকাইয়া যায়। নগরের রাজা যৈমুর—যিমোদ্দিন বা ছামেরী দরবেশগণের অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে ইছলাম এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) সম্পর্কে সমুদয় বৃত্তান্ত জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। দরবেশের দল এরূপ ভাষায় রছুলুল্লাহর (দঃ) চরিত্র মহিমা, তাঁহার চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা এবং ইছলামের শিক্ষাও সৌন্দর্য্য রাজার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি একেবারেই মুগ্ধ হইয়া পড়েন এবং গোপনে ইছলাম গ্রহণ করেন। রাজা দরবেশগণের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন যে, তাঁহারা সিংহল হইতে ফিরিবার পথে পুনরায় মালাবারে আসিবেন। দরবেশের দল পুনরায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি আমাত্য ও নেতৃবৃন্দকে সমবেত করিয়া বলেন, "এখন আমি সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভুকে স্মরণ করিব।" অতঃপর তাঁহার রাজ্য তিনি তদীয় আমাত্যবর্গের মধ্যে তুল্যাংশে বণ্টন করিয়া দেন এবং দরবেশগণের—সঙ্গে সঙ্গোপনে জাহাযে চড়িয়া আরবে গমন করেন।

ফেরেশ্‌তা লিখিয়াছেন যে, রাজা যৈমুর তাঁহার সরকারী রেকর্ড হইতে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইবার তারিখ ও সময় অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছিলেন এবং দরবেশগণের বর্ণনার সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায়—ইছ্‌লামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

আজায়েবুল আছ্‌ফারের রেওয়ায়ৎ সূত্রে মালাবারের তৎকালীন রাজার নাম চিরামন পিরুমল—ছিল, ইনি যৈমুর রাজার বংশধর ছিলেন। যৈমুর চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইবার ঘটনা স্বয়ং রেকর্ড করিয়া রাখিয়াছিলেন। দরবেশগণের দলপতি চিরামনকে উহা স্মরণ করাইয়া দেন এবং ইছ্‌লামগ্রহণ ও মক্কা—মদীনা দর্শন করিবার জন্য উৎসাহিত করেন। রছুলুল্লাহর (দঃ) চরিতামৃত তাঁহারা এরূপ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করেন যে, তাহার ফলে নরপতি চিরা-

* Cyclopaepdia of India II, p. p. 983,

www.ahlehadeethbd.org

মন শাসনকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার রাজ্য—খণ্ডাকারে আমাত্যগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। তিনি গোপনে ইছ্‌লাম গ্রহণ করিয়া তীর্থ যাত্রার আয়োজন করিতে থাকেন এবং দরবেশগণের সঙ্গে জাহাযে উঠিয়া হেজায যাত্রা করেন।

মালাবারের অধিপতি চিরামন পেরুমল ২১২ হিজরী—৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইছ্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ২১৬ হিজরীতে মক্কা শরীফের পথে মানবলীলা সম্বরণ করেন। আরবের যিফার (ظفار) নগরে তাঁহার সমাধি আছে।

মালাবারের যে রাজা সর্ব্বপ্রথম ইছ্‌লামে—দীক্ষিত হন, ফেরেশতা তাঁহার নাম যৈমুর বলিয়াছেন। বিমোরিন বা যৈমুর আরাবী উচ্চারণে 'ছামেরী'তে পরিণত হইয়াছে। তিনি প্লোয়া বা প্লোয়াপ্লাদা বংশসম্ভূত এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) সমসাময়িক নরপতি ছিলেন। কথিত আছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) মক্কার কোরায়শদিগকে যখন চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা প্রদর্শন করিতেছিলেন তখন রাজা যৈমুর মালাবার হইতে তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছলেন এবং এই অলৌকিক ঘটনার বৃত্তান্ত সরকারী রোযনামচায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, আরবে রছুলুল্লাহর (দঃ) আবির্ভাব হইয়াছে এবং তিনিই এই মো'জেযা প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজা সকলতথ্য সংগ্রহ করিয়া ইছ্‌লামে দীক্ষিত হন এবং হজ্জ যাত্রা করেন কিন্তু জাহাযেই তাঁহার মৃত্যুঘটে এবং ইয়ামানের সমুদ্রোপকূলে তিনি সমাধিস্থ হন।—কাহারো কাহারো মতে হাযারে-মওতের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী শহর (شحر) নামক বন্দরে তাঁহার সমাধি আছে।

Mr. Duncan এশিয়াটিক রিসার্চে তাঁহার Historical remarks on the cost of Malabar শীর্ষক যে—বিবরণী প্রদান করিয়াছেন তাহার সাহায্যেও প্রমাণিত হয় যে, নরপতি যৈমুর রছুলুল্লাহর (দঃ) সমসাময়িক ছিলেম। তিনি লিখিয়াছেন,—

A pandayan, who was Contemporary with Mahomed, was Converted to Mahomedanism by a party of dervishes on their pilgrimage to Adam's peak.

মালাবারের জনৈক রাজা যিনি রছুলুল্লাহর—(দঃ) সমসাময়িক ছিলেন, আদম-পর্ব্বতের তীর্থযাত্রী একদল দরবেশ কর্তৃক ইছলামে দীক্ষিত—হইয়াছিলেন। *

ফেরেশতা ও আজায়েবুল-আছ্‌ফারের বর্ণনা মত তৃতীয় শতকের সূচনাতেই মালাবারে ইছলাম প্রবেশলাভ করিয়াছিল কিন্তু এই ফেরেশতাই আবার তুহফাতুল মুজাহেদীনের বরাতে যৈমুরকে রছুলুল্লাহর (দঃ) সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং Mr. Duncan এর অনুসন্ধানেও এই তথ্য সমর্থিত হইয়াছে সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, তৃতীয় শতকের পূর্ব্বেই অর্থাৎ ছাহাবাগণের যুগে সর্ব্বপ্রথম মালাবারে ইছলাম পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

নও-মুছলিম রাজা দরবেশদিগকে বলিয়াছিলেন যে, মালাবারে ইছ্‌লাম প্রচার করিতে হইলে—আরবদিগকে মালাবারে ব্যবসাবাণিজ্য আরম্ভ করিতে হইবে। দরবেশগণের সহিত সদ্ব্যবহার ও তাঁহাদের সমুদয় সৎকার্য্যে সহায়তা করিবার এবং মুছলমানগণকে তাঁহাদের উপাসনালয় নির্ম্মাণের অনুমতি দিবার জন্য তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় প্রজাবৃন্দের—নামে অনুজ্ঞাপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজা দরবেশগণের বিশুদ্ধ জীবনপদ্ধতীর প্রশংসা করিয়া—তাঁহার প্রজাবৃন্দকে তাঁহাদের সহিত এরূপ সদয় ও সশ্রদ্ধ ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, যাহাতে দরবেশগণ মালাবারের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া পড়েন।

আরবগণ রাজার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শরফ বিনে মালেক, মালেক বিনে দীনার ও মালেক বিনে হাবিব রাজার পত্র লইয়া মালাবারে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। রাজার স্থলাভিষিক্ত—আমাত্যগণ তাঁহাদের রাজার নির্দ্দেশ মত মুছলমানদিগকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন, দরবেশগণ মালাবারে ইছলামপ্রচারের বহু সুবিধা প্রাপ্ত হন, স্বয়ং রাজবংশের বহুলোক ইছলামগ্রহণ করেন।——

* Cyclopaedia of India I, p. p. 22.

www.ahlehadeethbd.org

মালিক বিনে-দীনার ও মালেক বিনে হাবিব সর্ব্ব-প্রথম কদঙ্কলোর বা কালীকট্টে মছজিদ নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাদের কতিপয় সহচর কর্ত্তৃক তথায় প্রথম মুছলমান উপনিবেশ স্থাপিত হয়। কতক দরবেশ ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত কোলম নগরে বসতি স্থাপন করেন, এবং সে স্থানে বাগান ও মছ্জিদ নির্ম্মিত হয়।— মালেক বিনে দীনার ও মালেক বিনে হাবিব সমস্ত মালাবার পরিভ্রমণ করিয়া স্থানেস্থানে মছজিদ ও মুছলমানদের বসতি স্থাপন করেন, তাঁহাদের প্রচেষ্টায় দরমা পট্টনের শাসনকর্ত্তাও ইছ্লামগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রচার-কার্য্য মালাবারে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া কারমণ্ডলের সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত অগ্রসর হন এবং বহু মছ্জিদ নির্ম্মাণ করেন।— কোলমের মছ্জিদের কথা তৃতীয় শতকের ঐতিহাসিক বলাযুরী (——২৭৯ হিঃ)ও উল্লেখ করিয়াছেন। *

উল্লিখিত আরব দরবেশগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত— মছ্জিদসমূহের একটী ক্ষুদ্র তালিকা ইব্নেবতুতার ভ্রমণবৃত্তান্ত ও তুহ্ফাতুল মুজাহেদিন গ্রন্থদ্বয়ে দেখিতে পাওয়াযায়। ৬ষ্ঠ শতাব্দী হিজ্রী পর্য্যন্ত এই মছ্জিদগুলি বিদ্যমান ছিল। আমি মছজিদগুলির পর্য্যায়ক্রমে নামোল্লেখ করিব,—

১। কালীকট্ট. ২। কোলন, ৩। হিলী মারাদী, ৪। শ্রীকুণ্ডপুরম, ৫। দরমাপট্টন, ৬। ফন্দরীনা, ৭। চালিয়াৎ, ৮। বুদ্ধপট্টন, ৯। ফাকনোর, ১০। মঙ্গলোর, ১১। কলঞ্জর কোট, ১২। কারমণ্ডলের উপকূলোবর্ত্তী কোলম।

ইবনেবতুতা ৭৪৩ হিজ্রীতে মালাবারের— বর্কোর, মঙ্গলোর, হিলী, বালিয়াপট্টন, দরমাপট্টন, বুদ্ধপট্টন, ফন্দরীনা এবং কালীকট্ট প্রভৃতি নগরে বহু মুছলমান ফকীহ, কাযী, খতিব ও ধনবান ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। মালাবারে সর্ব্বপ্রথম— যখন ইছলাম প্রচারিত হয় তখন রাজনৈতিক দলগুলির উদ্ভব হয় নাই, ফিক্হী স্কুলসমূহও প্রতিষ্ঠালাভ করেনাই। মালাবারে কোর্আন ও হাদিছের সরল ও অবিমিশ্র ইছলাম প্রচারিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে যখন রাজনীতি ও দর্শন শাস্ত্রের সংমিশ্রণে মুছলমানগণ রাফেযী, খারেজী, মুতাযেলী দলসমূহে বিভক্ত হইয়া পড়েন, তখন মালাবারের মুছলমানরা সে সকল দলে যোগদান করেন নাই।— তাঁহারা ইছ্লামের সনাতন আহলেহাদিছ মতবাদ পোষণ করিতেন। ইবনেবতুতার সময়ে মঙ্গলোর প্রভৃতি শহরের ম্যাজিষ্ট্রেটগণ শাফেয়ী হইতেন।

ইছ্লামের তৃতীয় কেন্দ্র মুকরান বা মেকরান।

মেক্রানের অর্দ্ধাংশ ইদানীং বেলুচিস্তান নামে প্রসিদ্ধ। আধুনিক পাকিস্তান ষ্টেটের ইহা একটী অপরিহার্য্য অংশ। বালফোর মুকরানকে প্রাচীন Gedrosia গেদ্রোসিয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মুক্রানের ভাষা আরাবীবহুল গ্রাম্যফার্সী। বেলোচী মুক্রানের শেষ পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত কেয্ছিলার প্রায় সমস্ত অধিবাসী মুছলমান। বালফোর বলেন,—

The Baluchi have by nomeans a pure and unbroken descent from any one source. They claim to be Arabs from Aleppo. In many cases the outline of their physiognomy is very similar to that of the Arabs of Egypt and syria.

বেলোচীরা কোনক্রমেই অবিমিশ্রি বংশোদ্ভূত নয়। তাহারা নিজদিগকে উত্তর সিরিয়া বা শামের আরবগণের বংশধর বলিয়া দাবী করিয়া থাকে।— অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের অঙ্গঅবয়ব মিছর এবং শামের আরবগণের অনুরূপ।

২২শ হিজরীতে সমস্ত পারস্য আরবগণের করতলগত হয়। সেই সময়ে আবদুল্লাহ বিনে আমের বিনে রুবাইয়অ্ (রাযিঃ) পারস্যের কির্মান অধিকার করিয়া ছিজ্তানের দিকে অগ্রসর হন। ছিজ্তানের শাসনকর্ত্তা বশ্যতা স্বীকার করায় তিনি মুক্রান আক্রমণ করেন। মুকরানের রাজা সিন্ধুর— অধিপতির সাহায্যলাভ করিয়া মিলিত ভাবে আবদুল্লাহর প্রতিরোধ করেন কিন্তু তিনি উভয় রাজার সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত দেশ অধিকার করিয়ালন।

* তক্বীমুল বুলদান, ৩৬১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

আবদুল্লাহ হয্‌রত উছ্‌মানগণির (রাযিঃ) মাতুল আমেরের পুত্র ছিলেন। চতুর্থ হিজ্‌রীতে জন্মগ্রহণ করিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) সম্মুখে নীত হইয়াছিলেন এবং হয্‌রতের মুখ নিসৃত পবিত্র লালা চুষিয়া গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন। মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন— এবং হয্‌রত উছ্‌মানগণির খিলাফতে বছ্‌রার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি প্রসিদ্ধতম বিজেতাগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার সেনাপতিত্বে পারস্যের ছিছ্‌তান, দাওয়ার, মরও, ছরখছ, আবুশহর, তুছ, তাখারিস্তান, নেশাপুর আবৃইয়ূর্দ্দ, বলখ, তালেকান, ফারয়াব, হিরাৎ আমেল ও কাবুল— অধিকৃত হয়। ৫৯ হিজ্‌রীতে বছ্‌রায় তাঁহার ওফাত হয়। হয্‌রত আলী মূর্তাযা (রাযিঃ) ইব্‌নে আমির কে কুরায়শী বীরগণের নেতা (سيد فتيان قريش) বলিয়া অভিহিত করিতেন। *

আবদুল্লাহ বিনে আমের বিশ্ববরেণ্য বিজেতা ছিলেন বটে, কিন্তু তখন বিজিত দেশসমূহের শাসন-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ফলে মুক্‌রাণ হইতে তাঁহার প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশের অধিবাসীরা আবার স্বাধীন হইয়া বসে।

হযরত উমর ফারুকের (রাযিঃ) সময়েই ২৩ হিজরীতে মুকরান পুনরধিকৃত হয়। হাকাম বিনে আম্‌র তগ্‌লবী শেহাব বিনুল মখারিক, ছোহায়ল বিনে আদী ও আবদুল্লাহ বিনে আবদুল্লাহ বিনে উৎবান প্রভৃতির সাহচর্য্যে মুকরান নদীর উপকূলে শিবির স্থাপন করেন। মুকরানের রাজা পুনরায়— সিন্ধুর অধিপতির নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করেন। তাবারী বলিয়াছেন যে, মুকরান ও সিন্ধুর অধীশ্বর অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার নাম রথবল ছিল। মুকরানী ও সিন্ধী বাহিনী নদী পার হইয়া আরব বাহিনীকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে, কয়েক দিন ব্যাপী সংগ্রাম চলিতে থাকে কিন্তু আরবদের বিক্রমের সম্মুখে মুকরানী সৈন্য দল তিষ্ঠিতে অসমর্থ— হয়। এই যুদ্ধে রথবল নিহত হন এবং আরবরা নদীর উপকূল পর্য্যন্ত বিশৃঙ্খল মুকরানী ও সিন্ধী বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করেন। আরব সেনাপতি হাকাম বিনে আম্‌র যুদ্ধলব্ধ-সম্পদের পঞ্চমাংশ মদিনায় প্রেরণ করেন। হযরত উমর যুদ্ধের ফলাফল অবগত হইয়া আল্লাহর শোক্‌র করিতে থাকেন। *

২৯ হিজ্‌রীতে হয্‌রত উছমানের (রাযিঃ) খিলাফতে হযরত আবু মুছা আশ্‌আরীর (রাযিঃ) স্থলে হযরত উছমানের মাতুল-পুত্র আবদুল্লাহ বিনে আমের পূর্ব্বাঞ্চলের প্রধান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইব্‌নে আমের উবায়দুল্লাহ বিনে মুআম্মরকে মুকরানের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। তিনি বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া হিন্দের সীমানায় উপস্থিত হন।

হযরত উছমানের খিলাফতে ছিছ্‌তানের শাসনকর্ত্তা রুবাইয়্‌অ্‌ বিনে যিয়াদ বেলুচিস্তানের অন্যতম নগর যরঞ্জ আক্রমণ করেন। রুবাইয়্‌অ্‌ কৌশলী— বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন, বিপক্ষদলের মনে ত্রাস সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে তিনি সৈন্যদলকে কফনের পোষাকে সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং একটী মৃতদেহের উপর উপবেশন করিয়া অন্যটীর উপর ঠেশ দিয়া প্রতিপক্ষের সহিত আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যরঞ্জের শাসনকর্ত্তা আরব সৈন্যদল ও সেনাপতির অবস্থা দর্শন করিয়া এরূপ ভীত হইয়া পড়েন যে, রুবাইয়্‌অ্‌ এর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকেন। এই কৌশলে যরঞ্জের সহিত সহজেই সন্ধি স্থাপিত হয়।

এক বৎসর পর রুবাইয়্‌অ্‌ মুখ্য-অধিপতি ইবনে আমেরের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কাবুল গমন— করিলে বেলোচীরা পুনশ্চ বিদ্রোহী হয়। ইবনে-আমের বিখ্যাত ছাহাবা আবদুর রহমান বিনে ছমুরা বিনে হাবিব (রাযিঃ) কে শাসনকর্ত্তারূপে প্রেরণ করেন। হযরত আবদুর রহমান যরঞ্জের দুর্গ এরূপ দৃঢ়ভাবে পরিবেষ্টিত করেন যে, অত্যল্প সময়ের মধ্যেই বেলোচীরা অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

* ইছাবা (৫) ৬১ পৃঃ; কামুছুল আ'লাম (২) ৫৬১ পৃঃ।

* তারিখে তাবারী (৫) ৭ পৃঃ; ইবনুল আছির (৩) ৩৫ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

অতঃপর আবদুররহমান যরঞ্জ ও হিন্দু কুশের মধ্যবর্ত্তী সমুদয় ভূভাগ জয় করিয়া লন। আরব সৈন্য দাদন আক্রমণ করিলে অধিবাসীরা ঘোর নামক—পার্ব্বত্য-মন্দিরে পলায়ন করে। ঘোর নামক বিগ্রহের চক্ষুদ্বয় বহুমূল্য পদ্মরাগমণির ছিল। সেনাপতি আবদুররহমান মন্দির অক্রমণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম বিগ্রহের চক্ষু দুইটী বাহির করিয়া লন ও উহার একটী হস্ত ভাঙ্গিয়া দেন। স্থানীয় শাসনকর্ত্তা নিকটে দাঁড়াইয়া সমস্তই লক্ষ্য করিতেছিলেন। হযরত আবদুররহমান বিগ্রহের স্বর্ণ ও পদ্মরাগমণি তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া বলেন, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আমি এই কার্য্য করি নাই, শুধু তোমাদিগকে দেখাইতে চাহিয়াছি যে, প্রতিমার কোন শক্তি নাই। ইহারা কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত বা লাভবান করিতে সমর্থ নয়। আবদুররহমান বিনে ছামরা বহু দিন পর্য্যন্ত বেলুচিস্তানে বসবাস করেন।

৩৫ হিজরীতে হযরত আলী মুর্তযা (রাযিঃ) খলিফা হইয়া উছমানি আমলের কর্ম্মচারীদিগকে পদচ্যুত করেন। এই সংশ্রবে হযরত আবদুল্লাহ বিনে ছমরা ও আবদুল্লাহ বিনে আমের রাযিয়াল্লাহো—আনহুমাও পদচ্যুত হন। ইহার ফলে পূর্ব্বাঞ্চলে আর বিদ্রোহের আগুণ জ্বলিয়া উঠে। হযরত আলী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও এ আগুণ নির্ব্বাপিত করিতে পারেননাই। *

৪০ হিজরীতে আমির মুআবিয়া (রাযিঃ) ইবনে-আমের ও ইবনে ছমরাকে তাঁহাদের পুরাতন পদে পুনঃঅধিষ্ঠিত করেন। ৪২ হিজরীতে হারিছ বিনে মুররা আব্দী কেলাতের বিদ্রোহ প্রশমিত করার জন্য প্রেরিত হন কিন্তু অধিকাংশ অনুচর সহ তিনি শহীদ হন। † ৪৩ হিজরীতে ইবনে আমের বিদ্রোহীদিগকে কঠোর দণ্ড প্রদান করার জন্য আবদুল্লাহ বিনে ছউওয়ার আব্দীকে প্রেরণ করেন। তিনি কয়েক মাস যাবৎ মুকরানে বাস করেন। ‡ তিনি কালাতের অধিবাসীদিগকে ভীষণভাবে পরাস্ত করিয়া যুদ্ধ-লব্ধ সম্ভারসহ আমির মুআবিয়ার দরবারে উপস্থিত হন। আবদুল্লাহ বিনে ছউওয়ার দমশক—হইতে কেলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করার সঙ্গে সঙ্গে এক দল টার্কোম্যানের হস্তে শহীদ হন। *

* ইবনুল আছির (৩) ১০১ পৃঃ।
† বলাযুরী ৪৩২ পৃঃ। ‡ ইয়াকুবী (২) ২৭৮ পৃঃ।

ইছলামের চতুর্থ কেন্দ্র সিন্ধু।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুকের খিলাফতে আরব জাহাযের বহরগুলি সুবিধাজনক বন্দরের অনুসন্ধানে আরবসাগরের পূর্ব্বোপকূলে ঘুরিয়া বেড়াইত। ১৪ হিজরীতে উমর ফারুক উৎবা বিনে-গযওয়ান নামক ছাহাবীকে বছরার শাসনকর্ত্তাপদে নিযুক্ত করার সময়ে লিখিয়া পাঠান,—উৎবা, আমি আপনাকে হিন্দভূমির শাসনকর্ত্তারপদে নিযুক্ত করিতেছি, উহা শত্রু-দলের বিচরণভূমি।— আমার আশা আছে যে, এই ভূমির—

يا عتبة انى استعملتك على ارض الهند وهى حرمة من حرمة العدو وارجو ان يكفيك الله ما حولها وان يعينك عليها -

চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তীদের পক্ষে আপনার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হইবেন এবং তিনিই এই ভূমিতে আপনাকে সাহায্য করিবেন। †

১৪শ হিজরীতে বছরার অন্তর্ভুক্ত উব্‌ল্লার উপর হযরত উৎবা সৈন্য পরিচালনা করেন। এই নগরের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দের ব্যবসায়ী ছিল। মুয়ের বলেন,

The inhabitants, chiefly Indian merchants effected their escape by sea. উব্‌ল্লার অধিবাসীবর্গ, যাহাদের অধিকাংশ হিন্দের ব্যবসায়ী দল ছিল, হযরত উৎবার আক্রমণের ফলে সমুদ্রপথে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ‡

ইছলামের-উত্থানের অন্যতম প্রধান প্রতিপক্ষ পারস্যশক্তির মিত্রপক্ষ ছিল হিন্দ। ইরাকভূমির—এক অংশে হিন্দীরা এরূপ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইরাকের অন্যতম সামুদ্রিক বন্দর,

* ইবনুল আছির (৩) ৩৬৬ পৃঃ।
† আলবিদায়া ওয়ান্‌নিহায়া (৭) ৪৮ পৃঃ।
‡ Muir's Caliphate p. p. 120.

www.ahlehadeethbd.org

যাহা হিন্দের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী আরব বন্দর ছিল, হিন্দভূমি (আর্‌যুল হিন্দ) বলিয়া কথিত হইত। হযরত উৎবা এই হিন্দভূমি জয় করিয়া লইয়া বছরা নগরী পত্তন করেন। *

১৫শ হিজরীতে উছমান বিনো আবিলআছ ছাকাফী বাহারায়েন ও আম্মানের শাসনকর্ত্তা—নিযুক্ত হন। তিনি আম্মানে তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়া বাহারায়েনের শাসনকর্ত্তৃত্বের ভার স্বীয় ভ্রাতা হাকাম বিনো আবিল আছ কে সমর্পণ করেন।

হযরত উছমান হিন্দ অভিযানের উদ্দেশ্যে শক্তিশালী নৌবহর গঠন করেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশে আরবগণ বর্ত্তমান বোম্বাই নগরীর ২১ মাইল দূরবর্ত্তী থানা বন্দর আক্রমণ করেন। যুদ্ধে আরবগণ জয়লাভ করেন এবং লুণ্ঠিতসম্পদ সহ আম্মাণে প্রত্যাবর্ত্তিত হন। আধুনিক ঐতিহাসিকরা গুজরাট ও কোকনের সীমান্তে থানাবন্দরের অবস্থান নির্দ্দেশিত করিয়াছেন। হযরত উছমান বিনো আবিলআছ খলিফার অনুমতি না লইয়াই এ অভিযান পরিচালিত করিয়াছিলেন, তিনি ভয়ে ভয়ে প্রথম হিন্দআক্রমণ এবং—যুদ্ধজয়ের সংবাদ ফারুকেআ'যমের নিকট প্রেরণ করেন। হযরত উমর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া হযরত উছমানকে লিখিয়া পাঠান,—"ছাকাফী ভাই, তুমি হিন্দে সৈন্য প্রেরণ কর নাই, একটী পোকাকে কাষ্ঠফলকে বসাইয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছিলে। ইহারা যদি বিপন্ন হইত, তাহা হইলে আল্লাহর শপথ! তোমার গোত্র হইতে ইহার ভর্ত্তব্য আমি ওছুল করিয়া লইতাম।"

উছমান বিনো আবিলআছ ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া তদীয় ভ্রাতা মুগীরা বিনো আবিলআছকে পুনরায় এক শক্তিশালী নৌবহরের কমাণ্ডার নিযুক্ত করিয়া হিন্দের সীমান্তে প্রেরণ করেন। তিনি সিন্ধুর প্রসিদ্ধ বন্দর দীবলের উপর সৈন্য পরিচালিত করিয়া জয়যুক্ত হন। বলাযুরী লিখিয়াছেন যে, তিনি প্রচুর রণসম্পদ সহ বাহারায়েনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। † কিন্তু চচ্‌নামার লেখক বলেন যে, মুগীরা-দীবলের যুদ্ধে শহিদ হইয়াছিলেন। *

এই বৎসরেই হযরত উছমানের দ্বিতীয় ভ্রাতা হাকাম বিনুলআছ গুজরাটের অন্যতম বন্দর ভ্রুচে সৈন্য পরিচালিত করিয়াছিলেন। ‡ ইয়াকুৎ ইহাকে হিন্দের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর বলিয়াছেন এবং "বা-রা-ওয়া-ছওয়াদ অথবা জিম" এর সাহায্যে বানান করিয়াছেন।

দীবল সমুদ্রের মোহনায় অবস্থিত ছিল। ইহার সঠিক অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। Le Strange বলেন,—বর্ত্তমান করাচীর পূর্ব্বদক্ষিণে ৪৫ মাইল—দূরে সিন্ধুনদের মোহনায় দীবল অবস্থিত ছিল। § বার্ণস ও বার্টন ঠট্ট নগরেকে দীবল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। অ্যালফিনস্টন ও রেনড করাচীকেই দীবল বলিয়াছেন এবং মিঃ টমাস এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। ¶

বলাযুরী দীবলকে বিরাট বৌদ্ধ মন্দির বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইলিয়ট সাহেব তাঁহার—History of India তে দীবলের মন্দিরকে টাঙ্গামুরা নামক জলদস্যু বংশের অধিকৃত মন্দির বলিয়াছেন।

আরবগণের বর্ণিত অভিযানগুলিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে শুধু সাময়িক আক্রমণ বলা যাইতে পারে, কারণ এই সকল আক্রমণ ও পুনরাক্রমণ দ্বারা তাঁহারা সিন্ধুতে আরব রাষ্ট্রের স্থায়ীভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। যেসকল জলদস্যু ব্যবসায়ী ও পর্য্যটকদের জাহায লুণ্ঠনকরিয়া বেড়াইত আর আবশ্যক মত সিন্ধু ও কাঠিয়াওয়াড়ের বন্দরসমূহে আশ্রয় লইত, তাহাদের দমন করা এবং দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগত হওয়াই আরব-অভিযানসমূহের প্রধানউদ্দেশ্য ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

হযরত উছমানগণির খিলাফতে (২৩—৩৫) একদল আরবসৈন্য জলপথে উপরিউক্ত বন্দরগুলি পরিদর্শন করিয়া চলিয়া যায়।

* ফতুহুল বুল্‌দান, ৪৩৮পৃঃ। † ফতুহুল বুলদান, ৪৩৮পৃঃ

* চচ্‌নামা, ৩৩পৃঃ।
‡ ফতুহুল বুল্‌দান, ৪৩৮পৃঃ।
§ Muir's Caliphate p. p. 352.
¶ সাইক্লোপেডিয়া অফ্‌ ইণ্ডিয়া (১) ৯০২পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হযরত আলী মুর্ত্তযার খিলাফতে (৩৫—৪০) সীমান্ত অঞ্চলের সুব্যবস্থার জন্য ৩৯ হিঃ হইতে এক-জন শাসনকর্ত্তার পদ সৃষ্টি করা হয়। ৩৮ হিজরীতে ছাগির বিনে দউরা সীমান্তাঞ্চলে অভিযান পরি-চালনার জন্য প্রেরিত হন। তিনি হারিছ বিনে মুর্‌রার ন্যায় অভিজ্ঞ সেনাপতি এবং বিরাট সৈন্যবাহিনী ও প্রচুর রণসম্ভার সমভিব্যহারে যাত্রা করেন এবং সীমান্ত অঞ্চলের ইলাকাগুলি পুনরায় জয় করিতে করিতে কেলাতের পার্ব্বত্য জনপদে উপস্থিত হন। ২০ সহস্র সৈন্য লইয়া কেলাতীরা পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় এবং প্রচণ্ড সংগ্রাম সংঘটিত হয়। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে মুছলমানগণ ঘোর রবে পুনঃ পুনঃ তক্‌বীর ধ্বনির সাহায্যে ধরিত্রীবক্ষ কম্পিত করিতে আরম্ভ করিলে প্রতিপক্ষ এরূপ ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়ে যে, তাহারা অবশেষে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং শত্রুপক্ষের বহু সৈন্য আরবদের হস্তগত হয়। *

৪৪ হিজরীতে আমির মুআবিয়া মোহাল্লব বিনে আবি ছোফ্‌রাকে আঞ্চলিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন তখন হইতে আরব রাজত্বে সিন্ধ-হিন্দের আঞ্চলিক শাসনকর্ত্তার পদ স্থায়ী হয় এবং সিন্ধ ও হিন্দের প্রকৃত অভিযান স্থলপথে শুরু হইয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে মুছলমানরা পারস্য জয় করিয়া মুক্‌-রাণ, কির্‌মান ও ছিছ্‌তান পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়ায় সিন্ধুর সীমান্ত স্বাভাবিকভাবে মুছলমানগণের অধি-কৃত অঞ্চল সমূহের সহিত সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মোহাল্লব বিনে আবিছোফ্‌রা রছুলুল্লাহর (দঃ) সহচর আব্দুররহ্‌মান বিনে ছমুরার সৈন্যদলের একজন নায়ক ছিলেন। ৪০ হিজরীতে যখন—আবদুররহমান কাবুল জয় করেন, তখন মোহাল্লবও তাঁহার সৈন্যদল সমভিব্যহারে খাইবারের পথে হিন্দের সীমান্ত আক্রমণ করেন। আরব বিজেতা-গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মোহাল্লব খাইবারের বহুবিশ্রুত পথে হিন্দে আগমন করিয়াছিলেন।

মোহাল্লব কাবুল ও পেশাওয়ারের মধ্যবর্ত্তী ঘাঁটি-গুলি অতিক্রম করিয়া সিন্ধুর তৎকালীন সীমানায় পদার্পণ করেন। ফিরিবার পথে মুলতান ও পেশা-ওয়ারের মধ্যবর্ত্তী জনপদগুলি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। গান্ধাভেলের নিকটবর্ত্তীস্থানে প্রতিপক্ষের সহিত—তাঁহাকে ভীষণভাবে যুদ্ধ করিতে হয়। এই সংগ্রামে মোহাল্লব জয়লাভ করিয়া প্রচুর রণসম্ভারসহ কেলাতে প্রত্যাবর্ত্তিত হন। *

আবদুল্লাহ বিনে ছউওয়ার শহিদ হওয়ার পর ছনান বিনে ছালামা নামক জনৈক বিদ্বান ও ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। হিন্দের সীমান্তে যখন তিনি আগমন করেন, তখন মুক্‌রাণের অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল, অথচ তাহার কিছুকালপূর্ব্বেই হোকায়ম বিনে জাবালা আব্দী মুক্‌-রাণের বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। ছনান শৌর্য্য ও কৌশলের সমবায়ে পুনরায় সমগ্রদেশ অধিকার করেন, তাঁহার চেষ্টায় মুকরাণের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। আমির মুআবিয়ার রাজত্বকালে রাশেদ বিনে উমর জদিদি নামক জনৈক যুবক ছনানের স্থলে সীমান্তের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন। ছনান তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কেলাৎ আক্রমণ করেন এবং বিদ্রোহী দল-কে পরাভূত করিয়া দুই বৎসরের রাজস্ব সহ প্রত্যা-বর্ত্তিত হন কিন্তু পথিমধ্যে নন্দ্র ও ভ্রুচের পাহাড়ী অঞ্চলে ৫০ সহস্র পার্ব্বত্য জাতীয় মযদ সৈন্য তাঁহাদের পথ অবরোধ করে। রাশেদ এই যুদ্ধে শহিদ হন। ছনান অতঃপর কয়েকটী নূতন যিলা অধিকার করেন। অবশেষে বুদ্ধা নামকস্থানে এক প্রচণ্ড সংগ্রামে তিনিও শাহাদৎ লাভ করেন। †

ফেরেশ্‌তা লিখিয়াছেন— দৈর্ঘে বাজোড় হইতে গান্ধাভেল পর্য্যন্ত এবং প্রস্থে সিপী হইতে সিন্ধুনদের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ রাজ্যকে বুদ্ধা বলা হইত। ‡

ছনানের শাহাদতের পর ৬১ হিজরীতে আবুল আশ্‌আছ মন্‌যর বিনে জারুদ আব্দী সিন্ধুর সীমান্ত-রক্ষী নিযুক্ত হন। তিনি তুকান এবং কেলাতের অভি-

---

* চচ্‌নামা, ৩৪পৃঃ ; ইবনুল আছির (৩) ৩২১পৃঃ।

* ফতুহুল বুল্‌দান ৪৩২পৃঃ ; বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া (৬) ২২৩ ; ইয়াকেয়ী (১) ১২১পৃঃ।

† চচ্‌নামা, ৩৬পৃঃ।

‡ ফেরেশ্‌তা (১) ১৮পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

যানে সফলতা লাভ করেন এবং বিদ্রোহী নগরী কছ্‌দ তাঁহার করতলগত হয়। মন্‌ঘর বিনে জারুদের পর মন্‌ঘর বিনে হারিছ এবং তাঁহার মৃত্যুর পর হাকাম বিনে মন্‌ঘর বিনে হারিছ পর্য্যায়ক্রমে সিন্ধু সীমান্তের শাসক নিযুক্ত হন। ইহাদের পর ইব্‌নে হির্‌রী বাহেলী শাসন কর্ত্তা হইয়া আসেন, তাঁহার সময়ে সিন্ধু প্রদেশে এবং হিন্দে ইছলামি রাজ্যের ইলাকা বহুবিস্তৃত হইয়া পড়ে। *

৬৫ হিজ্‌রীতে খলিফা আবদুলমালিক বিনে মর্‌ওয়ান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ৭৫ হিজ্‌রীতে হাজ্‌জাজ বিনে ইউছুফ ছাকাফী পূর্ব্বদেশসমূহের গভর্ণরজেনারেল নিযুক্ত—হন। তিনি ছঈদ বিনে আছ্‌লাম বিনে যর্‌আ কেলাবীকে মুকরান ও সিন্ধু সীমান্তের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করেন।

এই সময়ে বনিআছার গোত্রের নেতা মোহাম্মদ আল্লাফী স্বীয় গোত্রের ৫শত লোক সঙ্গে লইয়া আম্‌মানের পথে সিন্ধু আগমন করেন। তৎকালে সিন্ধুর সম্রাটের বিরুদ্ধে রণমল ৮০ সহস্র সৈন্য লইয়া চড়াও করিয়াছিল। আল্লাফীর সাহায্যে সিন্ধুর সম্রাট্ দাহির এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং মুকরাণের সীমান্তে তাহাদের বসবাসের জন্য স্থানদান করেন। ছঈদ বিনে আছলাম মুক্‌রানে পৌঁছিয়া ছাফাবী বিনে লাম আলহেলামীকে কোন অপরাধের দণ্ডস্বরূপ হত্যা করেন। ইহার ফলে সমুদয় আল্লাফী গোত্র ছঈদের উপর খড়্‌গহস্ত হয় এবং তিনি মুক্‌রানের রাজস্ব লইয়া যখন ফিরিবার সংকল্প করিতেছিলেন, আল্লাফীরা আকস্মিক ভাবে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে এবং মুক্‌রান অধিকার করিয়া লয়। *

হাজ্জাজ বিনে ইউছুফ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং আল্লাফী গোত্রের নেতা ছুলায়মান, যিনি আরবে অবস্থান করিতেছিলেন,—তাঁহাকে হত্যা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মজ্‌জাআ বিনে ছাহার তামিমীকে মুক্‌রানে প্রেরণ করেন। আল্লাফী অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া মুক্‌রান হইতে পলায়ন করে এবং সিন্ধু রাজ্যে সম্রাট দাহিরের অধীনে পরমনিশ্চিন্ত মনে বসবাস করিতে থাকে।

দাহিরের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া বা সিন্ধু অধিকার করা আরবদের এযাবৎ অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু প্রথমতঃ ২২ ও ২৩ হিজরীতে সিন্ধু রাজ্য বিনা কারণে মুক্‌রাণীদিগকে আরবগণের বিরুদ্ধে সাহায্য করায় এবং দ্বিতীয়তঃ ৭৫ হিঃ তে খিলাফতে ইছলামিয়ার বিদ্রোহীদলকে আশ্রয় দেওয়ায় সিন্ধু রাজ্য ইছলামী সাম্রাজ্যের বিষদৃষ্টিতে পতিত হয়।—যেপরবর্ত্তী শেষ কারণে সিন্ধুর পতন হয় এবং আরবসৈন্যগণ উহাকে ইছলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে বাধ্য হন, আল্লাহর অভিপ্রায় থাকিলে তাহা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। মজ্‌জাআ ৭৬ হিঃ তে মুক্‌রাণে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

* ফতুহুল বুল্‌দান ৪৩৪ ও ৪৩৫পৃঃ।

* ইব্‌নুল আছির (৪) ৩০৮পৃঃ।

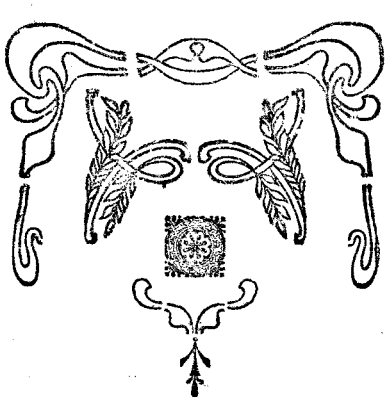

www.ahlehadeethbd.org

মুছলিমজগতে ইছ্‌লামের স্বরূপ

মোহাম্মদ মওলাবখশ নদ্‌ভী, (মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী)।

বর্ত্তমান যুগে ইতিহাস অথবা জীবনচরিত—লিখিবার যে পদ্ধতি সাধারণতঃ অবলম্বিত হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কোন দেশের অবস্থা বর্ণনা করিতে হইলে সেখানকার ভৌগলিক অবস্থান,—আর্থিক, বাণিজ্যিক, কৃষি, শিল্পকলা এবং শিক্ষার বিবরণ প্রদান করার দিকেই ঝোঁক দেওয়া হইয়া থাকে। দেশের ধর্ম্মীয় আচরণ এবং জনসাধারণের উপর উহার প্রভাবের কথা আলোচিত হয়না বা তাহার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হয়না। ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র—অঙ্কনের বেলাতেও নিরপেক্ষভাবে দোষ গুণের বিচার না করিয়া শুধু গুণকীর্ত্তন এবং প্রশংসা স্তুতিবাদে পুস্তক বা প্রবন্ধের কলেবর অযথা বৃদ্ধিকরা হইয়া থাকে। জড়বাদীযুগে ইহাই হওয়া স্বাভাবিক!—আমি এই প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া কএকটী মুছলিম রাষ্ট্রের ইছলামী জীবনপদ্ধতী ও ভাবধারা আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব। আমি হেজাযে তিন বৎসর অবস্থান করিয়া তথাকার এবং বিভিন্ন দেশের নানা শ্রেণীর মুছলমানের সহিত—মেলামেশার সুযোগ পাইয়া ব্যক্তিগতভাবে যে অভিজ্ঞতা লাভকরিয়াছি তাহাই আমার এই প্রবন্ধের মূল উপাদান। এতদ্ব্যতীত আমাকে কএক খানা আধুনিক পুস্তকের সাহায্যও লইতে হইয়াছে। যদি কখনও আল্লাহ তওফিক দেন তবে ইহা বিস্তারিত ভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব ইন্‌শাআল্লাহ।—এক্ষণে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু আলোচনা করিব। আমার মূল উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার সহায়ক রূপে অন্যান্য অবস্থার প্রতিও পরোক্ষভাবে কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া যাইব।

সাধারণ প্রারণা

কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মুছলিম হইলেই সেই রাষ্ট্রটীও মুছলিম-রাষ্ট্র হইয়া যায়, ইহা একটা—আরাত্মক ভ্রান্ত ধারণা। কোন ব্যক্তির কেবল ইছলামী নাম রাখিলেই সে যেমন মুছলিম হয় না, সেইরূপ কোন রাজ্যের মুছলিম রাজা আমীর ইমাম, ছোলতান ইত্যাদি উপাধি ধারণ করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিলে সেই রাজ্য মুছলিম রাজ্য রূপে অভিহিত হইতে পারেনা। যতক্ষণ কোন রাষ্ট্র আল্লাহ-তাআলার প্রভুত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার প্রদত্ত আইন কানুনকে কার্য্যকরী ও বলবৎ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেনা ততক্ষণ তাহাকে মুছলিম-রাষ্ট্র বলা যাইতে পারেনা। বর্ত্তমানে যে কএকটী স্বাধীন এবং অর্দ্ধস্বাধীন মুছলিম নামধারী রাষ্ট্র—আছে সেগুলির প্রকৃত ইছলামী রূপ কি? ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য আসল বিষয়বস্তু। এই রাষ্ট্র গুলির মধ্যে কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট তাহার বিচার না করিয়া সর্ব্বপ্রথম ইছলামের ভারকেন্দ্র এবং বিশ্ব-মুছলিমের একমাত্র মিলনকেন্দ্র যে রাষ্ট্রে অবস্থিত সেই ছউদী-রাষ্ট্র হইতে প্রবন্ধের সূচনা করিতেছি।

সঊদী আরব

(আল মাম্‌লেকাতুল আরাবিয়াতুছ্‌ ছউদিয়াহ)

পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্ব্বে পারস্য উপসাগর দক্ষিণে ইয়ামন এবং উত্তরে এরাক, কোয়েত শরকে অরদুন (ট্রান্সজর্ডান) সীমানার মধ্যে আরব উপদ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত আনুমানিক ছয় লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত এবং মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ জনসংখ্যাসহ স্বল্প বসতি পূর্ণ বিরাট ভূভাগ বিগত ১৩৫১ হিজরীর ২১ শে জুমাদিল উলা হইতে "আল মামলেকাতুল আরাবিয়াতুছ্‌ ছউদিয়াহ" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ৭০ বৎসর বয়স্ক আবদুল আযিয বিনে আবদুর রহমান আলে ছউদ উহার রাজা এবং বর্ত্তমান আকারের প্রতিষ্ঠাতা।

ছউদী বংশের সম্যক্ পরিচয়লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম কতকগুলি ঐতিহাসিক বিবরণ অবগত—হওয়া আবশ্যক। বিগত কালে এই বংশকে উপলক্ষ্য

www.ahlehadeethbd.org

করিয়া কত কাল্পনিক কাহিনী কত মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা এবং যুদ্ধবিগ্রহের যে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখনও অনেক দেশে বিশেষ করিয়া পাক-ভারতে এক শ্রেণীর মুছলমান ঐ সব কিংবদন্তীর উপর বিশ্বাস স্থাপনকরিয়া তাহাদিগকে নতুন ধর্ম্মাবলম্বী, ওহাবী, নজদী প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া ইছলাম গণ্ডীর বহির্ভূত সম্প্রাদায় রূপে চিত্রিত করিয়া থাকে। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে আহ্‌লে হাদিছগণকেও উপরোক্ত বিশেষণে বিভূষিত করিয়া স্বস্তি লাভ করে।

এইরূপ বিশ্বাস ও মনোভাবের উৎস কোথায় এবং উহা কি কারণে সৃষ্টি হইল— সেসম্বন্ধে কিছু আরয করিতেছি—। আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ এইযে, যখনই মুছলিম জগতে খাঁটী তাওহিদের স্থানে নানাবিধ আবর্জ্জনা আসিয়া তাহাকে কলুষিত করিতে চাহিয়াছে, আল্লাহর খালেছ এবাদতের সঙ্গে বিভিন্ন মুশরিকজাতির মুশরেকী প্রথা মিশিয়া তাহাকে ভেজালে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং ছুন্নতের পরিবর্ত্তে নানাবিধ মনগড়া বিদ্‌আতের প্রচলন শুরু হইয়াছে, তখনই উম্মতে-মোহাম্মদীয়াকে সঠিক পথ-প্রদর্শন এবং আসল ও মেকীর পার্থক্য বাতলাইবার জন্য এক একজন দিনী মুছলেহ্ বা ধর্ম্ম-সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এইরূপে যখন 'ফতুহাতে ইছলামিয়া'র বিজয়-গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে বিজিত জাতিগুলির খৃষ্টানী, মজুছী, তাতারী, কিব্‌তী এবং হিন্দুয়ানী উপাসনা, কৃষ্টি সভ্যতা ইছলামী নামের আবরণের ভিতর দিয়া মুছলিম জাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে "মুরতাদ্দ" ধর্ম্ম-চ্যুত করিতে বসিয়াছিল তখনই সিরিয়ার অন্তর্গত হার্‌রান নগরীর জগতবরেণ্য মুজতাহিদ এবং সংস্কারক শয়খুল ইছলাম— ইমাম আবুল আব্বাছ তাকিউদ্দিন আহমদ,— ইমাম এবনে তায়মিয়াহ নামে— প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ঐ সকল অনাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন (জন্ম ৬৬১ হিঃ মৃত্যু ৭২৮ হিঃ)। অনুরূপ কারণে যে সময় ভারতবর্ষে মোগল পাঠাণ নওমুছলিম শাসকগোষ্ঠি স্থানীয় মুশরিক অধিবাসীগণের সহিত প্রকৃতিগত মিলন এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতাইয়া একটা অপরূপ "ইছলামী মুশরেকী" জগা খিচুড়ির সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছিল, সে সময় হযরত মুজাদ্দিদ আলফেছানী শয়খ আহমদ ছরহিন্দী (জন্ম ৯৭১ হিঃ মৃত্যু ১০৩৪ হিঃ) এবং মোজাদ্দিদে মিল্লৎ হুজ্জাতুল-ইছলাম হযরত শাহ আহমদ ফারুকীউর্ফে শাহ ওলিউল্লাহর আবির্ভাব হইয়াছিল। (জন্ম ১১১৪ হিঃ—মৃত্যু ১১৭৬ হিঃ)।

আরবের হেজায প্রদেশটী বহু কাল যাবত মিছরের অধীনস্থ ছিল, তজ্জন্য সেখানে তুর্কি, চারকাছী কুর্দ্দি এবং মিছরের দাস রাজবংশের বহুবিধ কুপ্রথা এবং জঘন্য বিদ্‌আত প্রবেশ করিয়াছিল। এমন কি পবিত্র হারামায়নে রীতিমত কবর পূজা, তাহাতে ভেট দান, এবং বোযর্গানে দীনের মাযারগুলিকে— দেবালয়ের মত সাজাইয়া আর্থোপার্জ্জনেরক্ষেত্র রূপে পরিগণিত করিয়া আল্লাহর এবাদতগাহের মর্য্যাদা দেওয়া হইতেছিল। তজ্জন্য সেখানেও ঐ একই কারণে উপরিউক্ত সংস্কারকগণের মতই যে সংস্কারক পয়দা হইয়া উল্লিখিত ধর্ম্ম-বিগর্হিত— কার্য্যাদির সম্মুখে প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহার নাম শয়খুল ইছলাম মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহ্‌হাব (জন্ম ১১১৫—মৃত্যু ১১৭৯)।

ইছলামের এই সকল সংস্কারক কি বাণী প্রচার করিয়াছিলেন? তাহাদের প্রোগ্রাম কি ভিন্ন ভিন্ন ছিল? কর্ম্মস্থান যেরূপ বিভিন্ন ছিল সেই রূপ— তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্য-পদ্ধতির মধ্যেও কি কোন পার্থক্য ছিল? না, কখনও তাহা ছিল না, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে মুছলমানদিগকে খাঁটী তওহিদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন এবং শিরক বেদআত পরিহার করিবার জন্যই আহ্বান জানাইয়া ছিলেন।— তজ্জন্য তাঁহাদিগকে পুরোহিত সম্প্রদায় এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলের হস্তে অশেষ লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল এবং নানাবিধ অপবাদ তহমতের বোঝা বহন করিতে হইয়াছিল। ইমাম এবনে তায়মিয়াহ্ দামেস্কের কেল্লায় বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, মুজাদ্দিদ ছারহিন্দীকে কিছুকাল জাহাঙ্গীরের কয়েদখানায় অতিবাহিত করিতে হইয়াছে

www.ahlehadeethbd.org

শাহ ওলিউল্লাহকে দৃষ্টিশক্তি হারাইতে হইয়াছে এবং শায়খ মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহহাবকে অশেষ নির্য্যাতন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তহমত সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের মিশন ব্যর্থ হয় নাই। সকলেই বাতেলের বিরুদ্ধে হককে, মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যকে জয়যুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে - উল্লিখিত সংস্কারকগণকে কেবল তাঁহাদের জীবিতকাল পর্য্যন্তই নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় নাই, অধিকন্তু মৃত্যুর পরও তাঁহারা রেহাই পান নাই। সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার ব্যাপার এই যে, তাঁহারা সারাজীবন যে গোরপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন মৃত্যুরপর তাহাই তাঁহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে। অন্যান্য কবরের চেয়ে তাঁহাদের কবরগুলি বেশী সম্মান এবং অধিকতর পূজার অর্ঘ পাইতেছে কিন্তু শায়খ মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহহাবের ভাগ্য অন্যরূপ! তাঁহার বিরুদ্ধে আজও অকথ্য কুৎসা, তহমত এবং ঘৃণা ছড়ান হইতেছে।

ইহার প্রকৃত কারণ কি? আবার ভারতীয়—আহলেহাদিছ আন্দোলনকে তাঁহার নামের সহিত জড়াইয়া ওহাবী আখ্যা দেওয়ারই বা তাৎপর্য্য কি? ইহা বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। ভারতের আহলেহাদিছ আন্দোলন শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাবের আন্দোলন অপেক্ষা অনেক পুরাতন এবং তাঁহার সহিত ইহার কোন যোগাযোগও প্রমাণিত হয় না। তাহা ছাড়া ভারতের আহলেহাদিছগণকে ওয়াহাবী নাম দেওয়াহয় প্রকৃতপক্ষে সিপাহী বিদ্রোহের পরে, তাঁহাদের সহিত শিখ এবং ইংরাজদের সীমান্ত যুদ্ধের প্রাক্কালে। আসল কথা এই যে, শায়খ মোহাম্মদ বিনে আবদুল ওয়াহহাবের সংস্কার আন্দোলনে পৃষ্ঠপোষকতা করেন নজদের "দারইয়াহ" নামক স্থানের একজন শক্তিশালী আমির মোহাম্মদ বিনেছউদ! নজদের সকল দলের লোক তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হয়। তিনি এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী লইয়া এরাক আক্রমণ করেন। পারস্যোপসাগরের ধারে ইংরাজদের কএকটী গুরুত্বপূর্ণ তেজারতী স্থান অধিকার করিয়া লন এবং অবশেষে হেজাযও দখল করেন। তাঁহার ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিতে আতঙ্কিত হইয়া তুর্কি গভর্ণমেণ্ট মিসরের গভর্ণর মোহাম্মদআলী পাশাকে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে আদেশ দেন। সব চেয়ে মজার কথা এই যে, মোহাম্মদআলীর সৈন্যদলে অনেক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্রিটিশ এবং ফ্রাঞ্চ সৈন্যাধ্যক্ষও বর্ত্তমান ছিল। সে সময় পাশ্চাত্য কূটনীতিবিশারদগণ সাধারণ মুছলমানদিগকে তাহাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওয়াহাবী আন্দোলনের একটী অপরূপ ব্যাখ্যা শুনাইয়া উত্তেজিত করিতে থাকে। ইহার কিছুকাল পর ভারতে আমীর ছৈয়দ আহমদ (রঃ) এর নেতৃত্বে এবং হযরত শাহ ওলিউল্লাহ (রঃ)র পৌত্র শায়খুল ইছলাম আল্লামা ইছমাইল শহীদের সেনাপতিত্বে প্রথম পাঞ্জাবে শিখদের বিরুদ্ধে যে জেহাদ আরম্ভ হয় এবং যাহার ধাক্কায় বাংলার সুতুর প্রান্ত হইতে কাবুল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠে, তাহারই ভাবী ফলাফলের আতঙ্কে ইংরাজ ইহাকেও ওহাবী আন্দোলনের শাখা বলিয়া কবর পূজারীদের মন বিগড়াইয়া দিতে সমর্থ হয়। হাণ্টার সাহেব Indian Musalman গ্রন্থে এই তথাকথিত ওহাবীদের সহিত ইংরেজদের সীমান্তের যুদ্ধে নিজেদের বার বার পরাজয় কাহিনী বর্ণনাকালে তাহাদিগকে বদনাম করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। মোটের উপর ইছলামী ষ্টেট স্থাপনই উভয় আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং উভয় দেশেই এই আন্দোলন অতিশয় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপ আন্দোলন কখনও কোন বিদেশী শাসক সহ্য করিতে পারেনা। তাহারা সমাজের শেরক বেদআতে জর্জ্জরিত স্বার্থপর দুর্ব্বল অংশগুলিকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিতে লাগিল যে, ইহারা "কবরের তাযিম করে না, কবরের উপর গুম্বজ বানাইতে দেয় না" এই রূপে সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া তাহারা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া লইল। এই অপপ্রচারণা ভারতে সফল হইয়াছে কিন্তু আরবে হয় নাই—। আমীর মোহাম্মদ বিনে ছউদের নামেই এই ছউদী বংশ। আমীর মোহাম্মদ কিছুকাল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দারুইয়াহ্‌তে অবস্থান করিয়া রিয়াযকেই রাজধানী রূপে মনোনীত করেন, তাঁহার ১মপুত্র আবদুল আযিয, আবদুল আযিযের পুত্র ২য় ছউদ, ২য় ছউদের পুত্র ইহাকে ছউদে কবীরও বলা হয় কারণ তিনি হেজায ইয়ামন, এরাক ও সিরিয়ার বহু অংশ দখল করিয়া স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ইনি নজফে নামায পড়ার অবস্থায় জনৈক শিয়ার হস্তে শহীদ হন। ছউদে কবীরের পুত্র আবদুল্লা, ইহাকে কুছতুনতুনিয়ায় লইয়া গিয়া ফাঁসি দেওয়া হয়। আবদুল্লার পুত্র মুশারী ইহাকেও শহীদ করা হয়। মুশারীর পুত্র তুরকী ২য় আবদুল্লা, আবদুল্লাহতুর্কির পুত্র ফয়ছল। ফয়ছলের পুত্র ৩য় আবদুল্লা ৩য় আবদুল্লার ভ্রাতা আবদুররহমান, আবদুররহমানের পুত্র বর্ত্তমান ৭০ বৎসর বয়স্ক রাজা আবদুল আযিয বিনে আবদুররহমান। ইনি বংশের দশম অধীশ্বর। ইনি ব্যক্তিগতভাবে খুব দিনদার এবং আকিদা ও এবাদতে পরম নিষ্ঠাবান কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এতকাল ধরিয়া যে রাজ্যটী খোলাফায়ে রাশদীনের তরিকায় চলিয়া আসিতেছিল ইনি তাহাকে সম্পূর্ণ ইছলাম অননুমোদিত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অনুকরণে বংশগত রাজতন্ত্রে রূপান্বিত করিয়া নিজে রাজা উপাধি গ্রহন করতঃ পূর্ব্বেকার গৌরব নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার হাবভাব মেলা-মেশা, আহার বিহারে রাজতন্ত্রের আনুসঙ্গিক—কায়দাগুলি ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতেছে।

(ক্রমশঃ)

রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান।

(৩)

আল্-মোহাম্মদী।

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين —

মুছলমানগণ, মোহাম্মদ (দঃ) তোমাদের অন্তর্ভুক্ত কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পিতা নহেন, পক্ষান্তরে তিনি আল্লাহর রছুল এবং 'খাতমুন্ নবীঈন' সর্ব্বশেষ নবী।

আল্‌কোরআন, ছুরত-আল্‌আহযাব : ৪০ আয়ৎ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ উপরিউক্ত আয়তে উল্লিখিত 'খাতমুন্ নবীঈন' বাক্যের আভিধানিক অর্থ তর্জ্জুমানের বিগত সংখ্যায় বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। শুধু প্রামাণ্য অভিধান ও সাহিত্যের সাহায্যেই 'খাতম ও খাতেম' শব্দের অর্থ "শেষ, চরম ও সমাপ্তকারী" সাব্যস্ত হয়নাই, অধিকন্তু আজ পর্য্যন্ত যাহারা নিত্যনূতন নবুওৎ প্রতিষ্ঠার আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত থাকে, তাহাদের কল্পিত নবীর উক্তির সাহায্যেও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তিনিও খতম ও খাতম শব্দের এই সর্ব্বজন বিদিত অর্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন (তর্জ্জুমান, ৪৪৫ পৃঃ)।

নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমানের শিথিলতা ইছলামের বিলুপ্তি এবং মুছলমানগণের জাতীয় জীবনের চরম বিধ্বস্তির নামান্তর মাত্র, তাই ঈমানিয়াতের এই চিরপরিচিত ও অপরিহার্য্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। নবুওতের চরমত্ব লাভ সম্বন্ধে হাদিছি আলোচনা আরম্ভ

www.ahlehadeethbd.org

করার পূর্ব্বে ছাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগ হইতে শুরু করিয়া আমাদের যুগ পর্য্যন্ত কোরআনের বিশ্বস্ত ভাষ্যকারগণ সকলেই ছুরত-আল্আহ্যাবের উপরি-উক্ত আয়ৎ সম্পর্কে আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যাই যে সমবেতভাবে সমর্থন করিয়াছেন, অতঃপর তাহা প্রদর্শন করা হইবে।

ইব্নেজরির হয্রত আবদুল্লাহ বিনে মছউদ রাযিয়াল্লাহো আন্হুর (—৩২ হিঃ) প্রমুখাৎ এই আয়তের ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন,—

> ولكن نبيا ختم النبيين —

পরন্তু তিনি নবী, যিনি সকলনবীকে সমাপ্ত করিয়াছেন। *

বাগাভী প্রভৃতি হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ রাযিয়াল্লাহো আন্হুমার (—৬৮) উক্তি এই আয়ৎ সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের— পিতা নহেন, আল্লাহর এই আদেশের তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাদ্বারা যদি নবীগণকে শেষ করা না হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে এমন পুত্র দান করা হইত যিনি তাঁহার পর নবী হইতেন। ইবনে— আব্বাছের ছাত্র আতা বিনে আবি রবাহ— (২৭—১১৫) তাঁহার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ— করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন—আল্লাহ যখন এরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, মোহাম্মদ মুছতফার (দঃ) পর আর কোন নবী হইবেননা, তখন তাঁহাকে এমন কোন পুত্র দান করিলেননা, যিনি বয়স্কপুরুষের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারিতেন। হযরত ঈছা (দঃ) রছুলুল্লাহর (দঃ) পূর্ব্বে নবুওৎ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুনরাগমন কালে তিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) শরীআতের অনুসরণ করিবেন। *

> يريد لو لم اختتم به النبيين لجعلت له ابنا يكون بعده نبيا — و روى عن عطاء عنه : ان الله لما حكم ان لا نبى بعده لم يعطه ولدا ذكرا يصير رجلا و عيسى ممن نبئ قبله وحين ينزل عاملا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم —

ইবনে আব্বাছ (রাযিঃ) আরও বলেন যে,—

> وخاتم النبيين اى ختم الله به النبيين قبله فلا يكون نبى بعده —

ওয়া খাতমুন্ নবীঈন অর্থাৎ রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণকে আল্লাহ সমাপ্ত করিয়াছেন, অতএব তাঁহারপর আর কেহ নবী হইবেন না। ৵

আব্দ বিনে হোমায়দ ইমাম হাছান বছরীর (২১—১১০) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে,

> وخاتم النبيين قال : ختم الله النبيين بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان آخر من بعث —

মোহাম্মদ মুছতফা (দঃ) দ্বারা আল্লাহ নবীগণকে সমাপ্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বশেষে প্রেরণ করিয়াছেন। ‡ হছান বছরী আরও বলিয়াছেন,—যাঁহাদ্বারা শেষ-করা হয়, তিনি—

> الخاتم هو الذى ختم به والمعنى : ختم الله به النبوة فلا نبوة بعده ولا معه —

খাতম, অতএব খাতমুন্ নবীঈনের অর্থ হইল যে, আল্লাহ— মোহাম্মদ মুছতফা (দঃ) দ্বারা নবুওৎ শেষ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারপর অথবা তাঁহার সঙ্গে— আর নবুওৎ নাই। ¶

ইবনেজরির কতাদার (৬১—১১৮) উক্তি— বর্ণনা করিয়াছেন যে,

> وخاتم النبيين اى اخرهم

খাতমুন নবীঈনের অর্থ নবীগণের শেষ। § আবদুর রয্যাক, আব্দ বিনে হোমায়দ, ইবনুল মন্যর ও ইবনো আবি হাতেম কতাদার উক্তি রেওয়ায়ৎ— করিয়াছেন যে

> خاتم النبيين قال : آخر نبى —

খাতমুন্ নবীঈনের অর্থ— শেষ নবী। ‖

* তফ্ছির তাবারী (২২) ১২পৃঃ।

* মআলিমুত্তন্যীল (৬) ৫৬৫পৃঃ ; ফত্হুল বয়ান (৭) ২৮৬ ; খাযেন (৩) ৪৯৫পৃঃ।

৵ তন্বীরুল মিক্বাছ (৪) ২৫০পৃঃ।

‡ দুর্রে মন্ছুর (৫) ২০৪পৃঃ।

¶ ফত্হুল বয়ান (৭) ২৮৬ পৃঃ।

§ তাবারী (২২) ১৩ পৃঃ।

‖ দুর্রে মন্ছুর (৫) ২০৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম বুখারী (১৯৪—২৫৬) তাঁহার ছহীহ গ্রন্থে অধ্যায় রচনা باب : خاتم النبيين করিয়াছেন : "খাতেমুন্ নবীঈনের অধ্যায়।" এই অধ্যায়ে দুইটী হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমটী জাবির বিনে আবদুল্লাহর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : আমার এবং অন্যান্য নবী-গণের অবস্থার দৃষ্টান্ত হইতেছে—যেন জনৈক ব্যক্তি একটী গৃহ—নির্ম্মাণ করিল। একটী ইষ্টকের স্থান ব্যতীত উহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত এবং উহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিল। মানুষরা ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে এবং বিস্ময়প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল যে, ইষ্টকের স্থানটী অপূর্ণ না থাকিলে গৃহটী কি চমৎকার হইত। مثلى ومثل الا نبياء كرجل بنى دارا' فاكملها واحسنها الا موضع لبنة' فجعل الناس يدخلونها و يتعجبون ويقو لو ن : لولا موضع اللبنة ! দ্বিতীয় হাদিছ আবুহোরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়া খাতেমুন্ নবীঈনের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিয়া-দিয়াছেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,—আমি সেই ইষ্টক এবং আমি খাতেমুননবীঈন। * فا نا اللبنة وانا خاتم النبيين —

হাদিছের মর্ম্ম সুস্পষ্ট! যে ইষ্টকখণ্ডের অভাবে গৃহটী অসম্পূর্ণ ছিল, রছুলুল্লাহ (দঃ) সেই ইষ্টকখণ্ডরূপে আগমন করিয়া গৃহের নির্ম্মাণ কার্য্য ও উহার সৌষ্ঠবের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। নবীগণকে ইষ্টকসমূহের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, কারণ তাঁহাদের সমবায়েই দীনের প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) শেষ ইষ্টকরূপে উক্ত প্রাসাদকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছেন! সুতরাং তিনি খাতেমুন্ নবীঈন—নবীগণের শেষ! প্রাসাদের নির্ম্মাণকার্য্য পরিসমাপ্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত ইষ্টকগুলি আবর্জ্জনা মাত্র!

ইমাম মুছ্লিমের (২০৪—২৬১) ছহীহ গ্রন্থে অধ্যায় বিরচিত হইয়াছে, باب ذكر كو نه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين — রছুলুল্লাহর (দঃ) খাতেমুন্ নবীঈন হইবার আলোচনার অধ্যায়। এই অধ্যায়ে আবুহোরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক উপরিউক্ত মর্ম্মের ৩টী এবং আবুছঈদ খুদ্রী (রাযিঃ) ও জাবিরের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ এক একটী করিয়া হাদিছ উদ্ধৃত হইয়াছে। * সমুদয় হাদিছ যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হইবে।

ইমাম আবুজা'ফর ইবনে জরির তাবারী (২২৪—৩১০) উল্লিখিত আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—ولكن رسول الله وخاتم النبيين الذى ختم النبوة فطبع عليها فلاتفتح لاحد بعده الى قيام الساعة — পরন্তু তিনি আল্লাহর রছুল এবং খাতেমুন্ নবীঈন, যিনি নবুওৎকে খতম করিয়াছেন,— সুতরাং উহা অবরুদ্ধ হইয়াছে এবং প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত উহা আর কাহারো জন্য মুক্ত হইবেনা। †

ইমাম আবু মোহাম্মদ আলী বিনে হয্ম (৩৮৪—৪৫৬) বলেন : ولكن رسول الله وخاتم النبيين — আল্লাহর উক্তি "এবং হয্রত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল এবং সর্ব্বশেষ নবী" এবং রছুলল্লাহর (দঃ) উক্তি : لانبى بعدى আমার পর আর নবী নাই" শ্রবণ করার পর একজন মুছলমানের পক্ষে রছুলুল্লাহর (দঃ) পর পৃথিবীতে কোন নবীর আগমন প্রমাণিত করা কেমন করিয়া বৈধ হইবে? ‡

ইমাম মুহিউছ্ছুন্নাহ হোছাইন বিনে-মছ্উদ বাগাভী (৪৩৬—৫১০) আলোচ্য আয়তের ব্যাখ্যায় বলেন : আল্লাহ মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) সাহায্যে নবুওৎ পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। ¶

আল্লামা জারুল্লাহ যমখ্শরী (৪৬৭—৫৩৮) বলেন, যদি তুমি বল—রছুলুল্লাহ (দঃ) কেমন করিয়া সমস্ত নবীর শেষ হইতে পারেন, অথচ শেষযুগে ঈছা অবতরণ করিবেন? আমি বলিব 'আখেরুল আম্বিয়া'র

---

* ছহীহ বুখারী (২) ১৯২ ও ১৯৩ পৃঃ।

* ছহীহ মুছলিম (২) ২৪৮ পৃঃ।
† তফ্ছির তাবারী (২২) ১২ পৃঃ।
‡ আলমিলাল ওয়ান্ নহল (৪) ১৮০ পৃঃ।
¶ মআলিম (৬) ৫৬৫ পৃঃ।

অর্থ হইতেছে যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) পর আর কাহাকেও নবুওৎ প্রদানকরা হইবেনা এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) পূর্ব্বে যাঁহারা নবুওৎ লাভ করিয়াছিলেন, হযরত ঈছা আলায়হিছ্ছালাম তাঁহাদের অন্যতম এবং যখন তিনি অবতীর্ণ হইবেন তখন রছুলুল্লাহর (দঃ) শরীআতের অনুসরণ করিবেন এবং বয়তুলমক্‌দিছের পরিবর্ত্তে রছুলুল্লাহর (দঃ) উম্মতের ন্যায় তাঁহারই কিব্‌লার দিকে (কা'বাশরীফের দিকে) মুখকরিয়া নমায পড়িবেন। *

ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাযী (৫৪৪—৬০৬) বলেন, 'রজুল' রেজালের এক বচন। এই শব্দের প্রয়োগের মধ্যে বয়োপ্রাপ্তি ও সাবালকত্বের ভাব বিদ্যমান—রহিয়াছে। রছুলুল্লাহর (দঃ) এমন কোন বয়স্ক পুত্র ছিলনা যাহাকে রজুল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বলা যাইতে পারে এবং আয়তের অবতরণ সময়ে তাঁহার কোন পুত্রসন্তানও ছিলনা। এই আয়তে আল্লাহ রছুলুল্লাহর (দঃ) বয়স্ক পুরুষের পিতা হওয়া যেমন অস্বীকার করিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এরূপ কথা বলিলেন যাহাতে অপর দিকদিয়া তাঁহার পিতৃত্ব সাব্যস্তও হয়। আল্লাহ বলিলেন,—পরন্তু তিনি আল্লাহর রছুল। কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) স্নেহশীলতার দিকদিয়া উম্মতের জন্য পিতারই তুল্য এবং সম্মানের দিকদিয়া উম্মতের পক্ষে তিনি পিতা অপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধাস্পদ। কারণ আন্‌নবী বিশ্বাসীগণ النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم অপেক্ষা ব্যক্তিগতভাবেও শ্রেষ্ঠতর কিন্তু যিনি পিতা তিনি ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নহেন। অতঃপর রছুলুল্লাহর (দঃ) উম্মতের জন্য অধিকতর স্নেহশীল এবং তাঁহাদের পক্ষে রছুলুল্লাহর (দঃ) অধিকতর সম্মানাস্পদ হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। আল্লাহ বলিলেন "ওয়া খাতমুন্ নবীঈন!" কারণ যে নবীর পর অন্য নবীও আগমন করিবেন, তিনি যদি তাঁহার উপদেশ ও বক্তব্যবিষয় শেষ করিয়া যাইতে নাপারেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নাই কারণ পরবর্ত্তী নবী সে ক্ষতিপূরণ কবিতে সমর্থ। কিন্তু যে নবীর পর অন্য কোন নবীর আগমন সম্ভাবিত নয়, তিনি তদীয় উম্মতের প্রতি স্বাভাবিক ভাবে অধিকতর স্নেহশীল, শুভানুধ্যায়ী এবং উপকারব্রতী হইবেন, কারণ সে রছুল এরূপ পুত্রের পিতার ন্যায়, যাহার উক্ত পিতা ব্যতীত আর কেহই নাই। *

ইমাম নাছেরুদ্দীন বয়যাভী (—৬৮৫) এই আয়তের ব্যাখ্যায় বলেন,— নবীগণের শেষ— যিনি তাঁহাদের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন অথবা যাঁহার দ্বারা নবীগণের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে এবং যদি রছুলুল্লাহর (দঃ) বয়স্ক পুত্র থাকিত, তাহা হইলে তিনি নবুওতের যোগ্য হইতে পারিতেন বলিয়া তাঁহাকে বয়োপ্রাপ্ত পুত্র দান করা হয় নাই। ক

আল্লামা আবুল বরাকাৎ আবদুল্লাহ বিনে—আহ্‌মদ নছফী (—৭১০) বলেন, খাতমের অর্থ অবরুদ্ধকারী, 'খাতামুন্ নবীঈন' অর্থাৎ নবীগণের শেষ। তাঁহার পর আর কাহাকেও নবুওৎ দান করা হইবেনা। ক

আল্লামা নিযামুদ্দীন হাছান নেশাপুরী ৭২৮ হিজ্‌রীতে তাঁহার তফ্‌ছির শেষ করেন। আলোচ্য আয়তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ইমাম রাযীর পুনরুক্তি মাত্র। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন যে, আল্লাহ যেসকল বিষয় অবগত আছেন, তন্মধ্যে একটী বিষয় এই যে,— হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) পর আর কোন নবী নাই। গ

শাইখুলইছলাম ইমাম ইব্‌নেতায়মিয়া (৬৬১—৭২৮) বলেন, আল্লাহ তাঁহার সর্ব্বশেষ নবী—মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) দ্বারা তাঁহার দীনকে যখন পূর্ণতা দান করিলেন এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) যখন উহার ব্যাখ্যা পরিসমাপ্ত করিলেন এবং প্রচারের কর্ত্তব্যও সম্পূর্ণভাবে সমাধা করিলেন, তখন তাঁহার দীনের সংস্কার ও সংশোধনের নিমিত্ত অতঃপর আর কোন ব্যক্তিরই প্রয়োজন রহিলনা। এখন আবশ্যক শুধু এই যে, তিনি যে দীন সহকারে প্রেরিত হইয়াছিলেন,

* কাশ্‌শাফ [৩] ২৩৯ পৃঃ।

* তফ্‌ছির কবীর [৬] ৭৮৬ পৃঃ।
ক আন্‌ওয়ারুত্ তন্‌যীল [৪] ৪৩ পৃঃ।
ক মদারেকুত্ তন্‌যীল [৩] ৪৯৫ পৃঃ।
গ গরায়েবুল কোর্‌আন [২২] ১৫ পৃঃ।

তাহার সম্যক পরিচয় লাভ করা। অন্যান্য নবীও রছুলগণের উম্মতের ন্যায় রছুলুল্লাহর (দঃ) উম্মৎ কদাচ সর্ব্বসম্মতভাবে গোমরাহীর পথ অবলম্বন—করিবেনা, বরং প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সকলযুগেই তাঁহার উম্মতের মধ্যে একটী দল সত্যের সনাতন পথে অটল থাকিয়া যাইবে। সুতরাং প্রলয়কাল পর্য্যন্ত আর কোন নবীর আবশ্যক হইবেনা। *

আল্লামা আলাউদ্দীন আলী বিনে ইব্রাহীম খাযিন (৬৭৮—৭৪১) বলেন, আল্লাহ তদীয় রছুল মোহাম্মদ মুছ্তফা (দঃ) দ্বারা নবুওতের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন; অতএব তাঁহার পর অথবা তাঁহার সঙ্গে আর নবুওৎ নাই। †

আল্লামা হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্নেকছির—(৭০১—৭৭৪) আলোচ্য আয়তের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—এই আয়ৎটী অকাট্যভাবে প্রমাণিত করিতেছে যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) পর আর কোন নবী নাই। যখন তাঁহার পর কোন নবীর আবির্ভাব সম্ভবপর নয়, তখন কোন রছুলের আগমন যে আদৌ সম্ভাব্য নয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কারণ রিছালতের আসন নবুওৎ অপেক্ষা সীমাবদ্ধ, প্রত্যেক-রছুল যেমন নবীও বটেন, প্রত্যেক নবী কিন্তু—সেইরূপ রছুল নহেন। এ সম্পর্কে ছাহাবীগণের একটী দল রছুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক পৌনঃপুনিক ভাবে হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্নেকছির আরও লিখিয়াছেন,— অখিল মানবের জন্য মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) আগমন আল্লাহর অফুরন্ত দয়ার মহত্তম নিদর্শন। সমস্ত নবীও রছুলের পর সর্ব্বশেষে তাঁহাকে প্রেরণ করিয়া এবং তাঁহার মধ্যস্থতায় সুপ্রতিষ্ঠিত দীনকে পূর্ণতা দান করিয়া আল্লাহ তাঁহার করুণাকে বিকাশিত করিয়াছেন। আল্লাহ স্বীয়গ্রন্থে এবং তাঁহার রছুল (দঃ) পৌনঃপুনিকভাবে বর্ণিত সুপ্রমাণিত হাদিছে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, মোহাম্মদ রছুলুল্লাহর (দঃ) পর আর কোন নবী নাই। এই ঘোষণার সাহায্যে মানব সমাজকে জানাইয়াদেওয়া হইয়াছে যে, মোহাম্মদ মুছতফার (দঃ) পর যেব্যক্তি নবুওতের দাবীদার হইবে সে মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, ধোকাবাজ (দজ্জাল), স্বয়ং পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারী। সে যতই অলৌকিকব্যাপার ও ভেল্কী এবং রংবেরঙ্গের জাদু, যৌগিক কীর্ত্তিকলাপ ও মন্ত্রবল প্রকাশ করুক না কেন, সমস্তই অসার, বাতিল ও গোমরাহী। এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার আল্লাহ ইয়ামানে আছ-ওয়াদ আন্ছী (*) আর ইয়ামামায় মুছায়লমা—কায্যাবের (†) হস্তে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বিদ্বানগণ তাহাদের ব্যাপার অবগত আছেন। আল্লাহ প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, তাহারা মিথ্যুক ও পথভ্রষ্ট। তাহাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাৎ হউক! ‡

(*) আছ্ওয়াদ আন্ছীর প্রকৃত নাম আয়হালা। ইয়ামানের মযহজ বংশীয় কাআব বিনে আওফের পুত্র। ইয়ামানবাসীগণের সঙ্গে মদীনায় আসিয়া ইছ্লাম গ্রহণ করে এবং রছুলুল্লাহর জীবদ্দশাতেই মুর্তদ হইয়া যায় ও নবুওতের দাবীদার হইয়াবসে। নজরান ও ছন্আ পর্য্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইব্নেজরীর বলেন যে, আবুবক্র ছিদ্দিকের খিলাফতের সূচনায় রবিউল—আউওয়ালের শেষ দিবসে আছ্ওয়াদ নিধনপ্রাপ্ত হয় কিন্তু ইবনুলআছিরের অভিমত অনুসারে রছুলুল্লাহর (দঃ) ওফাতের একমাস পূর্ব্বে ১১শ হিজ্রীতে সে নিহত হয়।—তারিখুলউমম (৩) ২১৪ : বিদায়া ওযান্-নিহায়া (৬) ৩০৭পৃঃ।

(†) মুছায়লমা বিনে হাবিব ইয়ামামার বনু-হানিফাগোত্র সম্ভূত। তাহার গোত্রের সহিত মদীনায় আসিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) স্থলাভিষিক্ত হইবার দাবী জানায় এবং বিফলমনোরথ হইয়া স্বয়ং—পয়গম্বরী দাবী করে। দ্বাদশ হিজরীতে ইয়ামামা যুদ্ধে মুছায়লমা নিহত হয়,— তারিখুল উমম (৩) ২৪৩পৃঃ।

* আল্ জওয়াবুছ্ছহীহ (১) ১২৮ পৃঃ।

† তফ্ছির খাযিন (৩) ৪৯৫ পৃঃ।

‡ তফ্ছির-ইব্নেকছির (৬) ৫৬৪পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ঈদুল-আয্হার সম্ভাষণ !

আল্লাহো অকবর ! আল্লাহো আকবর ! লাইলাহা ইল্লাল্লাহ !
আল্লাহো আকবর ! আল্লাহো আকবর ! ওয়ালিল্লাহিল হাম্দ

فلما اسلما وتله للجبين، وناديناه ان يا ابراهيم، قد صدقت الرويا !

انا كذ لك نجزى المحسنين، ان هذالهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم،

وتركنا عليه فى الاخرين، سلام على ابراهيم !

এর পর যখন (পিতা ও পুত্র ইব্রাহীম ও ইছ্মাঈল আলাইহিমাছ্ছালাম) উভয়েই আত্মসমর্পণ কর্লেন আর পিতা পুত্রকে কুরবানী করারজন্য উবুড় করে পাছ্ড়িয়ে ফেল্লেন, আমরা তখন তাঁকে ডাক দিয়ে বল্লাম—হে ইব্রাহিম, যথেষ্ট হয়েছে ! সত্যই তুমি স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেছ। আমরা এই ভাবেই সৎকর্ম্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। বস্তুতঃ এ ব্যাপার একটা প্রকাশ্য পরীক্ষা মাত্র। আর আমরা এক মহান কুর্বাণীর বিনিময়ে ওকে ছাড়িয়ে নিলাম আর আমরা এই ব্যবস্থা পরবর্তীদের জন্য প্রচলিত করে দিলাম ! ইব্রাহীমকে ছালাম ! ছুরত-আছ্ছাফ্ফাৎ ১০৩—১০৮ আয়ৎ।

আজ থেকে ঠিক ৫ হাজার দু শ বাহাত্তর বৎসর পূর্ব্বে সুসভ্য অধিবাসীদের পরিত্যক্ত ভূখণ্ডের এক প্রান্তে পৃথিবীর বৃহত্তম ইনকিলাবের বীজ বপন—করার আয়োজন চলছিলো। বিশাল ও ভীষণ মরু-সমুদ্র, গাছপালা আর ছায়ার কোন চিহ্নই নাই কোন দিকে ; সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে দিগন্ত প্রসারিত মরু-সাগর আর তার মাঝে সারিসারি উলঙ্গ পাহাড় ! কোন স্থানে জনমানবের সাড়াশব্দ নাই ! এহেন বিজন প্রান্তরে আর এই রূপ নিস্তব্ধ নিথর পরিবেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ও রব্বুল আলামীন আল্লাহর দু'জন বিশিষ্ট দাসানুদাস মৃতকল্প বিশ্ববাসীগণের মধ্যে নবজীবনের আবেহায়াৎ বিতরণ করার উদ্দেশ্যে অমৃতকুণ্ড খনন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অদ্বিতীয় আহাদের ইবাদত ও আরাধনার পুণ্যতীর্থ নির্ম্মাণ করার জন্য তাঁরা এই নির্জন, তরুলতা-শূন্য .মরু-উষর ভূভাগকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের চারিদিকে সীমাহীন বালুকা সমুদ্র ব্যতীত অন্য কিছুই পরিদৃষ্ট হচ্ছিলনা বটে কিন্তু নিশীথের অন্ধকার যবনিকা উনমোচিত করে প্রত্যহ দিনের শুভ্র আলোক বিকীর্ণ করে থাকেন যিনি, নীরস ও কঠোর বালুকাভূমিকে শস্যশ্যামলা উদ্যানের সুষমা দান করেন যিনি, অযোগ্যদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পৃথিবীর উত্তরাধিকার যোগ্য মানব—সন্তানদের হাতে অর্পণ করেথাকেন যিনি, পতিত ও বঞ্চিতদিগকে ইমামৎ ও নেতৃত্বের আসনে সমারূঢ় করেদেন যিনি,—— অসাধ্যসাধন কর্তে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন যে দুই মহামানব, তাঁর মহিমা ও শক্তিমানত্বে তাঁদের বিশ্বাস ছিল দুর্ব্বার ! তাঁদের হস্তে কতকগুলি সাধারণ প্রস্তরফলক ছিল, স্থপতি বিদ্যায় তাঁদের অভিজ্ঞতা ছিল না একটুকুও, তবুও তাঁরা প্রস্তর-ফলকগুলির একটীকে অপরটীর উপর সজ্জিত করে—একটী ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে চলেছিলেন। হাত যেমন তাঁদের কর্মব্যস্ত ছিল, রসনাও তাঁদের তেমনি নীরব ছিল না। চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভেদ করে তাঁদের কণ্ঠনিস্থত এই আকুল প্রার্থনা পাহাড়গুলিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল আর আকাশে বাতাসে শিহরণ সঞ্চার করছিল।

প্রভো, একমাত্র তোমার ইবাদৎ আর গৌরব

www.ahlehadeethbd.org

ও মহিমাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা যেকাজ সমাধা করছি, তুমি তা কবুল কর। একমাত্র তুমিই আমাদের আকুল—আহ্বান শ্রবণকারী আর আমাদের অন্তর-যামী! আমাদের—আশা আকাঙ্খা কি, তা তোমার অবিদিত নাই। প্রভো, আমা-দিগকে তুমি 'মুছ্লিম' কর, আমাদিগকে—তোমার আজ্ঞাবহ করে তোল। আমাদের বংশধরদের মধ্য হতে এমন এক জাতিকে উত্থিত কর, যারা আমাদেরই মত যেন তোমার দাসানুদাস ও আজ্ঞাবহ হয়। যে পদ্ধতীর উপাসনা তোমার উপযোগী আর মনঃপুত, হে করুণা-ময় তা তুমি আমাদের শিখিয়ে দাও, আমাদের অপরাধ মার্জনা কর প্রভো! তুমি যে অত্যন্ত ক্ষমা শীল! আর তোমার অসমর্থ দাসদের জন্য তুমি যে বড়ই দয়াময়! এ শুভমুহূর্তে প্রভো, আমাদের এ প্রার্থনাও তুমি গ্রাহ্য কর যেন আমাদের বংশধর-দের মধ্যে সেই রছুলের আবির্ভাব ঘটে যিনি তাদের সম্মুখে তোমার নিদর্শনগুলি উপর্যুপরি উপস্থিত—করতে থাকবেন, তোমার বাণী তাদের পাঠ করে শোনাবেন, আলকিতাব ও ছুন্নতের বিজ্ঞান তাদের শিক্ষা দেবেন আর তাদের সম্পূর্ণ ভাবে শোধন করে তুলবেন। প্রভো, তুমি যে শক্তিমান ও প্রজ্ঞাবান তাতে কোনই সন্দেহ নাই। [আলবাকারাহ : ১২৭-১২৯ আয়ৎ]।

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم - ربنا واجعلنا مسلمين لک و من ذريتنا امة مسلمة لک، وارنا مناسکنا وتب علينا، انک انت التواب الرحيم - ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ايتک ويعلمهم الکتاب والحکمة ويزکيهم انک انت العزيز الحکيم -

ভক্তপিতা ও ভক্তপুত্রের মুখ থেকে একদিকে উপরি-উক্ত প্রার্থনা উচ্চারিত হতে লাগ্লো আর সঙ্গে সঙ্গে অনাগত যুগযুগান্তর পর্য্যন্ত শতশত জাতির এবং রাষ্ট্রের ভাগ্যলিপিও নিয়ন্ত্রিত হয়েগেলো!

আল্লাহোআকবর! আল্লাহোআকবর! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! আল্লাহোআকবর! আল্লাহো-আকবর! ওয়ালিল্লাহিল হামদ!

আল্লাহ পিতা-পুত্রের আকুল প্রার্থনা গ্রাহ্য এবং তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেছিলেন।

১। আল্লাহ্—তাঁদের প্রতিষ্ঠিত—কা'বাকে পবিত্রগৃহে পরিণত করলেন যা জাতির প্রতিষ্ঠা-কেন্দ্রে পরিণত হলো। (আলমায়েদাহ : ৯৭)।

جعل الله الکعبة البيت الحرام قيا ما للناس -

২। ইব্রাহীমের (দঃ) বংশধরদিগকে পৃথি-বীর শ্রেষ্ঠতম জাতিসমূহে পরিণত করলেন।

৩। ইবাদতের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতী ছালাৎ ও হজ্ব ইবরাহীমের (দঃ) বংশধরদিগকে শিক্ষা দিলেন।

৪। পিতা-পুত্রের প্রার্থনা মত মানবজাতির ত্রাণ-কর্ত্তা খাতেমুল মুর্ছলীন মোহাম্মদ মুছ্তফা (দঃ) কে ইছ্মাঈলের (দঃ) বংশে উত্থিত করলেন।

পাঁচহাজার বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়েছে। রাষ্ট্রবিপ্লব আর শতশত জাতির উত্থান ও পতন পৃথিবীর মানচিত্রে বহু পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করেছে কিন্তু পিতা ও পুত্রের সার্থক প্রার্থনার গায়ে আঁচড় দাগ্তে পারেনি। কয়েকখণ্ড পাথরের টুকরোর সাহায্যে তাঁরা যে অনাড়ম্বর ক্ষুদ্র ঘরটী নির্ম্মাণ করেছিলেন, তা ৭০কোটি মানবসন্তানের পুণ্যতীর্থ ও কিব্লায় পরিণত হলো। যে ঘরের চারি পাশে জন-মানবের সাড়াশব্দ ছিলনা, সে ঘর লক্ষ লক্ষ মানুষের দিবস-রজনীর প্রদক্ষিণ লাভ করছে। আল্লাহর মহিমা ও শক্তির দীপ্তি এই চূড়াহীন চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র ঘরটীকে আশ্রয়দান করেছে। দাউদ ও ছুলায়মান আলায়হি-মাছ্ছালামের যে মহামন্দির যুগের পর যুগ ধরে অগণিত শিল্পীর প্রাণান্ত সাধনায় বিশাল সৌধমালায় সুশোভিত হয়ে উঠেছিল, তার গৌরব চার শতাব্দী-কেও অতিক্রম কর্তে পারেনি। তার গগণস্পর্শী প্রাচীরচূড়াকে বহুবার বর্ব্বরদের দুর্মদ হস্ত ধুলি-কণার সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলো, কিন্তু ইব্রাহীম ও ইছ্মাঈল আলাইহিমাছ্ছালামের আকুল প্রার্থনা সামান্য কয়েকখণ্ড প্রস্তরফলকে প্রস্তুত ক্ষুদ্র ঘরখানার চারিধারে এমন এক দুর্জয় পরিখা খনন করে রেখেছে যে, ৫হাজার বৎসর ধরে মানুষের হিংস্রতা ও পশুত্ব, নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক দুর্ঘটনা বিরাট নগর নগরীকে

www.ahlehadeethbd.org

শ্মশানে, মুদ্রকে মরুভূমিতে পরিণত করলেও এ ঘরের ।৩ত্তিকে আজও স্পর্শ করতে সক্ষম হয়নি। শুধু এই ঘরটী সম্বন্ধেই ইতিহাসের দাবী যে, বিজাতির অশ্বপদন্যাসে এর পবিত্র ধুলিকণা মথিত ও কলুষিত হয়নি।

মানুষেরা কি আমার এ মহিমা পর্য্যবেক্ষণ করেনাযে, আমি কা'বার হরমকে—শান্তিনিকেতনে পরিণত করেছি আর তার চতুষ্পার্শ্বকে মানবাকীর্ণ করে তুলেছি? এর পরেও কি তারা মিথ্যাকেই বিশ্বাস করতে থাকবে আর আল্লাহর ন্যামৎকে অস্বীকার করবে? আল্-আন্কাবুৎ : ৬৭ আয়ৎ।

اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم ! افبا الباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ؟

পিতা ও পুত্রের আকাঙ্খার প্রথমাংশর রূপায়ণ এই ভাবেই ঘট্লো!

আল্লাহোআকবর! আল্লাহোআকবর! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! আল্লাহোআকবর! আল্লাহো-আকবর! ওয়ালিল্লাহিল হামদ!

আত্মসমর্পণ (বে-খুদী) ও আত্মপ্রত্যয় (খুদী) এই দুইএর বিচিত্র সমাবেশে মর্দে-মুমেন আত্মপ্রকাশ করে। কোরআনের পরিভাষায় খুদীর নাম ঈমান আর বে-খুদীর নাম ইছ্লাম! মুছ্লিম জীবনের এই বিশিষ্ট রূপ ইবরাহীমের (দঃ) চরিত্রে সর্ব্বপ্রথম সম্যক রূপে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল। কোরআন তাঁর আত্মসমর্পণের সাক্ষ্য ঘোষণা করেছে, "এবং ইবরাহীমকে তাঁর প্রভু যখন আদেশ করলেন যে, তুমি আত্মসমর্পণ কর! আদেশ পাওয়া-মাত্র তিনি বলেউঠলেন, আমি বিশ্বপতির কাছে—আত্মসমর্পণ করলাম!" (আল্বাকারাহ : ১৩১)। ইবরাহীমের (দঃ)এ-আত্মনিবেদন আংশিক বা সীমাবদ্ধ আকারে ছিল না, "তাঁর আস্ত হৃদয়খানা নিয়েই তিনি তাঁর প্রভুর— প্রবিত্র চরণে উপস্থিত হয়েছিলেন।" (আছছাফফাত : ৮৪) তাঁর আত্মনিবেদনের সাধনা সার্থক হয়েছিল বলেই তাঁকে নিবেদিত (মুছলিম) জাতির জনক বলা হয়েছে। আল্লাহ মুছলিম জাতিকে সম্বোধন করে বলছেন,—তোমরা আল্লাহর পথে চরম সাধনায় (জিহাদে) প্রবৃত্ত হও, তিনিই তোমাদের গৌরবান্বিত করেছেন, তোমাদের জীবন পদ্ধতীর কোন অংশকে তিনি কষ্টসাধ্য করেন নি। ইহা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের অবলম্বিত জীবন-পদ্ধতী। তিনিই তোমাদের মুছলিম (নিবেদিত) নামকরণ করেছেন। এর পূর্ব্বেও আর কোরআনের ভিতরেও যারা মুছলিম নামে আখ্যাত হয়েছে, তাদেরও তিনিই মুছলিম নাম প্রদান করেছেন। (আল-হজ্জ : ৭৮)।

وجاهدوا فى الله حق جهاده هواجتباكم وماجعل عليكم فى الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا !

ইব্রাহীম আলাইহিছ্ছালামের ভিতর অনাগত যুগের বিরাট জাতির মৌলিকত্ব নিহিত ছিল বলেই তিনি স্বয়ং একটী জাতি বলে কথিত হয়েছেন। কোরআনের সাক্ষ্য যে, "বস্তুতঃ ইব্রাহীম শুধু আল্লাহর করুণা প্রত্যাশী একনিষ্ঠ এক মহাজাতি (উম্মৎ) ছিলেন, তিনি কদাচ অংশীবাদী মুশ্রিকগণের অন্তর্ভুক্ত—ছিলেন না। (আননহল : ১২০)।

ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين -

ليس لله بمستنكر ان يجمع العالم فى واحد !

আল্লাহো আকবর! আল্লাহো আকবর!! লাইলাহা ইল্লাল্লাহ! আল্লাহো আকবর! আল্লাহো আকবর!!

ওয়ালিল্লাহিল হামদ!

পিতা ইব্রাহীমের আত্মসমর্পণের সাধনা বিভিন্ন স্তর ও নানা পরিবেশ অতিক্রম করার পর সিদ্ধিলাভ করেছিল। নক্ষত্ররাজির বিচিত্র আলোক-রেখা—যখন তাঁর সম্মুখে মৃদুমৃদু হাস্য করেছিল, চন্দ্র তার স্নিগ্ধ কিরণজালে যখন তাঁকে অভিভূত করতে চেয়েছিল আর সকলের শেষে প্রভাকর তার দীপ্ত গৌরব

www.ahlehadeethbd.org

নিয়ে যখন তাঁর বিরাট প্রকৃতিকে সংকুচিত করার প্রয়াস পেয়েছিল, তখন তাঁর অন্তর্নিহিত খুদী সজোরে মাথা নড়িয়েছিল আর তিনি এই খুদী বা ঈমানের দৃপ্ত বলেই চীৎকার করে বলে উঠেছিলেন,—'যারা নশ্বর ক্ষণস্থায়ী—নিষ্প্রভমান, তাদের আমি পরমপ্রভু বলে— শ্রদ্ধা করতে পারিনা'। انی لااحـــب الا فلین – 'আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তাকে— প্রচণ্ডতর করার জন্য আল্লাহ ইবরাহীম [দঃ] কে আকাশ ও পৃথিবীর বহু বিস্ময়কর দৃশ্য প্রদর্শন করেছিলেন'। وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين – আল আন্‌আম: ৭৬। খুদী বা আত্মপ্রত্যয়ের যে স্বভাবসিদ্ধ গৌরব ইবরাহীম [দঃ] স্বীয় মানস রাজ্যে অনুভব করছিলেন, জড় ও চৈতন্যের সমুদয় শক্তির কাছে মাথা—নোওয়াতে তা প্রবলভাবে তাঁকে বাধা দিচ্ছিল এবং সকল কৃত্রিম প্রভুর প্রভুত্ব ও খোদাই অস্বীকার করে একমাত্র জগতস্বামী রব্বুল আলামিনের কাছে আত্মসমর্পন করার জন্য তাঁকে পুনঃপুনঃ প্ররোচিত করছিল।

ইবরাহীম [দঃ] কালেডিয়ার জড়চৈতন্যবাদী প্রতিমাপূজক সমাজের মধ্যে সেই সমাজের প্রধান-পুরোহিতের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সমস্ত দেশে ও সমগ্র জাতির মনে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটের সার্ব্বভৌমত্ব ও একচ্ছত্র প্রভুত্বের প্রভাব বদ্ধমূল ছিল। এরূপ পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীমের—ভিতর আত্মবিশ্বাস ও আত্মনিবেদনের এ আকুল স্পৃহা জাগ্রত করলো কে? পর্ব্বতের শিখর হতে জলপ্রপাত যেমন মহাশব্দে নিম্নগামী হয়, অথবা আগ্নেয়গিরি যেমন সকল বাধাকে ঠেলে চুরমার—করে তার অন্তরনিহিত প্রস্তর খণ্ডগুলিকে প্রচণ্ড বেগে উর্দ্ধমুখে নিক্ষেপ করতে থাকে, তেমনি ইব্‌রাহীম [দঃ] তাঁর স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশের বিরুদ্ধে স্বীয় মানসশক্তির সবটুকু চেতনা একত্রিত করে আপোষহীন বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন,——'আমরা তোমাদের সকলের সঙ্গে আর তোমরা বিশ্বপতি—আল্লাহকে পরিহার করে যাদের দাসত্বে আত্মনিয়োগ— করেছ, তাদের সঙ্গে আমাদের নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করছি। আমরা তোমাদের সঙ্গে 'কুফর' করছি। যতদিন তোমরা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহকে স্বীকার করছোনা, তত দিন পর্য্যন্ত তোমাদের আর আমাদের মধ্যে শত্রুতা আর বিদ্বেষের সম্পর্কই বিরাজ করবে। انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده – (আল মুমতাহেনা: ৪ আয়ৎ)।

কুফর, শত্রুভাব আর বিদ্বেষ বস্তুসম্পর্কিত বৃত্তি। এগুলি সবসময়ে আর সকলক্ষেত্রে নিন্দনীয় নয়। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হলে মা-ছেওয়াল্লাহর সাথে কুফর অপরিহার্য্য, তাঁর বন্ধুত্ব আর প্রীতি অর্জন করতে চাইলে তাঁর শত্রুদলের সঙ্গে শত্রুতা আর বিদ্বেষ পোষণ করতেই হবে। মোটের উপর একটা পথ বেছে নেওয়া আবশ্যক। আল্লাহর শত্রু ও মিত্র সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ঈমান ও কুফরের জগাখিচুড়ী নিয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের দাবীর কোন মূল্যই নেই। ইব্‌রাহীম (দঃ) সবদিক ছেড়েদিয়ে একটা দিকই প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন বলে একনিষ্ঠ মুছ্‌লিম (হানিফুম—মুছ্‌লিম) হবার দাবী করতে পেরেছিলেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন,——

আমি সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর নিয়ামক, কেবল তাঁরই দাসত্ব একনিষ্ঠ ভাবে বরণ করে নিলাম। আমি কদাচ মুশরিকদের দলভুক্ত নই। انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض حنیفا وما انا من المشركین - [আল আনআম: ৮০]।

ইব্‌রাহীম (দঃ) যাঁকে পরমপ্রভু বলে বরন করেছিলেন, যাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর পরিচয় তিনি তাঁর পরিবারবর্গ, দেশবাসী ও দেশের শাসনকর্ত্তাকে শুনিয়েছিলেন,—— আমি যে প্রভু ও রাজরাজেশ্বরের কাছে

www.ahlehadeethbd.org

আত্ম নিবেদন করেছি তিনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই আমার জীবনসূচী নিয়ন্ত্রিত করেছেন। তিনিই আমার অন্নদাতা প্রভু এবং তৃষ্ণা নিবারণকারী। আমি পীড়িত হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। তাঁরই নির্দ্দেশে আমার মরণ ঘটবে আর পুনশ্চ—তিনিই আমাকে জীবিত করবেন আর তাঁর কাছেই আমি এই আশাপোষণ করি যে, চরম মীমাংসার দিনে তিনি আমার ত্রুটী বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করবেন। (আশ শোআরা : ৭৮—৮২)।

الذى خلقنى فهو يهدين والذى هو يطعمنى و يسقين واذا مرضت فهو يشفين والذى يميتنى ثم يحيين والذى اطمع ان يغفرلى خطيئتى يوم الدين –

ঊর্দ্ধ জগতে অসীম আকাশের গ্রহ উপগ্রহ, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, নীহারিকা ও উল্কাপিণ্ডসমূহ আর নিম্ন জগতের সমুদয় দেশাচার, সংস্কার রাজশক্তির সার্ব্বভৌমত্ব ও স্বৈরাচারী গোষ্টির প্রভুত্ব আর আত্মীয় পরিজনের স্নেহাকর্ষণ ও বন্ধন সমস্তই অস্বীকার করে ইব্‌রাহীম (দঃ) যে খুদীর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তার পরিণামফল তাঁর পক্ষে বড়ই নিদারুণ ও মর্ম্মন্তুদ হয়ে উঠেছিল।

একনিষ্ঠ প্রেম-সাধনার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়।—এপথে মর্দেমুমিনকে যতগুলি পরীক্ষায় পাশ করতে হবে, কোরআন সবগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সন্ধান দিয়েছে। এই সকল পরীক্ষার ফলাফলের উপরেই প্রেমসাধনার সিদ্ধি নির্ভর করে। যারা সুবিধাবাদী, সবসময়ে পরীক্ষা এড়িয়ে চল্‌তে চায় যারা, তাদের প্রেম-সাধনাকে আল্লাহ বিদ্রূপ করেছেন,——

কতকলোক পরীক্ষার শংকট থেকে দূরে সরে থেকে আল্লাহর ইবাদৎ করতে চায়, সুবিধার সুযোগ পেলে পরিতুষ্ট হয়, আর পরীক্ষার সমমুখীন হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ইহ-

ومن الناس من يعبدالله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه

কাল পরকালে তারা خسرالدنيا والاخرة ذلك هوالخسران المبين – ক্ষতিগ্রস্ত হবে, চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত! (আল্‌হজ্জ : ১১)। ইব্‌রাহীম (দঃ) সুবিধাবাদী প্রেমিক ছিলেননা, তাঁর আত্মসমর্পণের দাবী শুধু কথার ভিতরে সীমাবদ্ধ ছিলনা। কালেডিয়ার সম্রাটকে যখন তিনি অন্নদাতা ও জীবন মরণের মালিক স্বীকার করলেননা, তার সার্ব্বভৌমত্ব ও সীমাহীন প্রভুত্বের বিরুদ্ধে যখন তিনি প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, দেশের পুরোহিত, মোহন্তদের দেবত্ব অস্বীকার করলেন, প্রতিমা ও জড়চৈতন্য পূজার বিরুদ্ধে উত্থান করলেন, কালেডিয়ায় আল্লাহর একমাত্র প্রভুত্ব ও তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হলেন তখন রাজশক্তি থেকে আরম্ভকরে দেশের সমস্ত ছোটখাট কৃত্রিম খোদারদল রোষকষায়িত নেত্রে ইব্‌রাহীমের (দঃ) মাথার উপব শাণিত খড়্গ উত্তোলন করলো। রাজদ্রোহ ও নাস্তিকতার অপরাধে তিনি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হলেন কিন্তু ঈমান ও আত্মপ্রত্যয়ের যে অগ্নিকুণ্ড ইব্‌রাহীমের (দঃ) ভিতর প্রজ্জ্বলিত হচ্ছিল, নমরুদের অগ্নিশিখার পক্ষে তাকে ভস্মীভূত করা সম্ভরপর হয়নি। যাঁর দ্বারস্থ হতে গিয়ে তিনি সকল আশ্রয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, সেই আশ্রিত-বৎসল আল্লাহ তাঁর ভক্ত ইব্‌রাহীম (দঃ) কে রক্ষা করেছিলেন। তাঁরই শাশ্বত বিধানে নমরুদের অগ্নিকুণ্ড ইব্‌রাহীমের (দঃ) জন্য সুশীতল ও শান্তিপ্রদ হয়ে উঠেছিল।

قلنا : يانارکونى بردا وسلاما على ابراهيم !

কিন্তু আত্মনিবেদনেব পরীক্ষা এখানেই শেষ হয়ে যায়নাই। তাঁকে এই বলে শেষে জন্মভূমির মায়া কাটাতে হলো,— انى مهاجر الى ربى انه هو العزيز الحكيم : আমি আমার প্রভুর পথে দেশত্যাগী হ'লাম, নিশ্চয় তিনি ক্ষমতাশালী প্রজ্ঞাবান। (আল্‌আন্‌কাবুৎ : ২৬)।

দুনয়ার সব পাওয়ার জন্য দেওয়া অপরিহার্য্য। পাওনা যত বড় হবে তার জন্য ততবড় ত্যাগ স্বীকার করাচাই। ত্যাগের আকার ও পরিমাণ দিয়ে—পাওনার মূল্য স্থিরকৃত হয়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্থাপন এবং তাঁর প্রীতিঅর্জ্জনের জন্য যে যত মূল্য দিতে পেরেছে, তার ঈমানের মূল্যও ঠিক ততখানি। সাধক কবি প্রেমের মূল্য স্বরূপ তিনটী বস্তুর আশা ত্যাগকরার উপদেশ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন,—

ترک جان و ترک مال و ترک سر

درطریق عشق اول منزل است !

প্রেমের পথের যাত্রীদের যে সকল মনযিল— অতিক্রম করতে হয়,— প্রাণের আশা, সম্পদের আশা আর মস্তকের আশা ত্যাগ করাই তার প্রথম মনযিল!

ইবরাহীমের [দঃ] শেষ সাধনা এবং সিদ্ধিলাভ।

ইবরাহীম (দঃ) এ সমস্তই ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু শেষপরীক্ষা তখনো বাকী ছিল। চরমপরীক্ষার দিন ১০ম যিলহজ্জ তারিখে সমাগত হলো। প্রেমের বিচিত্র বিধানে শুধু প্রেমাস্পদের শত্রুদের সাথে— শত্রুতা পোষণ করা যথেষ্ট বিবেচিত হয় না, শত্রু দলের মত প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ও অংশীদারদেরও— প্রেমাস্পদ সহ্য করতে পারেন না, কাজেই শত্রু দলের কিতালের মত প্রিয় জনের কুরবানীও অভিপ্রেত হয়ে থাকে। এ পরীক্ষা তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করার চাইতেও কঠোর। কিন্তু আত্মসমর্পণকারী মুছলিমকে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেহবেই। ইব্রাহীম (দঃ) তাঁর একমাত্র পুত্র ইছমাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তোমাকে— কুরবানী করার জন্য স্বপ্নযোগে আদিষ্ট —

يابني انى ارى فى المنام انى اذبحك فانظر ماذاترى ؟

হয়েছি, এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি? নবী ও রছুলগণের স্বপ্নাদেশ নিদ্রাপুরীর কল্পনা-বিলাস নয়, এ-আদেশ ওয়াহীর অন্তর্গত। পুত্র ইছ্মাইল (দঃ) তখন অক্ষম শিশু ছিলেননা, ছোটাছুটি করতে পারতেন, ভাল মন্দ বিবেচনা করার মত শক্তির উন্মেষ হয়েছিল বলেই পিতা তাঁর মত জানতে চেলেন, তিনি ছুটে পালিয়ে যেতেও পারতেন, ইবরাহীমের নাগালের বাইরে চলেযাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলনা কিন্তু যোগ্য পিতার উপযুক্ত পুত্র এ সব কিছুই করলেন না, বরং তৎক্ষণাৎ জওয়াব দিলেন,—— আব্বা,

يابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاءالله من الصابرين ـ

আপনি যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন শীঘ্র তা কার্য্যে পরিণত করুন! আপনি জিজ্ঞাসা করছেন আমার অভিমত কি?— আপনি কার্য্যক্ষেত্রেই দেখতে পাবেন আমি ইন্শাআল্লাহ ধৈর্য্যধরে থাকবো!

আত্মনিবেদনের কি চমৎকার দৃশ্য! আকাশ কোন দিন এ দৃশ্য দেখে নাই, ফেরেশ্তারাও নয়। ইবরাহীম তাঁর নয়নমণি বার্ধক্যের যষ্টি একমাত্র পুত্র ইছমাঈলকে আল্লাহর জন্য যবহ করতে অগ্রসর হলেন। তাঁরই অনুরাগ ও প্রেম লাভ করার দুর্নিবার আগ্রহে পুত্রকে কুরবাণীর মেষের মতই কঠিন হস্তে উবুড় করে পেড়ে ফেললেন আর তার কণ্ঠনালিকে ছেদন করার জন্য বার্দ্ধক্যের শেষ শক্তি একত্রিত করে শাণিত কৃপাণ তুলে ধরলেন। আর পুত্র ইছমাঈলও শাহাদতের আকুল পিপাসা আর উন্মাদনা নিয়ে বারম্বার নিজের কণ্ঠকে ইবরাহীমের তীক্ষ্ণ ছুরির নিকটবর্তী করে দিতে লাগলেন।

گر نثار قدم یار گرامی نه کنم !

گوهر جاں بچه کار دگرم باز آید ؟

সোওয়া পাঁচ হাজার বৎসর আগে আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদনের উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস ১০ম যিলহজ্জের পুণ্য প্রভাতে ইবরাহীম ও ইছমাঈল আলায়হিমাছছালামের স্বতন্ত্র সত্তা একেবারেই বিলীন করে দিয়েছিল। পরমপ্রভুর পবিত্র সত্তার মধ্যে নিজেদের সত্তাকে বিলীন করেদেওয়া ইবরাহীমী—— নির্ব্বাণের তাৎপর্য্য নয়। আশা, আকাঙ্খা, স্নেহ, প্রীতি, ভয় ও ভক্তির বন্ধনগুলিকে ছিন্ন করে সমস্তই পরম প্রভুর পবিত্র চরণে উৎসর্গ করে দিয়ে একেবারে রিক্ত হয়ে যাওয়া এ বিলীনতার তাৎপর্য্য! যারা সত্যই আত্মসমর্পণ করতেপেরেছে, পরমপ্রভুর— চোখ দিয়েই তারা দর্শন করে, তাঁর কাণ দিয়েই শুনে তাঁরই মুখে কথাবলে আর তাঁর পা দিয়েই তারা চলাফেরা করে, কিন্তু তবুও তাদের 'আবাদীয়তে'র সত্তা স্রষ্টার সত্তায় বিলীন হয় না। ইবরাহীম ও ইছমাঈল আলায়হিমাছছালামের আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়েই ইছলাম অক্ষয় ও চিরঞ্জীবী হয়েছে। অতএব

www.ahlehadeethbd.org

سلام على ابراهيم' انا كذلك نجزى المحسنين انه من عبادنا المؤمنين !

ইবরাহীমকে ছালাম ! এ রকমকরেই আল্লাহ সদাচারশীলদের পুরস্কৃত করেন। নিশ্চয় ইবরাহীম (দঃ) আত্মনিবেদিত দলের অন্তরভুক্ত। (আছ্ছাফফাৎ : ১০৯—১১১)।

আল্লাহো আকবর ! আল্লাহো আকবর। লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ! আল্লাহো আকবর। আল্লাহো আকবর ! ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

ইছমাঈল আলায়হিছ্ছালামকে আল্লাহ একটী 'মহান কুরবাণী'র ফিদয়া দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। এর অর্থ হলো যে, ইবরাহীমের (দঃ) পুত্র-কুরবাণী প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর কাছে গ্রাহ্য হয়েছিল।

ত্যাগ ও সমর্পণের এই রীতিকে চিরজাগ্রত রাখার জন্য ১০ম যিলহজ্জকে আল্লাহ চিরস্মরণীয় করেছেন। একটী ঘটনার শুধু স্মৃতিদিবস রূপে নয়,—স্মৃতিদিবস পালনকরার রীতি ইছলামি রুচির—বহির্ভূত। ইবরাহীমের (দঃ) প্রতিষ্ঠিত কা'বাকে যারা কিবলা রূপে গ্রহণ করেছে, আত্মসমর্পণের—সাধনাকে তাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয়জীবনের প্রাণশক্তি করা হয়েছে। খাতেমুলআম্বিয়া মোহাম্মদ মুছতফা (দঃ) হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহর (দঃ) কা'বা নির্ম্মাণকালীন প্রার্থনার বাস্তবরূপ। তিনি কেবল তাঁর বংশধর ও উত্তরাধিকারীই নন, ইব্রাহীমি-আদর্শের শ্রেষ্ঠতম ধারক ও পূর্ণপ্রতীকও তিনি। ইব্রাহীমের সব—চাইতে নিকটাত্মীয় হচ্ছেন তাঁর আদর্শের অনুসরণকারীরা—এই নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আর বিশ্বাসপরায়ণের দল। (আলেইম্রান : ৬৮)।

ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امنوا –

পুত্ররূপে আর আদর্শবাদীরূপে রছুলুল্লাহ (দঃ) ইবরাহীম খলিলুল্লাহর ছুন্নতের পুনরুজ্জীবক এবং প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।—ইবরাহীমের রক্তসম্পর্কীয় যারা, কেবল তাঁরাই তাঁর আত্মীয় নন, আল্লাহর (দঃ) লুদ্ধর আদর্শের আকাঙ্ক্ষাবাহী যারা, তারাও ইবরাহীমের পরমাত্মীয়। ইবরাহীমের (দঃ) অবলম্বিত ইছলাম 'উম্মতে মোহাম্মদীয়াহ'র ধর্ম্ম, তারা একেই নিজেদের জীবনপদ্ধতী রূপে গ্রহণকরেছে। পাকিস্তান এই ইছলামকেই তার রাষ্ট্রের বিধান বলে মান্য করে নিয়েছে।

আল্লাহো আকবর ! আল্লাহো আকবর ! লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ! আল্লাহো আকবর ! আল্লাহো আকবর ! ওয়ালিল্লাহিল হামদ !

আল্লাহ মানব মুকুট মোহাম্মদ মুছতফা (দঃ) কে আদেশ করেছেন,—আপনি বলুন, আমার—প্রভু আমাকে সরল ও সঠিক পথের—একনিষ্ঠ ইবরাহীমের অবলম্বিত সুদৃঢ় জীবন—পথের সন্ধান দিয়েছেন তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেননা। হে রছুল (দঃ), আপনি বলুন,—আমার প্রার্থনা ও উপাসনা, আমার কুরবাণী ও উৎসর্গ, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সমস্তই বিশ্বপতি আল্লাহর জন্য। তাঁর সার্ব্বভৌমত্বেও সীমাহীন প্রভুত্বে কারুরই কোন অংশ নেই : আমি এই মতবাদ অনুসরণ করতে আদিষ্ট হয়েছি আর আমিই মুছলিমগণের অগ্রণী। আলআনআম : ১৬২ ও ১৬৩ আয়ৎ।

قل انني هدانى ربى الى صراط مستقيم' دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا' وماكان من المشركين - قل : ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين' لاشريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين !

মুছলিমজাতির আত্মদানের প্রস্তুতিকে ১০ম যিলহজ্জের কুরবাণীর উৎসবে পরিণত করা হয়েছে। এ শুধু পশু-কুরবাণীর উৎসব নয় ! ইছমাঈলের (দঃ) ফিদয়ার পশুর মতই ঈদুলআযহায় মুছলমানের জীবনের বিনিময়ে পশু কুরবানী করা হয়। মুছলমানের গলার খুন দিয়ে হোলি খেলাই ঈদুলআযহার আসল তাৎপর্য্য ! পশুর ফিদ্য়া দিয়ে সাময়িকভাবে নিজেদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয় মাত্র। গোশত আর রক্ত আল্লাহর কাছে পৌছে-

لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى !

www.ahlehadeethbd.org

না, পশুর কুরবাণীর ভিতর আল্লাহর কাছে আত্ম-সমর্পণের জন্য রক্তক্ষয়ের যে প্রেরণা আছে, আল্লাহ সেইটুকুই কেবল গ্রাহ্য করে থাকেন। (আলহজ্জ: ৩৭)।

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের আকুল আগ্রহে আর তারই মনোনীত দীনের প্রতিষ্ঠার জন্য মস্তক দানের তীব্র প্রেরণায় পাকিস্তানে ঈদুলআযহার—উৎসব সার্থক হোক।

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم —

আল্লাহোআকবর! আল্লাহোআকবর! লাইলাহা ইল্লাল্লাহু! আল্লাহোআকবর! আল্লাহোআকবর! ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ!

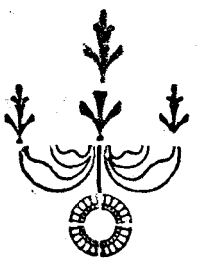

ادارية

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ঈদ মুবারক!

আমরা, নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লে-হাদিছ এবং পূর্ব্বপাকিস্তানে হাদিছি আন্দোলনের একমাত্র মুখপত্র "তর্জুমানুলহাদিছে"র দীনসেবক ও কর্ম্মীগণ মুছলিম ভ্রাতা ও ভগিনীগণের খিদ্‌মতে আসন্ন ঈদুলআয্‌হার মুবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যে বিরাট গুরুদায়িত্ব মাথায় লইয়া আমরা যাত্রা শুরু করিয়াছি এবং বিগত একবৎসরকাল যাবৎ আমাদিগকে তার জন্য যেসকল দুস্তর বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং আমাদের অযোগ্যতার ফলে আমরা পদেপদে নিজেদের যেরূপ বিব্রত ও অসহায় মনেকরিতেছি, ঈদের উৎসবমেলা তার সবিস্তার আলোচনার স্থান নয়। এ টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে যে, কোর্‌আন ও হাদিছের নির্দ্দেশিত অবিমিশ্র ও বিশুদ্ধ ইছ্‌লামের যে ব্যাখ্যা আমরা শুনাইতে প্রয়াস পাইতেছি এবং যে শাশ্বত ও সনাতন ইছলামের পথে আমরা শিক্ষিত জনমণ্ডলীকে আহ্বান করিতে চাহিতেছি, যুগের বাজারে তার চাহিদা এখনও খুব সামান্য। কিন্তু আমরা শস্তা জনপ্রিয়তা আর আর্থিক সুবিধাভোগের আশায় এপথ অবলম্বন করিনাই। এ দুই বস্তু অর্জ্জুন করার ইদানীং বহুউপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোর্‌আন ও হাদিছের আদর্শের প্রচারণা ও প্রতিষ্ঠার ছফরে আমাদের সহযাত্রীর সংখ্যা যেমন অতিশয় নগণ্য, আমাদের যোগ্যতার পুন্‌জি তার চাইতেও সামান্য! সান্ত্বনা শুধু এইটুকুযে, সমুদয় প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমরা আমাদের আন্তরিকতায় সন্দিগ্ধ এবং আল্লাহর অপরিসীম কৃপার উপর আস্থা-হারা হইনাই। আমাদের জমঈয়ৎ তব্‌লীগে-ইছ্‌লামের যে কার্য্যসূচী গ্রহণ করিয়াছে, আর্থিক অসচ্ছলতায় এবং যোগ্য কর্ম্মীদের অভাবে তার কোনটাই সম্পন্ন হইতেছেনা। বর্ত্তমানে জমঈয়ৎ ও প্রেসের ৭জন কর্ম্মচারী ও ৩জন মুবাল্লিগের বেতন এবং কাগজ, কালী, ডাকটিকিট ও বিভিন্নস্থানে যাতায়াতের ব্যয় ইত্যাদি বাবতে মাসিক গড়ে ১ হাজার টাকা ব্যয় হইতেছে। এই ব্যয়বহন করার জন্য যে পরিমাণ আয়ের আবশ্যক জমঈয়তের তাহানাই, অধিকন্তু তর্জুমানের সম্পাদন-সেবার জন্য এপর্য্যন্ত জমঈয়ৎকে—

www.ahlehadeethbd.org

কোনরূপ ব্যয় বহনকরিতে হয়নাই। প্রত্যেক— যিলার জন্য একজন করিয়া মুবাল্লিগ নিযুক্ত করিতে না পারিলে প্রচারকার্য্য অগ্রসর করা সম্ভবপর হইবেনা। যাকাৎ, ফিৎরা ও কুরবানীর চামড়ার মূল্য প্রভৃতির যে অংশ ইছলাম প্রচার খাতে অবধারিত আছে এবং যাহা প্রদান করিতে সকলেই প্রতিশ্রুত আছেন, তাহাও সঠিকভাবে পাওয়া যাইতেছেনা। প্রচারকগণের সংখ্যাল্পতার জন্য সকলস্থানে তাঁদের প্রেরণকরাও সম্ভবপর নয়। সেবক ও— কর্ম্মীদের নিষ্ঠা ও উৎসাহ যতই নিষ্কলুষ হোকনা কেন, সামাজিক কাজ সমবেত সহযোগ ও সহানুভূতি ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারেনা। কোরআন ও হাদিছের ভক্তদলের কাছে ঈদের আনন্দকোলাহলে এই— ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানটীর কথা ভুলিয়া না যাওয়ার জন্য আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

আনুগত্যের শপথ,

পাকিস্তানের গভর্ণরজেনারেল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাদেশিক গভর্ণর, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলী, হাইকোর্ট ও ফেডারেল— কোর্টের বিচারপতিগণ এবং বড়বড় সরকারী কর্ম্মচারীরা দাসযুগীয় প্রথার অনুসরণ করিয়া এযাবৎকাল ইংলণ্ডের রাজার আনুগত্যের শপথগ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন। জাতীয় মর্য্যাদার পরিপন্থী এই অনৈছলামিক রীতির জন্য আমরা ব্যথিত ছিলাম। সম্প্রতি পাকপাঞ্জাবের গভর্ণর আলীজনাব ছরদার আবদুররব নিশ্‌তর ছাহিব এসম্পর্কে গভর্ণর জেনারেল আলীজনাব আল্‌হাজ খওয়াজা নাযিমুদ্দীন ছাহিবের দৃষ্টিআকৃষ্ট করায় তিনি আনুগত্যের শপথে মৌলিক পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতঃপর ইংলণ্ডের রাজা এবং তাঁর বংশধরগণের পরিবর্ত্তে পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং উহার আইনকানুনের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা হইবে। এই আত্মমর্য্যাদাহানিকর এবং ইছলাম বিরোধী রীতির অবসানের জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষ মহলকে অভিনন্দিত করিতেছি।

পাকিস্তানের আসন্ন মর্দমশুমারী,

কোন রাষ্ট্রের সঠিক অবস্থা জানার জন্য মর্দমশুমারী বা সেন্সস অপরিহার্য্যভাবে আবশ্যক। নাগরিকগণের জনসংখ্যা, কর্ম্মক্ষম ও বেকারদের সংখ্যা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অবস্থা, জন্ম মৃত্যুর হার, শিক্ষার অবস্থা, বিভিন্ন মত ও ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের উপর— একটী রাষ্ট্র সম্বন্ধে যতগুলি জ্ঞাতব্যবিষয় আছে,— মর্দমশুমারীর সাহায্যে সেসকল তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে মর্দমশুমারীর উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেও অতি প্রাচীনযুগ হইতেই লোকগণনার রীতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। হযরত মুছা নবী বনি ইছরাঈলদিগকে ফিরআউনের কবল হইতে উদ্ধারকরার জন্য যখন মিছরে প্রেরিত হন, তখন তাঁহাদের মধ্যে ২০ বৎসরের অধিক বয়স্ক যুদ্ধকরিতে সক্ষম যুবকগণের সংখ্যা গণনা করা হইয়াছিল। হযরত দাউদের সময়েও এই একই উদ্দেশ্যে মর্দমশুমারীকরা হইয়াছিল।— হযরত ছুলায়মানের রাজত্বকালে ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানসমূহের সুনিয়ন্ত্রণকল্পে লোকগণনা হইয়াছিল। ইছরাঈলীরা যখন বাবিলোনিয়ায় বন্দীজীবন যাপন— করিতেছিলেন তখন তাঁদের প্রত্যেক গোত্রের স্বতন্ত্রভাবে জনসংখ্যার হিছাব রক্ষিত হইয়াছিল। পারসিক সাম্রাজ্যে প্রত্যেক প্রদেশের কর নির্দ্ধারণ করার জন্য উৎপন্নের তালিকা প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে মর্দমশুমারী করা হইত। প্রাদেশিক করের পরিমাণ এবং দেশরক্ষীদের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য প্রাচীন চীনসাম্রাজ্যেও লোকগণনা প্রচলিত ছিল। মিছরে অসৎজীবিকার প্রতিরোধকল্পে অ্যামেসিস রাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাসীর জীবিকা ও বৃত্তির তালিকা— সংগ্রহ করিতেন। হেরোডোটাস বলেন যে, গ্রীসের অ্যাথেনিয়ান শাসনব্যবস্থায় সোলোন উক্ত নিয়ম বলবৎ করিয়াছিলেন। পরে এই তালিকাই নির্ব্বাচক মণ্ডলীর তালিকায় রূপান্তরিত হয়। রোমনগরীর ষষ্ঠ নৃপতি সার্ভিয়স তুলীয়স কর্ত্তৃক পঞ্চবার্ষিক মর্দমশুমারীর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। জনসংখ্যার— সাথে এই মর্দমশুমারীতে প্রত্যেক পরিবারের ভূসম্পত্তি, গবাদিপশু, দাসদাসী প্রভৃতির তালিকা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সন্নিবেশিত হইত।

খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত উমর—ফারুক মদীনার নাগরিকদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং দীনদরিদ্রদের মধ্যে প্রয়োজনমত ভাতা ও সাহায্য বিতরণকরার উদ্দেশ্যে দিওয়ান কায়েম করেন। কোন পরিবারে শিশু জন্মগ্রহণ করার—সঙ্গে সঙ্গে তাহার নাম তালিকাভুক্ত হইত। ইরাক জয় হওয়ার পর উমর ফারুক (রাযিঃ) উক্ত প্রদেশের ভূমির যরীফ এবং অধিবাসীদের গণনা করাইয়াছিলেন।

এই অত্যাবশ্যক কার্য্যে কর্ত্তৃপক্ষদের ত্রুটী এবং জনসাধারণের অবহেলা অনেক সময়ে জাতীয়-সর্ব্বনাশের পথ মুক্তকরিয়া দেয়। বিগত ১৯৪১ সালের আদমশুমারীতে মুসলমানদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করার বহু কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল, উহার কুফলও—দেশবিভাগের সময়ে মুছলমানরা ভুগিয়াছে। পাকিস্তানের আসন্ন প্রথম মর্দমশুমারী যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তারজন্য পাকিস্তানি নাগরিকদিগকে সর্ব্বতোভাবে সরকারের সহিত সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য। দুঃখেরবিষয় এই যরুরী কার্য্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণকরার জন্য পাকিস্তান সরকার বিদেশী কমিশনার নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই গুরু ভার বহন করার যোগ্যতা কি কোন পাকিস্তানিরই ছিলনা?

ইন্দোনেশিয়ার নূতন পরিস্থিতিঃ—

১৯৫০ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের আকার পরিগ্রহ করিয়াছে।—'তর্জুমানে'র পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, ইন্দোনেশিয়ায় ইছ্‌লামি আদর্শের অনুরক্ত একটী শক্তিশালী রাজনৈতিক দল আছে। এই দলটাই বর্ত্তমানে বৃহত্তম দল এবং ইহার নেতার নাম ডক্টর মোহাম্মদ নাছের। ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর আবদুর রহিম স্কার্ণো নূতন মন্ত্রীসভা—গঠন করার জন্য বৃহত্তমদলের নেতা রূপে মোহাম্মদ নাছেরকে আহ্বান করেন। ফলে ইন্দোশিয়ায় বর্ত্তমানে ইছ্‌লামি আদর্শে আস্থাশীলদের মন্ত্রীসভা—গঠিত হইয়াছে।

মোহাম্মদ নাছের ১৯৪০ সালে ইন্দোনেশিয়ার মুছ্‌লিম সঙ্ঘের বন্দঙ্গ শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪২ পর্য্যন্ত বন্দঙ্গ ইছ্‌লামি শিক্ষাকেন্দ্রের ডিরেক্টরের পদে কার্য্য করেন এবং ১৯৪৫ পর্য্যন্ত নিখিল ইন্দোনেশিয়া মজ্‌লিছে-ইছ্‌লামের সদস্যপদে বহাল থাকেন। ১৯৪৮ সালের ১৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিনি প্রাক্তন সরকারের প্রচারসচিব ছিলেন, বর্ত্তমানে ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। মোহাম্মদ নাছেরের প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ ইন্দোশিয়ারাষ্ট্রে ইছ্‌লামি আদর্শের প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষ সহায়ক হইবে বলিয়া অনেকেই আশা করিতেছেন।

কাশ্‌মীর সমস্যার জটিলতা,

পাকিস্তান রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির পরিণতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন, কিন্তু সরকারের অনুসৃত বৈদেশিক নীতির সাহায্যে একটী সমস্যারও যে সুচারুসমাধান আজপর্য্যন্ত হয়নাই, তাহা—কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেনা। বাঙ্গালার বাঁটোয়ারা হইতে আরম্ভকরিয়া জুনাগড়,—হায়দ্রাবাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পাকিস্তানকে ঠকিতে হইয়াছে, কিন্তু কাশ্‌মীরের প্রশ্ন ক্রমশঃ যেরূপ জটিল আকার ধারণ করিতেছে, তাহাতে পাকসরকারের পররাষ্ট্র নীতির অপরিপক্কতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কাশ্‌মীরের প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকায় ভারত রাষ্ট্রের লাভ ছাড়া কোনই ক্ষতি নাই। যে ভূখণ্ডের উপর ন্যায় ও গণতান্ত্রিক বিধানানুসারে তাহার কোনদাবী প্রলয়কাল পর্য্যন্ত টিকিবেনা, টিকিতে পারেনা, যবরদস্তি করিয়া তাহার উপর ভারত সরকার নিজের অধিকার জমাইয়া রাখিয়াছেন আর পাকিস্তানকে তাহার স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। কাশ্‌মীরের অনিশ্চিত পরিস্থিতি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যাপারকে সীমাহীন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া চলিয়াছে। ভারতীয় সৈন্যের ন্যায় আযাদ-কাশ্‌মীর-ফওজের অপসারণপ্রস্তাবকে মানিয়ালওয়া কেমন করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

যে সঙ্গত হইয়াছিল আমরা কোনদিন তাহা বুঝিতে পারিনাই। ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে কাশ্‌মীর হইতে পাকিস্তানি ফওজ অপসারিত করার সুসঙ্গতি আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু ডোগ্‌রা রাজার সৈন্যদল অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাশ্‌মীরের আযাদ ফওজের অপসারণ-প্রশ্ন কি করিয়া উঠিতে পারে? তার পর কাশ্‌মীরের ব্যাপারে র‍্যাডক্লিফ নীতির পুনরাবৃত্তিদ্বারা কি মঙ্গলের প্রত্যাশা করা হইয়াছে, তাহাও আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগোচর। স্বস্তি পরিষদ স্যর ও-য়েন ডিক্সনকে পাঠাইয়াছিলেন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্‌মীর সমস্যার আপোষ করিয়াদিতে, বা আপোষের পথ পরিষ্কার করিতে। তিনি যখন দেখিতে পাইলেন যে, ভারত সরকার তাঁহাদের হঠকারিতা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন,—তাঁহারা নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাশ্‌মীরে গণভোটের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় এড়াইয়াই যাইতে—চান, তখন তাঁর কি করা উচিত ছিল? ভারতকে প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী এবং স্বস্তি পরিষদের—বিদ্রোহী ঘোষণাকরা ছাড়া তাঁর অন্য কিছু—করণীয় ছিল না, করার অধিকারও তাঁর ছিলনা। কিন্তু ধান ভানিতে শিবের গীতের ন্যায় তিনি কাশ্‌মীরের বাঁটোয়ারা এবং আংশিক গণভোটের—প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন কেমন করিয়া? পাকিস্তান যে এ প্রস্তাব কল্পনাকরিতেও প্রস্তুত হইবেনা, স্যার ডিক্সন তাহা ভালভাবেই জানেন। ভারত সরকার কে পরিতুষ্ট আর পাকিস্তানকে আপাযে অসম্মত ঘোষণা করার মতলবেই কি এ অবান্তর প্রস্তাব উল্লিখিত হইয়াছে? স্বস্তিপরিষদ কি এইরূপ প্রস্তাব উপস্থাপিত করার জন্যই স্যার ও-য়েন ডিক্সনকে প্রেরণ করিয়াছিলেন?

সুখের বিষয়, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বাঁটোয়ারার প্রস্তাবকে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াছেন, কিন্তু পাকসরকারের পররাষ্ট্র নীতির অতীত অভিজ্ঞতার ফলে আমরা বেশী নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিনা। স্যর ও-য়েন ডিক্সনের পরিকল্পনা আমাদিগকে সত্যই শংকান্বিত করিয়াছে।

পাকিস্তানের নূতন প্রধান সেনাপতি,

এ পর্য্যন্ত পাকিস্তানের কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ—জনৈক ইংরাজ জেনারেল ছিলেন। পাকিস্তান সরকার সম্প্রতি মেজর আইয়ুব খানকে সমগ্র পাকিস্তান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। পাকিস্তানি ফওজে আল্লাহর ফযলে যোগ্যব্যক্তির কোনদিনই অভাব ছিল না, অবশ্য ট্যাক্‌নিকাল—বিভাগে মুছলমান অফিসরদের অভাবের কথা—আমরা শুনিতে পাইতাম। সম্প্রতি সে অভাবও—ক্রমশঃ বিদূরিত হইতেছে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। পাকসরকার শীঘ্রই পাকিস্তান সৈন্যবিভাগকে বৈদেশিক প্রভাব হইতে মুক্ত করিবেন বলিয়া আমাদের দৃঢ় আশা আছে। দেশরক্ষার দায়িত্ব—সম্পূর্ণভাবে সৈন্যবিভাগের উপরেই নির্ভর করে, অথচ দেশরক্ষার কার্য্যে বিদেশীদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরকরা দূরদর্শিতার পরিচায়ক নয়। অবশ্য বিদেশী কর্ম্মচারীমাত্রই যে সিখাসঘাতক, আমরা এ কথা বলিনা, কিন্তু পাকিস্তানকে রক্ষাকরার বিপুল আগ্রহ ও উহার জন্য আত্মদানের তীব্র আকাঙ্খা এক জন পাকিস্তানির হৃদয়ে যেভাবে সৃষ্টিহওয়া স্বাভাবিক, একজন বিদেশীর নিকট তাহা প্রত্যাশা করা চলেনা।

আমাদের বিশ্বাস যে, মেজর জেনারেল আইয়ুব খানের নিয়োগে পাকিস্তানের নাগরিকবৃন্দ উল্লাসিত এবং পাকিস্তান সরকারের নূতন ব্যবস্থায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন। জেনারেল আইয়ুব খান প্রকৃত মুছলিম—সেনাপতির ন্যায় তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও যোগ্যতা প্রমাণিত করিবেন, আমাদের এরূপ ভরসা আছে।

ভারতরাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ,

ভারতের উদারতা, ধর্ম্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদের যে জয়ঢাক দীর্ঘকাল হইতে বাজান হইতেছিল এবং মুছলিম-হত্যা ও বিতাড়নের সমুদয় হৃদয়বিদারক কাণ্ডগুলিকে সাময়িক উত্তেজনা ও স্বাধীনতার প্রসবযন্ত্রণা বলিয়া জগদ্বাসীকে যেভাবে—বেওকুফের বুঝ বুঝাইবার চেষ্টা চলিতেছিল, অবশেষে তার প্রকৃতরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু নাসিক কংগ্রেসের সভাপতি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পদের প্রার্থী হইয়াও অবস্থাগতিকে পূর্ব্বাহ্নেই সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীশঙ্কররাও দেওকে দাঁড়করান হইয়াছিল। কংগ্রেসী ও অর্দ্ধকংগ্রেসী সকল প্রার্থীকে বিপুলসংখ্যক ভোটে পরাভূত করিয়া বাবু পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন নাসিক কংগ্রেসের সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। ট্যাণ্ডনজী গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং পাকিস্তানের ঘোর বিরোধী। তিনি পাকরাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য কোনদিন মানিয়ালইতে পারেননাই। ভারতরাষ্ট্রের মুছলমানদিগকে বহুবার তিনি হিন্দুসমাজে বিলীন হইয়া যাওয়ার অথবা ভারত পরিত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে চলিয়া যাওয়ার উপদেশ বিতরণ করিয়াছেন। কংগ্রেসের সিংহাসন লাভকরার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গর্জন করিয়াছেন যে, ভারতরাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের—অভিপ্রায় অনুসারেই সংখ্যালঘুদিগকে চলিতে হইবে! মোট ২৬১৮ ভোটের মধ্যে এহেন বাবু ট্যাণ্ডন একাই ১৩০৬টী ভোট পাইয়াছেন। কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীশঙ্কররাও দেও মাত্র ২০২টী ভোট লাভ করিয়াছেন। ইহার পরও কি ভারতরাষ্ট্রের ধর্ম্মনিরপেক্ষতা (Secularism) ও জাতীয়তার (Nationalism) মুখোস অব্যাহত থাকিবে? কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব এখানেই শেষ হইতেছেনা। ভারতের কংগ্রেস পাকিস্তানের লীগ নয় যে উহা কেবল সর্ব্বতোভাবে সরকারের তাবেদারী করিয়া যাইবে এবং সরকারী নীতি ও মন্ত্রীমণ্ডলীর অন্ধ-অনুসরণ করিয়া চলিবে, বরং সকলদিক দিয়া ইহাই অনুমিত হইতেছে যে, হয় ভারত সরকারের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুকে বাবু পুরুষোত্তম দাশের হস্তে নূতনমন্ত্রের দীক্ষাগ্রহণ করিয়া তাঁহার মন্ত্রীত্ব—বজায় রাখিতে হইবে, অথবা তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। মোটের উপর ভারতরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে অতিশয় শংকটজনক পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পাক-ভারত শান্তি চুক্তির পরিণামও যে অতঃপর কি হইবে কে জানে? কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের যে আশা এযাবৎ অনেকেই পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন তাহার ভবিষ্যৎ অধিকতর অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাযাইতেছে। এদিকে পাকভারত বাণিজ্যচুক্তির মিআদও ফুরাইয়া আসিয়াছে। সর্ব্বোপরি ভারত রাষ্ট্রের মুছলমান নাগরিকরা পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরুর আশ্বাসবাণীর উপর যে আস্থাস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার পরিণতিই বা হইবে কি?

ভূমিকম্প ও জলপ্লাবন,

১৫ই আগষ্ট সন্ধ্যারাত্রে যে ভূকম্প আমরা মৃদু অথচ দীর্ঘস্থায়ী ভাবে অনুভব করিয়াছিলাম তাহার ফলে পাক-ভারতে খণ্ড প্রলয় ঘটিয়াগিয়াছে। উত্তর আসামে ও উহার সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলসমূহে প্রায় ৩০ হাজার বর্গমাইল ইলাকা, ৫০ লক্ষাধিক লোক ও ৭ লক্ষ উপজাতি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। হিমালয় পর্ব্বতের এক অংশ নিশ্চিহ্ন হইয়াগিয়াছে। বহু পাহাড় হইতে ধস নামায় কতক নদী বিশুষ্ক হইয়াছে—আবার বহুনদীর আকস্মিক জলোচ্ছাস বিস্তীর্ণ ইলাকা সমূহকে ডুবাইয়া দিয়াছে। জল-প্লাবনের ফলে অসংখ্য মানুষ গবাদিপশু এমন কি হস্তী পর্য্যন্ত ভাসিয়া বা ডুবিয়া গিয়াছে। ভূকম্পের বেগে পাহাড় ও গৃহাদি বিধ্বস্ত হওয়ায় বহু লোক হতাহত হইয়াছে। জল-প্লাবনের ফলে অনেক স্থানের ফসল একেবারেই নষ্ট হইয়াগিয়াছে। অনেকস্থলে মাটি ফাটিয়া কাদা,—বালি ও পানি নির্গত হইয়াছে, বিস্তীর্ণ উর্ব্বর ক্ষেত্র বিরাট বালুকাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ভূকম্পের ফলে পূর্ব্বপাকিস্তানের ময়মনসিংহ যিলার কতকাংশও বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিব্বতের পাহাড় হইতে ভূকম্পের উদ্ভব হওয়ায় তিব্বতের নিম্নাংশেরও ক্ষতি হইয়াছে। বহু পার্ব্বত্য গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠের আকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম ভূকম্পের তের, চৌদ্দ দিবস পর পর্য্যন্তও—আসামের বহুস্থানে প্রবল কম্পন অনুভূত ও কর্ণ-বিদারকশব্দ শ্রুতগোচর হইয়াছে। ২৩শে আগষ্টের পর ব্রহ্মপুত্র নদের পানীতে গন্ধক ও কাদা দেখা—দিয়াছে এবং পানী হইতে খারাব গন্ধ বাহির হইয়াছে। এই পানি ব্যবহারকরিয়া অনেকস্থানে—মহামারী দেখাদিয়াছে। পর্ব্বতের বিধ্বস্ত ইলাকায় প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ুর ফলে বিমানের চলাচলও দুরূহ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়া উঠিয়াছিল। মোটের উপর আসাম প্রদেশের প্রায় একচতুর্থাংশ বিধ্বস্ত হইয়াগিয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তানেও সিন্ধুনদে প্রবল জলোচ্ছাসের ফলে লাহোর শহরের অধিকাংশ ইলাকা ডুবিয়াগিয়াছে। লক্ষাধিক নরনারীর জীবন বিপন্ন হইয়াছে। ইরাবতী নদীর ৮ মাইল দীর্ঘ বাঁধটী ৭ জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। লাহোরের আশেপাশে পঞ্চাশের অধিক গ্রাম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ২৪ ঘণ্টায় ৪ হাতেরও অধিক পানি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রবল জলোচ্ছাসের ফলে শিয়ালকোট জিলায় একশত পঞ্চাশ বর্গ মাইল একর জমির ফসল একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শহদরা তহ্‌ছিলের অসংখ্য গ্রাম বন্যা বিধ্বস্ত হইয়াছে। প্রাণহানীর সঠিক সংখ্যা এখনও অজ্ঞাত, শুধু শেখুপুরা, শিয়ালকোট ও লাহোরেই ১শত ছয় জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। গবাদি-পশুর মৃত্যুর সংখ্যা হাজারেরও অধিক বলা হইতেছে।

পাক-ভারতের এই খণ্ডপ্রলয়ের কারণ সম্বন্ধে অনেক কল্পনা জল্পনা চলিতেছে। কেহ কেহ— বলিতেছেন,— হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর ক্রমশঃ অধিকতর উচ্চ হইয়া পড়ায় নিম্নভূমির ভার কেন্দ্রের শক্তি দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে উহার উচ্চতা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় ২শত ৮০ ফিট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মহিমান্বিত আল্‌কোরআনে ভূখণ্ডের অধিবাসী মানবসমাজের অনাচার ও পাপকেই আকাশ ও পৃথিবীর নৈসর্গিক দুর্ঘটনাসমূহের প্রকৃত কারণ বলিয়া উল্লেখ করা— হইয়াছে। অতীত-জাতিসমূহের ইতিহাসে ইহার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন ভূখণ্ডে যখন মানুষের হৃদয়হীনতা, অত্যাচার, অহঙ্কার, নীতিহীনতা এবং আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহ চরম আকার পরিগ্রহ করে, তখনই আল্লাহর স্বাভাবিক বিধান অনুসারে সে ভূখণ্ডে তাঁহার কঠোরশাস্তি ভূকম্প, জলপ্লাবন, ধসিয়া পড়া ও রূপান্তরিত হওয়া প্রভৃতির আকারে— আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যুগের পর যুগ ধরিয়া মানুষ নিজের ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা ও শ্রমের সাহায্যে যাহা গড়িয়া তোলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হইয়যায়। আজ পৃথিবীর মানুষ ইলাহী বিধানের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে, ইলাহী-বিধানের নাম লইয়া এক শ্রেণীর লোক স্বার্থপরতা, নিচাশয়তা ও প্রতিহিংসার যে পৈশাচিক পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে বসিয়াছে, ন্যায়নীতি ও বিশুদ্ধ জীবনের সমুদয় নিয়মকে যেরূপভাবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে হিমালয় পর্ব্বতের আংশিক নিশ্চিহ্ন হওয়া বা ডিক্রুগড়ের টেংরা ইন গ্রামের ধীরেধীরে ভূগর্ভে সমাধিলাভ করা— প্রবল জলোচ্ছাসে মানুষ এবং তাহার খাদ্য-ভাণ্ডার ভাসিয়া যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে আশ্চর্য্যবোধ করার কি আছে? মানুষরা বস্তুতান্ত্রিক অহমিকায় রছুলগণের বর্ণিত কিয়ামৎকে অবিশ্বাস করিতেছে কিন্তু আমাদের দিবসরজনীর অবস্থা যদি এইরূপ অপরিবর্ত্তিতই থাকিয়া যায়, তাহাহইলে প্রলয়ঊষার আবির্ভাব কদাচ বিলম্বিত হইবে না।

اليس الصبح بقريب ؟

শোক প্রকাশ,

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহলেহাদিছের অন্যতম মুবাল্লিগ মওলানা যিল্লুররহমান আন্‌ছারী ছাহেবের ভাগ্যবতী এবং ছালিহা স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে আমরা মওলানা ছাহেবের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি এবং তর্জুমানের পাঠক পাঠিকাগণকে মরহুমার জন্য মগ্‌ফিরাতের দোআ করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জমানুল হাদিছ

(মাসিক)

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র

সম্পাদক : মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী।

প্রকৃত ইছলামি ভাবধারার সাহিত্যিকগণ কর্তৃক পরিপুষ্ট।

নিয়মাবলী—

১। তর্জমানুল হাদিছ প্রতি চান্দ্রমাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়।

২। বার্ষিক মূল্য সডাক ৬॥০, ভি, পিতে ৬৸০।

৩। গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে এবং রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকেট না পাঠাইলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না।

৫। বৎসরের যে কোন মাস হইতে গ্রাহক করা হয়

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

৬। শরিআৎ বিগর্হিত কোন বিষয় বা বস্তুর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে না।

৭। কভারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পৃষ্ঠা··· মাসিক ১০০৲

" " " পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক "		৬০৲
" " " পৃষ্ঠার চতুর্থাংশ "		৩৫৲
" চতুর্থ পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৫৲
" " পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক	"	৭০৲
" " " একচতুর্থাংশ	"	৪০৲
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	৬৪৲
" এক কলাম	"	৩৫৲
" অর্দ্ধ "	"	২০৲
" প্রতি বর্গ ইঞ্চি	"	২॥০

৮। বিজ্ঞাপনের খরচ অগ্রিম জমা দিতে হইবে

৯। মনি অর্ডার, ভিঃ পিঃ ও বিজ্ঞাপনের অর্ডার ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে।

লেখকগণের জ্ঞাতব্য

১০। তর্জুমানুল হাদিছের অবলম্বিত নীতির প্রতিকূল প্রবন্ধ গৃহীত হইবে না।

১১। তর্জুমানে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও আলোচনা গৃহীত হইবে।

১২। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক।

১৩। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরৎ লইতে হইলে রেজেষ্টারী খরচের ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

১৪। পরিশ্রমের সহিত লিখিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য প্রতি কলাম তিন টাকা হিসাবে ওযিফা দেওয়া হইবে।

১৫। সকল প্রকার রচনা সম্বন্ধে সম্পাদকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

১৬ প্রবন্ধ ও রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে

বিনীত—

ম্যানেজার,

আলহাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস।

পোঃ ও যিলা পাবনা পাক বাঙ্গলা

আল্ হাদিছ পাবলিশিং হাউস

কয়েক খানি উপাদেয় পুস্তিকা

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্ কোরায়শী প্রণীত

১ বাঙ্গলা ভাষায় কোরআনি রাজনীতির শ্রেষ্ঠ অবদান

ইছলামি শাসনতন্ত্রের সূত্র।

মূল্য এক টাকা মাত্র

২। ইছলামের মূলমন্ত্র কলেমায় তৈয়েবার বিস্তৃত কোরআনি ব্যাখ্যা ইছলামি আকিদা, আদর্শ ও কর্ম্মযোগের বিশ্লেষণ—

কলেমায় তৈয়েবা

মূল্য দেড় টাকা মাত্র

৩। মওলানা আবু সাঈদ মোহাম্মদ কৃত—

মুছলিম সমাজে প্রচলিত কবর পূজার খণ্ডন ও যিয়ারতে কবরের মছনুন তরিকার বর্ণনা—

গোর যিয়ারৎ।

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

ম্যানেজার,

আল্ হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস

পাবনা, পাক-বাঙ্গালা।

——০:০——

Printed & Published by M. A. Kafee ... Ahle Hadeeth Printing and Publishing House from the office of All Ben... & Assam Jamiati Ahli Hadeeth, Pabna, Pak Bengal

www.ahlehadeethbd.org